সাপ্তাহিক

২৪ ডিসেম্বর- ২০১৮ সোমবার

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১৯-২০

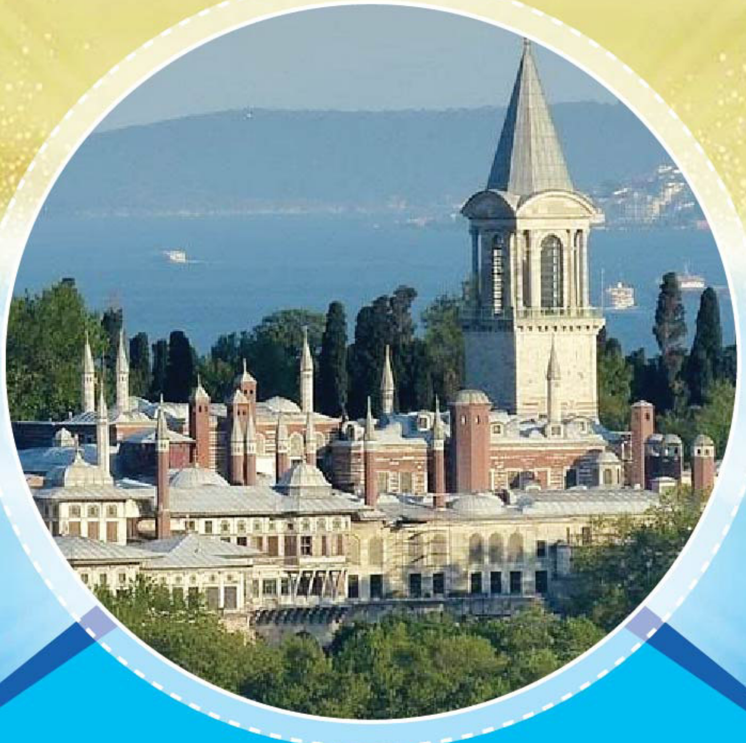

ঐতিহাসিক তোপকাপি প্রাসাদ, তুরস্ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সাপ্তাহিক | প্রতিষ্ঠাকাল – ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক পত্রিকা

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৬০ বর্ষ ॥ ১৯-২০ সংখ্যা ॥ সোমবার
১৬ জমাঃ সানি- ১৪৪০ হিজরী
১০ পৌষ- ১৪২৫ বাংলা
২৪ ডিসেম্বর- ২০১৮ ঈসায়ী

রেজি নং ডি. এ. ৬০
প্রকাশ মহল :
৯৮, নবাবপুর রোড
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

নির্বাহী সম্পাদক
শাইখ হারূন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
শাইখ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপনায়
আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী
প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
মোঃ রুহুল আমীন [সাবেক আইজিপি]
প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম
অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব
প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭১১ ৫৪৭ ১২৫
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬১ ৮৯৭ ০৭৬
সহকারী সম্পাদক : ০১৭১৬ ৯০৬ ৪৮৭
ব্যবস্থাপক : ০১৯৯৮ ৮০০ ১৩০
বিপণন : ০১৭২৪ ৬২১ ৮৬৯
অভিযোগ/পরামর্শ : ০১৭১৬ ৯০ ৬৪ ৮৭

E-mail : weeklyarafat@gmail.com
: jamiyat1946.bd@gmail.com
Website : www.jamiyat.org.bd
Phone : 02-7542434
Bkash No.: 01768-222056 (Personal)

মূল্য : ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র ॥

عرفات أسبوعية

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٣٣٢٨٢٩٨

المؤ سس : العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة : الفقيد العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله، الرنيس الحالى لمجلس الإدارة : بروفيسر محمد مبارك علي، رئيس التحرير : الأ ستاذ الدكتورمحمد رئيس الدين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য **অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা)** পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা **"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায়** (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ (রেজি: ডাকমাশুলসহ)	৬০০/-	৩০০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২৮ ইউ.এস. ডলার	১৪ ইউ.এস. ডলার
সৌদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	৩০ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৫০ ইউ.এস. ডলার	২৬ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ ইউ.এস.ডলার	২০ ইউ.এস. ডলার

দৃষ্টি আকর্ষণ

"সাপ্তাহিক আরাফাত"-এর সকল স্তরের **এজেন্ট, গ্রাহক ও শুভাকাঙ্খীদের** জানানো যাচ্ছে যে, **"সাপ্তাহিক আরাফাত"** সংশ্লিষ্ট সকলপ্রকার **আর্থিক লেনদেন–**

"দি উইকলি আরাফাত"

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি:

বংশাল শাখা (সঞ্চয়ী হি: নং- ৪০০৯১৩১০০০০১৪৩৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে। অথবা **"সাপ্তাহিক আরাফাত"** অফিসের নিম্নবর্ণিত মোবাইল নম্বরে **বিকাশ** করা যাবে–

বিকাশ নম্বর (পার্সোনাল) : ০১৭৬৮ ২২২ ০৫৬।

–সম্পাদক

বি. দ্র. অর্থ প্রেরণের পর উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত : সূচীপত্র

☞ **আল কুরআনুল হাকীম :**
- **পরকালীন জীবনের অবস্থা**
  অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন- ০৩

☞ **হাদীসুর রাসূল :**
- **ইনসাফ ও নীতিবান পরিবার সুখ ও সমৃদ্ধির ভূস্বর্গ**
  শাইখ আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী- ০৮

☞ **সম্পাদকীয়– ১০**

☞ **প্রবন্ধ :**
- **আল ফাখরীর দর্পণে শাসকের গুণাবলী**
  প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান- ১১
- **সহীহ মুসলিমের ভূমিকা এবং সালাফী অনুপ্রেরণা**
  শাইখ আব্দুর রাকীব মাদানী- ১৫
- **কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সবরের ক্ষেত্রসমূহ**
  অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন- ১৯
- **জাহান্নামের হাতছানি**
  মুহাম্মদ গোলাম রহমান- ২২

☞ **সমাজচিন্তা :**
- **যুব সমাজের বিচ্যুতি : কারণ ও প্রতিকার**
  মূল : প্রফেসর ড. সুলাইমান আর্ রুহাইলী- ২৫
- **ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড একটি পর্যালোচনা**
  মো: মাযহারুল ইসলাম- ২৯

☞ **নিভৃত ভাবনা :**
- **রাসূল (সা:) প্রেমের অনুপম নিদর্শন**
  আবূ তাসনীম- ৩৩

☞ **ক্বাসাসুল হাদীস :**
- **ইব্রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) কর্তৃক কা'বাঘর নির্মাণের ঘটনা**
  গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ৩৮

☞ **ইতিহাসর ঐতিহ্য :**
- **মিন্দানাওয়ের স্বায়ত্ত্বশাসন : শতাব্দীর অন্যতম সেরা সাফল্য**
  তানযীল আহমাদ- ৪১

☞ **জমঈয়ত সংবাদ- ৪৬**

☞ **আপনার স্বাস্থ্য- ৪৭**

☞ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল- ৪৯**

☞ **প্রচ্ছদ পরিচিতি- ৫৪**

القران الحكيم ॥ আল কুরআনুল হাকীম

পরকালীন জীবনের অবস্থা

–অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا ○ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَآءِ شَهِيْدًا ○ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْأَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللهَ حَدِيْثًا﴾

বঙ্গানুবাদ : "আল্লাহ অণু পরিমাণও যুল্‌ম করেন না। আর কোন পুণ্য কাজ হলে তাকে তিনি দ্বিগুণ করেন এবং নিজের নিকট হতেও বিরাট পুরস্কার দান করেন। সুতরাং তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজনকে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকেও হাজির করবো তাদের ওপর সাক্ষ্য দানের জন্য। যারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলের নাফরমানী করেছে, তারা সে দিন কামনা করবে, হায়! যদি তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হত এবং তারা আল্লাহ থেকে কোন কথাই লুকিয়ে রাখতে পারবে না।"[১]

আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

মহান আল্লাহ ইনসাফকারী

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّإِنْ تَكُ حَسَنَةً.....﴾

"আল্লাহ অণু পরিমাণও যুল্‌ম করেন না। আর কোন পুণ্য কাজ হলে তাকে তিনি দ্বিগুণ করেন এবং নিজের নিকট হতেও বিরাট পুরস্কার দান করেন।"

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা কারো ওপর অত্যাচার করেন না, কারো সাওয়াব নষ্ট করেন না, বরং তা আরো বৃদ্ধি করে তার সাওয়াব ও প্রতিদান ক্বিয়ামতের দিন দান করবেন। যেমন- অন্য জায়গায় রয়েছে–

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ﴾

"আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড।"[২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন যে, লোক্বমান ('আলাইহিস্ সালাম) স্বীয় পুত্রকে বলেন :

﴿يٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ ؕ إِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ﴾

"হে বৎস! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ এটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন।"[৩]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ○ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ﴾

"সেদিন মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে।"[৪]

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শাফা'আতযুক্ত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে–

فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ مِنَ النَّارِ وَفِيْ لَفْظٍ : أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوْهُ مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ سَعِيْدٍ : اقرءوا إِنْ شِئْتُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ফিরে এসো এবং যার অন্তরে সরিষার দানার সমান ঈমান দেখো তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আবার ফিরে যাও এবং যার অন্তরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান ছিল তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে নিয়ে এসো।" তখন অনেক লোককে সেখান থেকে বের করে আনা হবে। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেন, 'তোমরা ইচ্ছা করলে কুর'আনুল কারীমের ﴿إِنَّ اللهَ لَا

---

* ***সহ-সভাপতি-*** *বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।* ***সম্পাদক-*** *সাপ্তাহিক আরাফাত।*

[১] *সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৪০-৪২।*

[২]. *২১ নং সূরাহ্ আল আম্বিয়া-, আয়াত নং- ৪৭।*

[৩]. *৩১ নং সূরাহ্ লুক্বমান, আয়াত নং- ১৬।*

[৪]. *৯৯ নং সূরাহ্ আল যিলযাল, আয়াত নং- ৬-৮।*

﴿يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ "নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেন না" –এ আয়াতটি পাঠ করে নাও।[৫]

মুসনাদ ইবনু আবী হাতিমে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) হতে বর্ণিত আছে যে,

يُؤْتَى بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ عَلَى رُؤُوْسِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ : هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فَلْيَأْتِ إِلَى حَقِّهِ فَتَفْرَحُ الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا الحق على أبيها أو أمها أَوْ أَخِيْهَا أَوْ زَوْجِهَا.

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কোন দাস বা দাসীকে আনয়ন করা হবে এবং একজন আহ্বানকারী হাশরের ময়দানের সমস্ত লোককে শুনিয়ে উচ্চস্বরে বলবেন, এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক। যে কারো প্রাপ্য তার জিম্মায় রয়েছে সে যেন এসে নিয়ে যায়। সেদিন অবস্থা এই হবে যে, স্ত্রীলোক চাইবে তার কোন প্রাপ্য পিতার ওপর, মাতার ওপর, ভ্রাতার ওপর বা স্বামীর ওপর থাকলে সে দৌড়িয়ে এসে নিয়ে যাবে।

অতঃপর তিনি ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُوْنَ﴾ –এ আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ- সেদিন বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদও করবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হক্ব ইচ্ছামতো ক্ষমা করবেন। কিন্তু মানুষের প্রাপ্য ক্ষমা করবেন না। যখন দাবীদারগণ এসে যাবে তখন তাকে বলা হবে, তাদের প্রাপ্য আজ আদায় করো। সে তখন বলবে, দুনিয়াতো শেষ হয়ে গেছে, আজ আমার হাতে কি রয়েছে যে, তা আমি দিব? অতএব তার সৎ কার্যাবলী নেয়া হবে এবং দাবীদারদেরকে দেয়া হবে। এভাবেই প্রত্যেকের প্রাপ্য আদায় করা হবে। এখন লোকটি যদি আল্লাহভক্ত হয় তবে তার কাছে এক সরিষার দানা পরিমাণ পুণ্য অবশিষ্ট থাকলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে বৃদ্ধি করে শুধুমাত্র এরই ওপর ভিত্তি করে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। আর যদি লোকটি আল্লাহ ভক্ত না হয়, বরং পাপী ও দুরাচারী হয় তবে তার অবস্থা এই হবে যে, ফিরিশতাগণ বলবেন– হে আল্লাহ! তার পুণ্যগুলো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো দাবীদারগণ বাকী রয়েছে। তখন নির্দেশ দেয়া হবে– দাবীদারদের পাপগুলো তার ওপর চাপিয়ে দাও।[৬]

অতঃপর তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করো। এ মাওকূফ হাদীসটির কিছু কিছু শাওয়াহিদ মারফূ' হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে।

মুসনাদ ইবনু আবী হাতিমে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-এর উক্তি রয়েছে– ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ –এ আয়াতটি মরুচারী 'আরবদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এর ওপর তাঁকে প্রশ্ন করা হয় : তাহলে মুহাজিরদের ব্যাপারে কোন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়? তিনি উত্তরে বলেন : এর চেয়ে উত্তম– ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ –এ আয়াতটি।

কাফিরদের শাস্তির বিবরণ

সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا﴾ –এ উক্তির কারণে মুশরিকদেরও শাস্তি কম করা হবে। তবে হ্যাঁ, জাহান্নাম থেকে তাদের তো বের করা হবেই না। যেমন- সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন :

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَنْصُرُكَ فَهَلْ نَفَعْتَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالَ : نَعَمْ هُوَ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার চাচা আবূ ত্বালিব আপনার আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি আপনাকে লোকদের কষ্ট দেয়া হতে রক্ষা করতেন এবং আপনার পক্ষ থেকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন তাহলে তার কোনো লাভ হবে কি?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : 'হ্যাঁ, তিনি খুব অল্প আগুনের মধ্যে রয়েছেন। যদি আমার এ সম্পর্ক না থাকত তাহলে তিনি জাহান্নামের একেবারে নিম্ন তলায় থাকতেন।[৭]

কিন্তু খুব সম্ভবত এ উপকার শুধুমাত্র আবূ ত্বালিবের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্যান্য কাফির এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা মুসনাদ তায়ালিসীর হাদীসে রয়েছে– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

---

[৫]. *সহীহুল বুখারী- ১৩/৪৩০/৭৪৩৭, ফাতহুল বারী- ১৩/৪১৩, সহীহ মুসলিম- ১/১৬৭/৩০, সুনান ইবনু মাজাহ্- ১/৩২/৬০, সুনান আন্ নাসায়ী- ৮/৪৮৬/৫০২৫, মুসনাদ আহমাদ- ৩/৯৪, জামি' আত্ তিরমিযী- ৪/৩৬০-৩৬১/১৯৯৮, ১৯৯৯।*

[৬]. *তাফসীর তাবারী- ৮/৩৬৪/৯৫০৯।*

[৭]. *সহীহুল বুখারী- ৭/২৩২/৩৮৮৩, ৬২০৮; সহীহ মুসলিম- ১/১৫৪/৩৫৭, মুসনাদ আহমাদ- ১/২০৬/২১০।*

إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا ويُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِهَا فِي الدُّنْيَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ.

আল্লাহ মু'মিনের কোনো সাওয়াবের ওপর অত্যাচার করেন না। দুনিয়ায় খাওয়া-পরা ইত্যাদির আকারে প্রতিদান পেয়ে থাকে এবং আখিরাতে সাওয়াবের আকারে এর প্রতিদান পাবে। তবে হ্যাঁ, কাফির তো তার সাওয়াব দুনিয়ায়ই খেয়ে নেয়। সুতরাং ক্বিয়ামতের দিন তার নিকটে কোনো সাওয়াবই থাকবে না।[৮]

"বিরাট পুরস্কার" –এর তাৎপর্য

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু), ইক্রিমাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ), সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রাহিমাহুল্লা-হ), হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লা-হ), ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) এবং যাহ্হাক (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন যে, ﴿وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ এ– আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে জান্নাত। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের প্রার্থনা করছি। ইবনু আবী হাতিম (রাহিমাহুল্লা-হ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ 'উসমান আন নাহদি (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেছেন :

بَلَغَنِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُعْطِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ. قَالَ : فَقُضِي أَنِّي انْطَلَقْتُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَقِيْتُهُ فقلت : بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيْثٌ أَنَّكَ تَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللهَ يُعْطِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا بَلْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِيْهِ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ ثُمَّ تَلَا ﴿يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فَمِنْ يُقَدِّرُهُ قَدْرَهُ.

আমি সংবাদ পাই যে, 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাকে একটি সাওয়াবের বিনিময়ে এক লক্ষ সাওয়াব দান করে থাকেন।' তখন আমি দৃঢ় সংকল্প করে ফেলি যে, আমি নিজেই গিয়ে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এটা জিজ্ঞেস করব। অতএব আমি সফরের আসবাবপত্র ঠিক করে নিয়ে এ বর্ণনাটির সত্যতা নিরূপণের জন্য যাত্রা শুরু করি। আমি জানতে পারি যে, তিনি হাজ্জে গিয়েছেন। আমিও হাজ্জের নিয়ত করে সেখানে পৌঁছি। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, হে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)! আমি শুনেছি যে, আপনি এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটা কি সত্য? তিনি তখন বলেন, না! বরং আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, দু'লক্ষ সাওয়াব দেয়া হয়। 'তুমি কি এতে বিস্ময় বোধ করছ? তুমি কি কুর'আনুল কারীমে পাঠ করোনি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, আল্লাহ তাকে তা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন"। অন্য আয়াতে রয়েছে– ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ "বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য"[৯]।[১০]

ক্বিয়ামত দিবসে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষ্য প্রদান

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন :

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾

"তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে এক একজনকে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও হাজির করব তাদের ওপর সাক্ষ্য দানের জন্য।"

অর্থাৎ- অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় থেকে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? সেদিন নাবীগণকে সাক্ষীরূপে পেশ করা হবে। যেমন- অন্য আয়াতে রয়েছে–

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

"যমীনও তার রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, 'আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে এবং সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে। আর সকলের মধ্যে ন্যায়

---

[৮]. *সহীহ মুসলিম- ৪/২১৬২/৫৬, মুসনাদ তায়ালিসী- ৪৭, মুসনাদ আহমাদ- ৩/১২৩, ১২৫, ২৮৩।*

[৯] *৯ নং সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্, আয়াত নং- ৩৮।*

[১০]. *হাদীসটি য'ঈফ, মুসনাদ আহমাদ- ২/৫২১, ৫২২, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ- ১০/১৪৫।*

বিচার করা হবে এবং তাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না।”[১১]

অন্য এক জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছে–

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

“সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী।”[১২]

সহীহুল বুখারীতে রয়েছে– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-কে বলেন :

قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنزلَ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنِّيْ أُحِبُّ أَنَّ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ "فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ قَالَ : حَسْبُكَ الْآنَ" فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان.

‘আমাকে কিছু কুর’আনুল কারীম পাঠ করে শুনাও।’ ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা) তখন বলেন, ‘হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনাকে কুর’আনুল কারীম পাঠ করে কি শুনাব? কুর’আনুল কারীম তো আপনার ওপরেই অবতীর্ণ হয়েছে।’ তিনি বলেন : ‘হ্যাঁ, কিন্তু আমি অন্যের নিকট থেকে শুনতে পছন্দ করি।’ ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা) বলেন, ‘আমি তখন সূরাহ্ আন্ নিসা পাঠ করতে আরম্ভ করি। পড়তে পড়তে যখন আমি ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾[১৩] –এ আয়াতটি পাঠ করি তখন তিনি বলেন : ‘যথেষ্ট হয়েছে।’ আমি দেখি যে, তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল।’[১৪]

পরকালে কাফিরদের মৃত্যু কামনা

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ.....﴾

“সেদিন কাফিররা এবং রাসূলের অবাধ্যাচরণকারীরা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যদি যমীন ফেটে যেত এবং মাটি এদের ঢেকে ফেলত এবং পরে মাটি সমতল হয়ে যেত তাহলে কতোই না ভালো হত! কেননা তারা সেই দিন অসহ্য ত্রাস, অপমান এবং শাসন-গর্জনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।”

যেমন- অন্য আয়াতে রয়েছে–

﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾

“সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির বলতে থাকবে : হায়রে হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম!”[১৫]

অতঃপর বলা হচ্ছে–

﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾

“তারা আল্লাহ থেকে কোন কথাই লুকিয়ে রাখতে পারবে না।”

অর্থাৎ- তারা সেদিন এ সমস্ত কাজের কথা স্বীকার করে নিবে যা তারা দুনিয়ায় করেছিল এবং একটি কথাও তারা গোপন করতে পারবে না।

মুসনাদ ‘আবদুর রায্যাকে সা‘ঈদ ইবনু জুবাইর (রাহিমাহুল্লা-হ) থেকে বর্ণিত হয়েছে–

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَشْيَاءٌ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ فِيْ الْقُرْآنِ قَالَ : مَا هُوَ؟ أَشُكٌّ فِيْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ : لَيْسَ هُوَ بِالشَّكِّ وَلَكِنِ اخْتِلَافٌ قَالَ : فَهَاتِ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْكَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ أَسْمَعُ اللهَ يَقُوْلُ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ وَقَالَ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللهَ حَدِيْثًا فَقَدْ كَتَمُوْا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا قَوْلُهُ : ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ فَإِنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ إِلَّا لِأَهْلِ

[১১]. ৩৯ নং সূরাহ্ আয্ যুমার, আয়াত নং- ৬৯।
[১২]. ১৬ নং সূরাহ্ আন্ নাহল, আয়াত নং- ৮৯।
[১৩]. ৪ নং সূরাহ্ আন্ নিসা, আয়াত নং- ৪১।
[১৪]. সহীহুল বুখারী- ৮/৯৮/৪৫৮২, ফাতহুল বারী- ৮/৭১২, জামি‘ আত্ তিরমিযী- ৫/২৩৭/৩০২৪, ৩০২৫, মুসনাদ আহমাদ- ১/৩৮০।
[১৫]. ৭৮ নং সূরাহ্ আন্ নাবা-, আয়াত নং- ৪০।

الْإِسْلَامِ وَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ وَلَا يَتَعَاظَمُهُ ذَنْبٌ أَنَ يَّغْفِرَهُ وَلَا يَغْفِرُ شِرْكًا جَحَدَ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالُوْا وَاللهِ رَبِّنا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ رَجَاءَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُمْ فَخَتَمَ اللهُ عَلٰى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللهَ حَدِيْثًا.

‘এক ব্যক্তি এসে ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-কে বলেন, ‘কুর’আনুল হাকীমের কিছু বিষয়ে আমার নিকট বৈসাদৃশ্য ঠেকছে।’ তখন ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বলেন : ‘কুর’আনুল হাকীমের কোন্ বিষয়ে তোমার সন্দেহ রয়েছে?’ লোকটি বলেন, ‘সন্দেহ তো নেই। কিন্তু আমার জ্ঞানে কুর’আনুল হাকীমের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।’ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বলেন, ‘যেখানে যেখানে তুমি বৈসাদৃশ্য মনে করছ সেগুলো উল্লেখ করো।’ তখন লোকটি উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করে বলেন, একটি দ্বারা গোপন করা প্রমাণিত হচ্ছে এবং অপরটি দ্বারা গোপন না করা প্রমাণিত হচ্ছে। তখন ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) এ উত্তর প্রদান করে দু’টি আয়াতের মর্ম বুঝিয়ে দেন : ক্বিয়ামত দিবসে তারা যখন দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র শির্ককারী ছাড়া অন্যান্য মুসলিমগণের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তা যত বড়ই হোক না কেনো, তখন মুশরিকরা মিথ্যা কথা বলবে। ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা‘আলা যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তখন তারা বলবে :

﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ﴾

“তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোনো কথা বলার থাকবে না, তারা বলবে : মহান আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলাম না।”[১৬]

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং তাদের হাত-পা কথা বলবে ও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা মুশরিক ছিল।

﴿يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ۭ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا﴾

“সে সময় তারা কামনা করবে, যেন ভূ-মণ্ডলের সাথে তারাও সমতল হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর নিকট কোনো কথাই তারা গোপন করতে পারবে না।”[১৭]

দার্স থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ–

১. পরকালে কারো ওপর বিন্দু পরিমাণ যুল্ম করা হবে না। প্রাপ্য অনুযায়ী পুরো প্রতিদান প্রদান করা হবে।

২. দুনিয়াতে যারা পুণ্য অর্জন করেছে তাদেরকে পরকালে আল্লাহ তা‘আলা দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। কাজেই আমাদের উচিত বেশি বেশি পুণ্য অর্জন করা।

৩. আখিরাতে কাফিরদের শাস্তি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং কুফ্রী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

৪. পরকালে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফা‘আত লাভের জন্য মহান আল্লাহর বিধান পালন ও মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরণ একান্ত জরুরী।

৫. পরকালের কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের একান্ত উচিত কুর’আন-সুন্নাহর বিধান মেনে চলা।

উপসংহারে বলা যায় যে, দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে মুক্তির জন্য প্রয়োজন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর পূর্ণ ঈমানসহ নেক ‘আমল করা। কেননা যারা পৃথিবীতে নেক ‘আমল করবে, পরকালে তাদের প্রতিদান বাড়িয়ে দেয়া হবে। বিন্দু পরিমাণ কারো প্রতি যুল্ম বা অত্যাচার করা হবে না। কাজেই আমাদের একান্ত প্রয়োজন কুর’আন-সুন্নাহর ওপর ‘আমল করা। আর যারা এমনটি করবে না বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা বা তাঁদের অস্বীকার করবে, পরকালে তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। যা থেকে তারা কখনোই পরিত্রাণ পাবে না। যদিও তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের মত মাটি হওয়ার কামনা করবে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের কামনাকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে প্রেরণ করবেন। সেখান থেকে তারা কোনোদিন আর বের হতে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে কুর’আন-সুন্নাহ অনুযায়ী ‘আমল করে পরকালে জান্নাতুল ফিরদা‘উসে যাওয়ার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ###

[১৬]. *৬ নং সূরাহ্ আল আন‘আম, আয়াত নং- ২৩।*

[১৭]. *মুসনাদ ‘আবদুর রায্যাক- ১/১৬০।*

حديث الرسول \ nv`xmi ivmj

ইনসাফ ও নীতিবান পরিবার

সুখ ও সমৃদ্ধির ভূস্বর্গ

–শাইখ আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী★

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ، قَالَ : لَا، قَالَ : فَارْجِعْهُ.

হাদীসের অনুবাদ : নু'মান ইবনু বশীর (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন যে, তার পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার এই পুত্রকে আমি আমার একটি কৃতদাস দান করেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তাহলে তুমি ফেরত নাও।[১৮]

রাবীর পরিচয় : নু'মান ইবনু বাশীর ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) খাজরাজ গোত্রের লোক এবং আনসার সাহাবী। তিনি বদর উহুদ এবং তার পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম আবূ বক্র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র নু'মান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তিকালের ছয় বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সরাসরি হাদীস শুনেছেন এ কথা ঠিক নয়। আমীর মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) তাকে প্রথমে হিমস অতঃপর কুফায় গভর্নর নিয়োগ করেন। ইয়াযীদের মৃত্যুর পর তিনি সিরিয়াবাসীদের 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়িরের খিলাফত স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানান। এতে হিমসবাসীরা ৬৪ হিজরী সনে তাঁকে হত্যা করে। (উসুলুল গাবা) তাঁর পুত্র মুহাম্মদ আবূ সা'ঈদ সিকাহ তাবীই ছিলেন।[১৯]

হাদীসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : দান করার ক্ষেত্রে বা সন্তানদের মাঝে বন্টনের ক্ষেত্রে কোনো সন্তানকে অতিরিক্ত দেওয়া একটি অপছন্দনীয় কাজ উক্ত পরিচ্ছেদে হাদীসটি স্থান পেয়েছে। পারিবারিক জীবনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম। পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, পিতা-মাতার জীবিতাবস্থায়ও সন্তান-সন্ততিগণ স্বীয় পিতা-মাতার কাছ থেকে ইনসাফ ভিত্তিক কিছু পাওয়ার অধিকারী– যার বর্ণনা হাদীসটিতে এসেছে।

এ হাদীসখানা পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার এক বিরাট উদাহরণ। সন্তান-সন্ততির প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করার তাগিদ দেয়া হয়েছে হাদীসটিতে। স্নেহের আতিশয্যে কোন সন্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ কোনভাবেই কাম্য নয়, বরং তা ইনসাফের পরিপন্থী। সুফইয়ান, আহমাদ, ইমাম বুখারী প্রমুখের মতে দান ও উপঢৌকনের ব্যাপারে সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান করা অবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾

অর্থাৎ- "তুমি নিকটাত্মীয়কে তার হক্ব পরিপূর্ণরূপে আদায় করো।"[২০]

আল্লাহ তা'আলা যেমন তার সৃষ্টজগতের প্রতি সমানভাবে করুণা বর্ষণ করেন, তেমনি মা-বাবারও উচিত সন্তান-সন্ততির মাঝে সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

অবশ্য যদি কোন সন্তান বিশেষ অসুবিধায় পড়ে অথবা রোগাক্রান্ত হয় কিংবা কন্যা সন্তান বিধবা হয়ে পড়ে, তখন অবস্থার বিবেচনায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা পিতা-মাতার উপর আবশ্যক। এই বিশেষ অবস্থায় কোন সন্তানদের জন্য অধিক খরচ করা সমতার বিধানে গণ্য হবে না।

পিতার প্রতি সন্তানের স্বাভাবিকভাবেই অধিকার রয়েছে। কিন্তু যখন কোন সন্তান অসহায় বা নিরুপায় হয়ে পড়ে তখন তার প্রতি পিতার দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। যখন কেউ বিধবা হয়ে পড়ে এবং তার কোন অবলম্বন থাকে না, তখন পিতার দায়িত্ব হয়ে পড়ে তার সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া। এই ভালোবাসাকে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উত্তম দান বা افضل الصدقة বলে অভিহিত করেছেন।

★ *কর্মকর্তা- বাংলাদেশ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।*

[১৮] *সহীহুল বুখারী- হা: ২৫৮৬।*

[১৯] *তাহারিবুত তাহ যীব গৃহীত : মু'আত্তা ইমাম মুহাম্মদ মূসা'র টীকা, পৃ: ৫১১।*

[২০] *সূরা ইস্রা ১৭ : ২৬।*

হাদীসের ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিতে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। যখনই কোন পরিবারে মা-বাবার পক্ষ থেকে কোন সন্তানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বা স্নেহ-মমতার লক্ষণ দেখা যায়– যদিও তার পেছনে যথেষ্ট ন্যায্য কারণ বিদ্যমান থাকে– তবুও সে পরিবারে দ্বন্দ্ব ও অশান্তি নেমে আসে। সূরা ইউসূফ-এর দিকে তাকালে এ সত্য ফুটে ওঠে। তাই প্রতি পরিবারের মা-বাবার উচিত, সন্তান-সন্ততির মাঝে ইনসাফ ভিত্তিক আচরণ করা। আমাদের সমাজে অনেক বাবা-মা কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানকে অধিক গুরুত্ব দেন, সম্পত্তি থেকে মাহরুম করেন– যা শরী'আতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যে কারণে অনেক পরিবারেই দ্বন্দ্ব কলহ লেগে থাকে। তাই পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলের এ হাদীসের প্রতি 'আমল করা প্রয়োজন।

এ হাদীসটিতে সন্তান-সন্ততিদের জন্য একই সাথে দু'টি শিক্ষা বিদ্যমান।

প্রথমতঃ যদি কোন বাবা-মা তাদেরই কোন ভাই-বোনের প্রতি দান বা উপঢৌকন ব্যতীত প্রয়োজনের তাগিদে বেশি সম্পদ ব্যয় করেন তবে তাদের উচিত হবে না ঐ সব ভাই বোনদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া, বরং তাদেরও উচিত, ঐ সব অসুবিধায় পতিত ভাই-বোনদের প্রতি অধিকতর দরদী হওয়া এবং এ কাজ তাদের জন্য উত্তম মর্যাদা কারণ হবে।

দ্বিতীয়তঃ যদি কোন পিতা-মাতা কোন সন্তানকে অধিক ভালবেসে অন্যায়ভাবে অন্য সন্তানদের হক নষ্ট করেন, সম্পত্তির কোন অংশ লিখে দেন, তবে বিনয় ও নম্রতার সাথে তার প্রতিবাদ করতে হবে।

দুর্বল কমজোর সন্তানদের জন্য ব্যয় করা অতি পূণ্যের কাজ : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ.

অর্থাৎ- সেই ব্যক্তির চেয়ে পুণ্য ও পুরস্কার লাভের যোগ্যতর কে হতে পারে যে নিজের কমজোর সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করে।[২১]

সর্বোপরি হাদীসটির মূল শিক্ষা হলো এই যে, পিতা-মাতার উপর সন্তানদের এ অধিকার রয়েছে যে, লেনদেনে তার সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বিধান করবে।

এ ব্যাপারে এক যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : নিশ্চয়ই প্রতিটি অভিভাবকের উচিত তাদের সন্তানদের উপর ন্যায্য বিচার করা, বিশেষত সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে– চাই পুত্র অথবা কন্যা সন্তান হোক। যদি কোনো কারণে সম্পদের বন্টনের ক্ষেত্রে কিছু কমবেশি করার প্রয়োজন পড়ে তবে অবশ্যই অন্য ওয়ারিশদের সন্তুষ্টিচিত্তে তা হতে হবে, যদি তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, অবশ্যই এই সন্তুষ্টি অভিভাবকদের কোনোপ্রকার ভয়ভীতির কারণে হবে না। আর সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে বৈষম্য না করাটাই উত্তম এবং অন্তরের পরিশুদ্ধতা। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

অর্থাৎ- তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো ও সন্তানদের মাঝে ন্যায্য বিচার করো।[২২]

হাদীসের শিক্ষাসমূহ–

০১. পরিবারে ইনসাফ শান্তি ও সমৃদ্ধির পূর্ব শর্ত। যারা পরিবারে ইনসাফ ক্বায়েম করতে পারবেন, তারাই সুখী পরিবার বলে বিবেচিত হবেন।

০২. সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাই তাঁর বিধান ছাড়া ইচ্ছামতো সম্পদ ব্যয়-বন্টন করা নিষিদ্ধ; বরং গর্হিত অপরাধ।

০৩. সাধ্যমত পরিবারের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ কর্তার প্রতি আবশ্যকীয় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহর দরবারে জবারদিহি করতে হবে।

০৪. পরিবারের ভরণ-পোষণ-এর মাঝে অনেক সাওয়াব রয়েছে। বিশেষতঃ অক্ষম সন্তানের প্রতি দয়া করার পরিণাম খুবই ভালো এবং বড় নেকীর কাজ।

০৫. পিতা-মাতার প্রতি অবিচার করলে সে সন্তান যেমন মহান আল্লাহর বিরাগভাজন হয়; ঠিক তেমনি সন্তানদের প্রতি অবিচার করলে পিতা-মাতাও যালিম হিসেবে পরিগণিত হবেন।

উপসংহার : ব্যক্তি ও পরিবার আদর্শ সমাজের মূলভিত্তি। যদি পরিবার সুখী হয়, তাহলে এর সু-প্রভাব সমাজে প্রতিফলিত হয়। ফলে সমাজের অন্যরাও এর দ্বারা উপকার লাভ করে। এভাবে পুরো সমাজ আদর্শ ও নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়। আর এ জন্য চাই– সততা, ইনসাফ ও সৌহার্দ্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ হাদীস অনুসারে চলার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ###

---

[২১] *সহীহ মুসলিম- হা: ১৬৬০।*

[২২] *ফাতাওয়া শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লা-হ)- ২০/৫১।*

সম্পাদকীয়

শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা অপরিহার্য

الافتتاحية

আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দেশ বিদেশের সকলের দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের দিকে। এ নির্বাচনের মাধ্যমেই আগামী পাঁচ বছরের জন্য নতুন সরকার গঠিত হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। কাজেই সকলেরই প্রত্যাশা নির্বাচন যেন হয় সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ। কেননা নির্বাচন যদি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ না হয় তাহলে দেশ অশান্ত হয়ে যাবে এবং দেশের মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বেড়ে যাবে। সমগ্র দেশে অশান্তি বিরাজ করবে এবং দেশ বিদেশে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। আর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে। সুতরাং দেশ ও জাতির কল্যাণে এবং দেশের মানুষের মঙ্গলার্থে সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি-কাটাকাটি কারও জন্যই মঙ্গল বয়ে আনবে না। বরং এ সবের কারণে গোটা দেশ অশান্ত হয়ে পড়বে। এ জাতীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর নির্দেশনা রয়েছে। কাজেই আমাদের উচিত কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করা। কেননা হত্যাযজ্ঞ ও মারামারি-কাটাকটি অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় কর্মকাণ্ড। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। এ মর্মে মহান আল্লাহর নির্দেশনা : "যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা কিংবা যমীনে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর যে মানুষের প্রাণ বাঁচাল, সে যেন সকল মানুষকে বাঁচাল"– (সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩২)। এ আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হলো বিনা কারণে মানব হত্যার পরিণতি কত ভয়াবহ। অপর আয়াতে আল্লাহ আরো তা'আলা ঘোষণা করেন : "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম। যাতে সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তার ওপর মহান আল্লাহর ক্রোধ ও অভিসম্পাত। আর আল্লাহ তা'আলা তার জন্য মহাশাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন"– (সূরা আন্ নিসা ৪ : ৯৩)। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করা মানে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা এবং মহান আল্লাহর দয়া ও রহমত থেকে দূরে ঠেলে দেয়া। কাজেই এ ধরনের কার্য-কলাপ থেকে প্রতিটি মানুষের বিরত থাকা একান্ত অপরিহার্য। আর কারও প্রতি বিনা কারণে যুলম-অত্যাচার করা এটিও একটি মারাত্মক অপরাধ। যারা এমনটি করবে তাদের পরিণতির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "যালিম বা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে"– (সূরা আল মু'মিন ৪০ : ১৮)।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন : "যালিম ও অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই"– (সূরা আল হাজ্জ ২২ : ৭১)। এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেন : "তোমরা অত্যাচার করা থেকে বেঁচে থাক, কেননা অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকারস্বরূপ। অর্থাৎ- অত্যাচারী ব্যক্তি সেদিন কোন আলো পাবে না। অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে"– (সহীহ মুসলিম- হা: ২৫৮২)।

আল্লাহ ও মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর্যুক্ত বাণীর মাধ্যমে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হলো, যুল্‌ম বা অত্যাচারের পরিণতি কত মারাত্মক ও কত ভয়াবহ।

সুতরাং আমাদের অবশ্যই যুল্‌ম ও অত্যাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই মুখ ও হাত দিয়ে কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। কেননা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "সেই প্রকৃত মুসলিম যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে"– (সহীহুল বুখারী- হা: ১০)।

পরিশেষে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি বাণীর অবতারণা করে আজকের আলোচনার উপসংহার টানতে চাই। একদিন মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমরা কি জান! অসহায় বা নিঃস্ব ব্যক্তি কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই নিঃস্ব বা অসহায় যার নিকট কোন দিরহাম বা আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে আসল নিঃস্ব বা অসহায় ব্যক্তি হলো সে-ই, যে ক্বিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাতের নেকী নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে। কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। কারও মাল অবৈধভাবে ভক্ষণ করেছে। কারও রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। তারপর এ অত্যাচারিতকে তার নেকী দেয়া হবে এবং ঐ অত্যাচারিতকেও তার নেকী দেয়া হবে। অতঃপর যদি তার নেকীরাশি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়। তাহলে তাদের পাপরাশি নিয়ে তার ওপর নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"– (সহীহ মুসলিম- হা: ২৫৮১)। যুল্‌ম বা অত্যাচারের পরিণতি যে কত ভয়াবহ তা উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে সহজেই অনুমেয়।

অতএব বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন পক্ষেরই গুম, খুন, অত্যাচার, নির্যাতন, হামলা-মামলা ও নিপীড়নের পথ বেছে নেয়া সমীচীন হবে না। দেশের মানুষ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চায়। সে জন্য আমরা আশা করব বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশন দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং উন্নতি ও অগ্রগতি বজায় রাখার নিমিত্তে একটি গ্রহণযোগ্য, অবাধ, সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন উপহার দিবেন। এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সবশেষে সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাসহ আম জনতার উদ্দেশ্যে বলতে চাই– জীবনের সকল স্তরে ইসলামের চিরন্তন নির্দেশনা মোতাবেক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের লক্ষ্যে আসুন! সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক প্রার্থী দেখে আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন। ###

المقالة \ ceU

আল ফাখরীর দর্পণে শাসকের গুণাবলী

–প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান★

একজন শাসক তার ব্যক্তিগত মতের উপর নির্ভরশীল না হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করবে যাদের উপস্থিত বুদ্ধি যেমন প্রখর তেমনি দূরদৃষ্টি সুদূর প্রসারী ও গভীরে নিপতিত। কেননা কল্যাণকর উপদেশই হলো সদিচ্ছাপ্রসূত। আল্লাহ তা'আলার বাণী– কার্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ করো :

﴿وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾

“যারা তাদের প্রতিপালকের (নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর) প্রতি সাড়া দেয়, নিয়মিত সলাত প্রতিষ্ঠা করে, পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কার্যাদি পরিচালনা করে। আর আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তাথেকে ব্যয় করে।”[২৩]

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾

“আল্লাহর নিকট ‘ঈসা’র অবস্থা আদামের অবস্থার মতো, মাটি দ্বারা তাকে গঠন করে তাকে হুকুম করলেন, হয়ে যাও, ফলে সে হয়ে গেল।”[২৪]

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও গুরুত্বপূর্ণ জাগতিক বিষয়ে পরামর্শ করেছেন তাঁর সাহাবীদের সাথে। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালেও আলোচনা যেমন করেছেন সঙ্গীদের সাথে তেমনি বদর প্রান্তরে একস্থানে তাবু ফেললে জনৈক সাহাবী এসে জিজ্ঞাসা করেন– হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এ স্থানে তাবু স্থাপন কি মহান আল্লাহর নির্দেশে না আপনার নিজস্ব ইচ্ছা? মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : নিজস্ব ইচ্ছা। তখন সঙ্গীটি বললেন : আমরা যদি আরও একটু সামনে অগ্রসর হয়ে জলাশয়ের নিকট তাবু ফেলি তবে আমরা পানির অভাবে তৃষ্ণায় যেমন কষ্ট পাব না তেমনি শত্রুরা এসে দেখবে তাদের অধিকারে পানি নেই। তখন মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : উত্তম উপদেশ। চলো পানির কিনারায় গিয়ে তাঁবু স্থাপন করি যুদ্ধের জন্য।

চারটি কারণে পরামর্শের প্রয়োজন–

১. সঙ্গী-সাথীদের আনুগত্য, সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জন।

২. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকলের মতামতে সঠিক ও যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

৩. সঙ্গী ও সাথীদের মতামতকে মূল্যায়ন করা যেহেতু তাদের মধ্যেও প্রজ্ঞা থাকে।

৪. এই পরামর্শ ও অন্যের মতামতের মধ্যে সর্বোত্তম সময়োপযোগী ও কল্যাণকর ফলপ্রসূতি যেমন নির্ণয়ের সুযোগ থাকে তেমনি নির্ভুলের দিকে অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় যার ফলে অন্যেরা বিকল্প চিন্তার সুযোগ পায় না এবং এই মতামত গ্রহণ প্রক্রিয়া পরবর্তীদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে কাজ করে।

‘কালিলা ও দিমনার’ লেখক ইবনুল মুকাফ্‌ফা বলেন, একজন শাসকের নিশ্চয় বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী উপদেষ্টা থাকবে যারা শাসকের গোপনীয় বিষয়গুলি সততার সাথে সংরক্ষণ করবে এবং তার মতামতের যথার্থতা নির্ভুলভাবে দিক-নির্দেশ করবে। কেননা জ্ঞানীদের দূরদৃষ্টিপূর্ণ বিচার ক্ষমতা ও গভীর অন্তর দৃষ্টি শাসকের মতকে বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ করে। উত্তাপ বৃদ্ধিতে যেমন আগুন এবং তৈল প্রদানে আলো ক্রমবৃদ্ধিলাভ করে।

৬৫৬ হিজরী! হালাকু কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত। বিজয়ী হালাকু একটি পরামর্শ তলব করেছেন আইন বিশেষজ্ঞদের নিকট। “পৌত্তলিক সু ও ন্যায় বিচারক ভাল না একজন বিশ্বাসী কু ও অন্যায় বিচারক ভাল?”

মুসতানসিরিয়াতে আইনবিদরা সমবেত হলেন। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির বিচার বিশ্লেষণ চলল। কেউ সাহস করে দ্রুত মত দিতে পারছিলেন না। সেই মজলিশে বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মানিত রাজীউদ্দীন আলী ছিলেন। তিনিই সাহস করে মতামত ব্যক্ত করলেন– বিশ্বাসী অন্যায় বিচারক থেকে একজন পৌত্তলিক সুবিচারক ভাল। এতে সকলেই সায় দেয়। শাসকের মধ্যে প্রজ্ঞা বা জ্ঞানই হল সর্বাধিক প্রয়োজন। বুদ্ধিমত্তার ফল হলো জ্ঞান যার দ্বারা শাসক স্পষ্টতঃ লক্ষ্য নির্ধারণ করে আর কোনটা বর্জন এবং কোনটা অর্জন করলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে ভুলভ্রান্তি দূর করে তা বুঝতে সক্ষম হয়। এই জ্ঞান অলংকারে শাসক যদি বিভূষিত হয় তবে ছোট বড় সকলের নিকট তিনি স্বনামধন্য বরেণ্য হয়ে উঠেন। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন– “একজন শাসকের যদি জ্ঞানের ঘাটতি থাকে– তবে যেন এক প্রচণ্ড গরমে হাতি সে তার যাত্রাপথে যা পায় সব লণ্ডভণ্ড করে দেয় পদাঘাতে। তার বিচারবুদ্ধি

★ *উপদেষ্টা- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[২৩] *সূরা আশ্ শূরা- ৩৮।*

[২৪] *সূরা আ-লি ‘ইমরান- ৫৯।*

তাকে পারে না সতর্ক করতে আর জ্ঞান তাকে পারে না বিরত রাখতে।

একটি জটিল বিষয়ে সমাধান দিতে হবে একজন শাসকের এমনটি নয়; তবে তিনি বিষয় বিশেষজ্ঞের সঠিক পরামর্শ চাইবেন তা যথাসময়ে যথা নিয়মে যথার্থভাবে প্রয়োগের জন্য। এটাই সুশাসকের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আব্বাসীয় শেষ খলিফা মুনতাসিরের প্রধান মন্ত্রী মুঈদ উদ্দীন ইবনু আলকামী প্রত্যেক বিদ্বান মন্ডলীর সাথে আলোচনা করতেন বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান ও উত্তম ব্যবহারে যদিও তার প্রাতিষ্ঠানিক কোন সম্পদ ছিল না। বা লেখাপড়ায় ও প্রশিক্ষণের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। মৌসূলের প্রিন্স বদরউদ্দীন লুলু লিখতে ও পড়তে না জানলেও তিনি রাজ্যের জ্ঞানী-গুণীদের সাথে নানা প্রজ্ঞায় নিজেকে সিক্ত করতেন।

শাসকের ভাষা হবে বিশুদ্ধ ব্যাকরণ সিদ্ধ। নিখুঁত উচ্চারণ এবং ত্রুটি মুক্ত বক্তব্য। তাকে ইতিহাস, ভুগোল, ভাষা, অর্থনীতি, হিসাব বিজ্ঞান ও রাজ্যব্যবস্থাপনা এবং সকল বিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে। দেশে বিদেশে তার রুচিশীল ব্যবহার মার্জিত সংলাপ এবং অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট যেন সহজে সকলকে আকৃষ্ট করে। সকল গুণাবলীর মূলে থাকতে হবে আল্লাহ ভীতি এবং এটাই সাফল্যের চাবিকাঠি। যখন শাসক মহান আল্লাহকে ভয় করে তখন জনগণ তথা মহান আল্লাহর বান্দাগণ তাকে বিশ্বাস করে।

একদা ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার এক ভৃত্যকে ডাকছিলেন ঘর থেকে। ভৃত্যটি ঘরের বাইরে থেকে সে ডাক শুনছিল এবং নিরাপত্তার অভয় অনুভব করছিল অথচ ডাকে কোন সাড়া দিচ্ছিল না। তারপর তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো ডাক শুনা সত্বেও কেন তুমি ডাকের উত্তর দাওনি। সে বলল আপনার ডাকের মধ্যে আমি যে অভয়বাণী অনুভব করছিলাম আর আপনার শাস্তি হতে নিরাপত্তা বোধ করছিলাম তা আমার ভাল লাগছিল তাই উত্তর দেইনি। এ কথা শুনে ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মহান আল্লাহর শোকর আদায় করে বলেন, হে আল্লাহ! তোমার এক বান্দা তোমার এ সৃষ্ট বান্দা হতে যে নিরাপত্তা বোধ করে তার জন্য তোমার প্রশংসা।

আর একটি ভাল গুণ হলো ক্ষমা। কেউ যদি ভুল করে এবং তার জন্য যথার্থ অনুতপ্ত হয় তবে শাসকের উদারতা মহানুভবতায় ক্ষমা করে দেয়ার মতো উত্তম গুণ আর নেই। এর ফলে ক্ষমাকারীর হৃদয়ে প্রশান্তি সৃষ্টি হয় আর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় বিমুগ্ধ অনুগত। ক্ষমা করো আর তা ভুলে যাও যেমনটি ইংরেজীতে বলে– forgive and forget. Pardon of faults and excellent clemency for errors. মানুষ মাত্রেই ভুল হয় আর মানুষের লোভ হয় দ্রুত। প্রার্থিত বস্তুর প্রতি লোভ যেমন উপচে পড়ে আর তা পাওয়ার জন্য মনটা হয় অস্থির। একজন শাসক যেমন ক্ষমতার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করবে না তেমনি পদমর্যাদা লাভের জন্য উদগ্রীব হবে না। তাহলে প্রজা সাধারণ নানা দুর্ভোগ পোহাবে। রাজার রাজ্য লিপ্সার জন্য প্রজা নয়। রাজ্যের সুশাসনের জন্যই প্রজা ও রাজা।

মহানুভবতা আর দানশীলতাই শাসকের মহত্ব সৃষ্টি করে যা জনগণের হৃদয়ে শাসকের জন্য স্থান সৃষ্টি করে। রাজা নয় তবুও হাতিম তাঈ আজও প্রবাদ বাক্যের মানুষের অন্তরে রাজ আসন পেতে বসে আছে। রাজভাণ্ডার প্রজা সাধারণের সম্পদ এবং তাদের প্রয়োজনে যদি রাজা ব্যয় করেন তবেই জনগণ কর দিতে চাইবে আর তা যদি শাসকের ব্যক্তিগত শান-শওকত, আরাম-আয়েশের জন্য ব্যয় হয় তবেই শাসকের সর্বনাশ নেপথ্যে অপেক্ষমান। প্রতাপ আর জৌলুস যদি নিষ্ঠুরতায় পরিণত হয় তবে সে শাসক নয়। বুয়াঈদ সুলতান আদ উদ দৌলা সিংহাসনে বসলে তার সামনে শিকলে বাধা সিংহ হস্তী আর চিতাবাঘ আনা হয় এবং সেগুলো দরবার হলের পাশেই বেধে রাখা হয় জনগণকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য।

একজন শাসক রক্তপাত ঘটাবে না, রাষ্ট্রের সম্পদ অপচয় করবে না বরং পাহারা দিবে। নৈতিকতা সুরক্ষা করবে বিশৃংখলা দূর করবে। দুস্কৃতিকারী এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারীদেরকে হটিয়ে দিবে গৃহযুদ্ধ ও অশান্তির উৎস বিনষ্ট করবে অংকুরেই। এগুলো করতে হলে শাসককে অবশ্যই যে গুণটি নিষ্ঠার সাথে যত্নসহকারে মেনে চলতে হবে তা হলো, যে ওয়া‘দা জনগণের সাথে করতে হবে তাই সর্বাগ্রে প্রতিপালন আবশ্যিক। কেননা আল-কুরআন ঘোষণা করছে–

﴿وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا﴾

“ওয়া‘দা পালন করবে কেননা ক্বিয়ামতে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”[২৫]

এটা এমন একটা মৌলিক গুণ যা হৃদয়কে প্রশান্তিতে রাখে, মনের তৃপ্তি আনে আর জনগণ শাসকের প্রতি আস্থা রাখে। জনগণের আস্থা অর্জন ব্যতীত রাজ্য শাসন হয় না।

রাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র বিষয় এবং জনসাধারণের সামগ্রিক অবস্থা, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন যদি নিশ্চিত করা যায়– তবেই শাসকের প্রতি ভক্তি তৈরি হবে, এক্ষেত্রে সদা সতর্ক দৃষ্টি, বিচক্ষণতা এবং যত্নসহকারে বিষয়ের প্রতি নযর দেয়া জরুরী।

[২৫] *সূরা ইসরা : ৩৪।*

একজন শাসক ধরিত্রীর ন্যায় তার সুপ্ত বিষয় ঢেকে রাখবে এবং ধৈর্যশীল ও সংযমী হবে। তবে দুস্কর্মের প্রতি হবে অগ্নি সম আর সুকর্মের জন্য হবে পানির ন্যায় সুশীতল ও শান্ত। সে অশ্ব অপেক্ষা বেশী শ্রবণ তৎপর হবে, ঈগল পাখির ন্যায় দুরদৃষ্টি সম্পন্ন হবে, অনুভূতি শক্তি হবে পিপিলিকার ন্যায়, কাকের ন্যায় আত্ম রক্ষা করবে। তবে গর্জনে বা দৃঢ়তায় হবে সিংহের ন্যায়, আঘাত হানবে চিতা বাঘের ন্যায় দ্রুত। তাহলেই জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত হবে।

শাসক যে জিনিষ পছন্দ করে জনসাধারণও তাই যদি পছন্দ করে তবেই সে সুশাসক। শাসকের অপছন্দ জনগণের অপছন্দ –এটা শাসকের সাফল্য। এ জন্য কথায় বলে, "জনগণ শাসকের ধর্মই অনুসরণ করে।" শাসকের আদেশ, অনুরোধ ও উপদেশ ব্যতীত যখন জনগণ শাসকের কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং রুচি ও শালীনতা স্বাভাবিকভাবে অনুকরণ করে তখনই বুঝতে হবে শাসক জনপ্রিয়। তবে ক্ষমতার দর্পে যদি শাসক হঠকারী, অহংকারী অত্যাচারী ও দুরাচারী রূঢ়ভাষী এবং কঠোর প্রকৃতি ধারণ করে তবেই সে জনবিচ্ছিন্ন। শাসক রেগে যাবে না কেননা ক্ষমতায় তার ইচ্ছাকে ধরে রাখে। মিথ্যা বাদী হবে না, কেননা তার দারিদ্র নেই। সে ঘৃণা করবে না কারণ তার স্থান সবার উপরে সে কারো সমতুল্য নয় অথবা সে শপথ করবে না কেননা তাকে কেউ তো বাধ্য করে না অথবা তার অযোগ্যতা ও অপরাগতা নেই। যদি সে মিথ্যাবাদী, ওয়াদাখেলাফী, আমানতের খিয়ানতকারী, অথবা অবিশ্বাসী না হয় কিংবা জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান না করে তবে কেন সে শপথ করে কসম খাবে। শাসকের জন্য কসম খাওয়া শোভনীয় নয়।

শাসকের মধ্যে যা থাকবে না তাহল অতিউৎসাহী মনোভাব এবং উত্তেজনা বলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপরতা, বিরক্তি মনোভাব, বিতৃষ্ণা, নিরুৎসাহ এবং সন্দিগ্ধমনা এগুলো শাসকের জন্য বড় শত্রু। জনগণের আনুগত্য যেমন শাসকের জন্য, তেমনি শাসকও জনগণের প্রিয়ভাজন হবে সর্বাগ্রে। আনুগত্য অর্জন ব্যতীত কোন শাসন নেই। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

"প্রভুর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো রাসূলের ও তোমাদের মধ্যে আদেশ দাতাদের।"[২৬]

আরবীয় প্রবাদ– "কারো কোন আধিপত্য নেই যদি আনুগত্য সেখানে না থাকে। ইতিহাস এ কথা কখনও বলেনি যে আনুগত্য ভিন্ন কোন রাজত্ব চলেছে। তবে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিরংকুশ আনুগত্য প্রদর্শিত হয়েছে খুলাফায়ে রাশেদার যুগে। চার খলিফা যেমন আধ্যাত্মিক তেমনি জাগতিক বলয়ে জনগণের অকুণ্ঠ আস্থা অর্জন করেছেন। কিন্তু কেন? কারণ কি? তারা চলনে, বলনে, পোশাকে, পরিচ্ছদে, আহারে, বিহারে, জনগণের ন্যায় ছিলেন সাধারণ অতিসাধারণ। তাদের সিংহাসন ছিল মানুষের হৃদয়ে। বসতেন চাটাইয়ে, খেতেন শুকনা রুটি আর জৈতুনের তেল। পরতেন মোটা কাপড়। সালাতে সিয়ামে সংযম ও সুবিচারে তারা ছিলেন জনগণের কাতারে।

একজন শাসকের মধ্যে ধৈর্যের পরিমাণ থাকবে এমন যে, লক্ষ্যে যেন সঠিকভাবে উপনীত হওয়া যায় কাউকে আঘাত না করে। তার বিচার ক্ষমতা, নির্বাচন পদ্ধতি এবং যথাস্থানে যথার্থ মানুষটি নিয়োগদানে যেন যথার্থ হয়। যে কাজটি যাকে দিয়ে করাতে হবে সেই কাজের জন্য উপযুক্ত বিচার ক্ষমতা শাসকের থাকে তবে সে ক্ষেত্রে আপন-পর, দূর-নিকট তা অন্য কোন দুর্বলতা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আর কাজটিও সুন্দরভাবে করানো সম্ভব হবে। এখানেই জনকল্যাণ ও জনগণের প্রত্যাশা ও আস্থা নিহিত। আর একটি অপছন্দ কাজ হলো শাসকের জন্য অত্যাধিক নারী ঘেষা মনোবৃত্তি। তাদের সাথে দীর্ঘ সময় যাপন এবং প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয় পরায়নতা। এর ফলে শাসন কার্য ব্যাহত হয়, সময়, অর্থ, মেধা, মননশীলতার অপচয় ঘটে এবং বাহুল্য ব্যয় বৃদ্ধি পায়, রাজকোষে অবৈধ অর্থ চুরি হয় এবং জনগণের ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। নারী প্রীতির ফলে অনেক নরপতিকে নিদারুন খেসারত দিতে হয়েছে যুগে যুগে।

জনগণের শ্রেণি বিন্যাসে শাসনের বিন্যাস ঘটে। সাধারণের জন্য যেমন মধ্যমদের জন্য তেমন নয়। আবার মধ্যম শ্রেণির জন্য যেমন এলিট বা বিদ্বান ও উঁচু শ্রেণির জন্য তেমন নয়। শাসক যেন ডাক্তারের ন্যায় রোগীর চিকিৎসায়। যে রোগের যেমন চিকিৎসা ঠিক তেমনটি যদি অভিজ্ঞ ডাক্তার দিতে পারেন তো রোগ নিরাময় হবে। এর ব্যতিক্রমে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে যার জন্য ডাক্তারেরও বিপদ।

তাই একজন শাসক একটি লঘু অপরাধের জন্য যদি মাত্র তিরস্কার করেন তাই যথেষ্ট, সেখানে কারারুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আবার কারো বেত্রাঘাতই যথেষ্ট কারাদণ্ড থেকে আবার কারো কারাদণ্ড যথেষ্ট বেত্রাঘাত যথেষ্ট নয়। আবার কারো কারাদণ্ড যথেষ্ট নয় মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত। এমনিভাবে তিরস্কার, বেত্রদণ্ড, কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড। কিংবা মৃত্যুদণ্ডের পর মৃতদেহ বিকৃত করণ বা অঙ্গছেদন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে শাসক তার দেশের আইন ঠিক যথাযথভাবে প্রয়োগ

[২৬] *সূরা আন্ নিসা : ৫৯।*

করবেন যাতে শৃংখলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন ব্যত্যয় না ঘটে। প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ বা উম্মত্ততায় জীবন নাশ জঘন্য অপরাধ। যা ১০০ একের স্থলে সহস্র জন্ম দেয় প্রতিহিংসায় কেউ যদি বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে হত্যা করে কাউকে তবে সে যেন জগতবাসীকে হত্যা করল যা আল কুরআন ঘোষণা করেছে।

এমনটি যদি শাসকের ভূমিকা হত তবে জগতের অশেষ কল্যাণ হত। ঘৃণা বিদ্বেষ প্রতিহিংসা এবং নিজের স্থানকে কন্টকমুক্ত করতে কত শাসক যে কত রক্ত প্রবাহিত করে কত মানুষের জীবন নাশ করেছে তার কি ইয়াত্তা আছে? এখন সেই কুৎসিৎ জিঘাংসা নানা বাহানায় শাসকরা করেই চলেছে।

খেলায় মত্ত হওয়া, সঙ্গীতে মগ্ন হওয়া এবং অসার কাজে সময় অপচয় করা শাসকের জন্য কাম্য নয়।

প্রশাসন পাঁচ শ্রেণি ও স্তরে। যে নিজ বাড়ীর সংসার ভালভাবে চালাতে পারে সে একটি গ্রাম চালাতে পারে, যে গ্রাম চালাতে পারে সে নগর চালাতে পারবে যে নগর চালাতে পারে সে সেনাবাহিনী রক্ষা করতে পারে। যে সেনাবাহিনী রক্ষা করতে পারে সে তার রাজ্য চালাতে পারে। রাষ্ট্র অস্ত্র দ্বারা পাহারা দিতে হয় আর প্রশাসন কলম দ্বারা চালাতে হয়। তরবারী আর কলম উভয়টি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন। একজন শাসককে অবশ্যই সাহসী ও শক্তিশালী এবং নির্ভীক হতে হবে। অনেক সময় শত্রুকে দয়া মহানুভবতা, দান ও উদারতা দিয়ে বন্ধুত্বে পরিণত করতে হয়। কিন্তু যখন এসব অকার্যকর হয়। সেই সাহসিকতার সাথে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তায় শত্রু নিধনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অভিযান চালাতে হয়। কেননা শত্রুর শেষ আর আগুনের শেষ রাখলেই বিপদ আসতে পারে। শত্রু দু'প্রকারের, যে শত্রু তোমাকে ক্ষতি করেছে এবং যে শত্রুকে তুমি ক্ষতি করেছ। কোনো প্রকারের শত্রুকে ছাড় দেয়া যাবে না বরং পাহারা দিতে হবে সতর্কতার সাথে। আলেকজান্ডার বলেছিলেন– আমার বন্ধু অপেক্ষা আমার শত্রু আমাকে বেশী সাহায্য করেছে। কেননা শত্রু আমাকে আমার ভুল-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা নির্দেশ করেছে যাতে সেগুলো আমি সংশোধন করতে পারি আর আমার বন্ধুরা আমার ভুলকে ঢেকে দিয়ে আমাকে অনবহিত করেছে এবং সেখানে আমাকে উৎসাহ দিয়েছে।

একজন শাসক অবশ্যই মদ্যপায়ী, দাবা, পাশা বা জুয়া কিংবা শিকারে বহির্গত হবে না।

ক্ষমতার জন্য সৃষ্ট অসুবিধায় একজন শাসককে অবশ্যই সংযমী হতে হবে সহনীয় মাত্রায়। একজন বিজ্ঞ তুর্কীর দৃষ্টিতে সেনা প্রধানের দশটিগুণ দশটি পশু হতে নিতে হবে। সিংহের সাহসিকতা, শুকরের নিধন ক্ষমতা, শৃগালের চতুরতা, আহত কুকুরের সহনশীলতা, ব্যাঘ্রের ক্ষিপ্রতা, সারসের স্থির লক্ষ্য, মোরগের মহানুভবতা, খোরাশানের পক্ষী তারোর ভ্রমণ সহিষ্ণুতা, বাচ্চার জন্য মুরগীর দরদ ও কাকের সতর্কতা।

একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শাসক তিনিই যার কাজই তার ক্রীড়া তার বিচার ক্ষমতা তার ইচ্ছাকে টপকিয়ে যায়। যার সুকর্মগুলোই তার আকাংখা, তার চতুরতা তার উম্মাকে জয় করে। সুশাসক তিনিই যার কৃতকর্মগুলো তিনিই নিরীক্ষা করে যাচাই করতে পারেন কোথায় ত্রুটি তার, অথচ জনগণ তা জানে না। সুশাসক তিনিই যিনি নিজকে শাসন করতে পারেন, তার চরিত্রকে সংযত ও সমুন্নত করেন তার ইচ্ছাকে দমন করেন আর তার অর্জনগুলো দেখতে পান। একজন শাসক তার প্রতিপক্ষ অথবা তার শত্রুর সাথে একমত হবেন যে বিষয়টি জনগণকে স্পর্শ করে।

'আম্র ইবনু আল 'আস বলেন– একটি গোপন কথা তার বন্ধুকে হিফাজত করতে বলা হলে সে তা প্রকাশ করে দেয়। তখন আমর বলেন দোষটা তার বন্ধুর নয়-দোষটা তারই। কেননা সেই প্রথম ফাঁস করেছে তার বন্ধুর নিকট, যেটা তারই গোপন রাখা উচিত ছিল। যদি একজন মানুষের হৃদয় সংকীর্ণ হয় তারই গোপন কথা রাখার জন্য তাহলে অন্যে কেমন করে সেই গোপনীয়তা রক্ষা করবে? কেননা সেই হৃদয়টি তো আরো সংকীর্ণতার। একজন শাসককে অবশ্যই তার গোপনীয়তা গোপনই রাখতে হবে। এজন্য স্পেনের তৃতীয় 'আবদুর রহমান বলতেন আমার গোপন কথা যদি আমার একটা কেশও জানতে পারে তবে আমি তা তৎক্ষণাৎ উৎপাটন করব।

শাসকের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তথ্য বা সংবাদ পরিবেশনকারীর উদ্দেশ্য বিচার করা এবং পরিবেশিত তথ্যের সূত্র ও সত্য অনুসন্ধান করে তা 'আমলে আনা ও চাটুকার, অসৎ ও সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থ উদ্ধারকারীদেরকে সাবধানতার সাথে পরিহার ও বর্জন করা। তবে সৎ, নির্ভীক, সাহসী, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদেরকে মহানুভবতা, দয়া-দাক্ষিণ্য দ্বারা বশীভূত করে নিজের মর্যাদা উন্নত করা শাসকের গুণ। তার যারা উপদেষ্টা হবে তাদের নির্মল চরিত্র আল্লাহ ভীতি এবং বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সান্নিধ্য সর্বদা যেন সম্মানের সাথে বিবেচিত হয়। নিজের প্রয়োজনের বহর যেন প্রজার প্রয়োজনের বহরকে অতিক্রম না করে। প্রজার প্রয়োজনে শাসক মনোযোগী হলে প্রজাও শাসকের প্রয়োজন অনুভব করে একান্তভাবে। আর সেই শাসন শত্রুকে মিত্র এবং অপরিচিতকে পরিচিত করে শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ###

সহীহ মুসলিমের ভূমিকা এবং সালাফী অনুপ্রেরণা

–শাইখ আব্দুর রাকীব মাদানী❖

[শেষ অংশ]

৫. শরী'আতের জ্ঞান কিতাব ও সুন্নাতে বিদ্যমান, গোপন/বাতেনি জ্ঞান বলে কিছু নেই : পীর-ফকীর ও সূফী সম্প্রদায়ের একটি দাবী হচ্ছে, তাদের পীর-ওয়ালীদের নিকট নাকি গোপন 'ইল্‌ম-জ্ঞান রয়েছে যা অন্য সম্প্রদায়ের নিকট নেই। তারা কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞানকে যাহিরি জ্ঞান বা শরী'আতী জ্ঞান বা কিতাবি জ্ঞান মনে করে আর তাদের পীরদের নিকট বিদ্যমান সেই রহস্যময় কল্পিত জ্ঞানকে বাতেনী জ্ঞান বা মারেফতী জ্ঞান কিংবা ভেদে মারেফতের জ্ঞান বলে থাকে। সেই জ্ঞান নাকি ৭০%। আর কুরআন-সুন্নাহ এবং এই দুই মূল উৎস থেকে উৎপন্ন জ্ঞান নাকি কেবল ৩০%। অর্থাৎ- ইসলামের ১০০% 'ইল্‌মের মধ্যে তাদের সেই গোপন 'ইল্‌ম হচ্ছে ৭০% আর বাকি কুরআন, হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, 'আক্বীদাহ্ ইত্যাদি মিলে মাত্র ৩০%।

যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, 'ইল্‌মের এত বড় ভাণ্ডার তাদের কে দিয়েছেন এবং এটা তারা কিভাবে পেয়েছে? অর্থাৎ- সেই গোপন জ্ঞানের সূত্র কি? তাহলে তারা বলে : এই জ্ঞান নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাস করে 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে দিয়েছিলেন আর তিনি তা হাসান বাসরীকে দিয়েছিলেন আর তার থেকে সূফী মাশাইখগণ সিনা বসিনা পরম্পরাগতভাবে পেয়েছেন। অর্থাৎ- আধ্যাত্মিকরূপে হাসান বসরীর বক্ষ থেকে পীর-বুযুর্গদের বক্ষে ট্রান্সফার হয়েছে।

সূফীদের এই দাবীর খণ্ডন সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় উল্লেখ হয়েছে, ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) আবূ দাঊদ আল্ আ'মা নামক জনৈক রাবীর একটি বিশেষ দাবীর খণ্ডনকালে বলেছেন :

«فَوَاللهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً».

অর্থ : আল্লাহর কসম! হাসান (বসরী) কোনো বদরী সাহাবী হতে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেননি।[২৭]

ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)'র এই উক্তি একটি স্পষ্ট উক্তি যে, হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লা-হ) কোনো বদরী সাহাবী হতে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেননি ; অথচ 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাই সূফী ও পীরদের বাতেনী গোপন জ্ঞান ভাণ্ডারের সূত্র একটি মিথ্যা সূত্র এবং তাদের সেই জ্ঞানের সূত্রের দাবীও মিথ্যা দাবী। ফলস্বরূপ বলা যেতে পারে, তাদের সেই বাতেনী মারেফতী 'ইল্‌ম ভাণ্ডার কোনো শারঈ 'ইল্‌ম নয় এবং তা মানা ও বিশ্বাস করাও ভণ্ডতা ও ভ্রষ্টতা যা, নিছক একটি কল্পিত ভুয়া ও মানব রচিত মিথ্যা রহস্যকর জ্ঞানের ধারণা ও প্রতারণা।

উল্লেখ্য, এই গোপন বাতেনী জ্ঞানের দাবী শী'আরাও করে থাকে। তারা বলে থাকে 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) মহান আল্লাহর ওয়ালী বা তিনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ওয়াসীয়াতকৃত। আর তার নিকট রয়েছে বিশেষ জ্ঞান যা অন্য কারো কাছে নেই। আর সেই জ্ঞান তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর সন্তান হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-কে। অতঃপর তার থেকে ট্রান্সফার হয়েছে শী'আহ্দের বারো ইমামদের বক্ষে। সূফীদের বাতেনী জ্ঞান আর শী'আহ্দের ওয়াসীয়াতকৃত জ্ঞানের মাঝে মিল লক্ষ্যণীয়!

৬. বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে মুসলিমদের আহলুস্ সুন্নাহ ও আহলুল বিদ'আহ নামকরণ বৈধ : বর্তমান যুগে এমন কিছু মুসলিম ভাই আছেন যারা মনে করেন যে, মুসলিমকে হানাফী, শাফে'য়ী, সালাফী, আহলুল হাদীস ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না। যারা এমন পরিচয় দেয় তাদেরকে তারা খুবই মন্দ মনে করেন। এমন সংশয়ের উত্তরে সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় রয়েছে। ইমাম মুসলিম তাবেঈ ইবনু সীরীনের বরাতে উল্লেখ করেছেন :

«لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا : سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ».

"ইতিপূর্বে লোকেরা হাদীসের সনদ/সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত না, কিন্তু যখন ফিতনা প্রকাশ পেল, তখন তারা বলল : তোমরা তোমাদের হাদীসের সূত্রের বর্ণনা দাও (কার থেকে শুনেছ)। অতঃপর দেখা যেত, বর্ণনাকারী যদি আহলুস সুন্নার অন্তর্ভুক্ত হত, তাহলে তার

❖ *প্রভাষক ও দা'ঈ- জামেয়াতুল ইমাম আল বুখারী, কিশনগঞ্জ, ভারত।*

[২৭] *সহীহ মুসলিম- মা: শা:, ১/২২।*

হাদীস নেওয়া হত। আর যদি সে বিদ'আতপন্থী হত, তাহলে তার হাদীস গ্রহণ করা হত না।"[২৮]

এখানে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, তাবেঈদের যুগে এবং হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগে মুসলিম সম্প্রদায়ের দু'টি নাম আবির্ভাব হয়; একটি আহলুস সুন্নাহ বা সুন্নার অনুসারী অন্যটি আহলুল বিদ'আহ বা বিদ'আত পন্থী। যেই সময় বড় বড় তাবেঈ তথা সাহাবাগণের সন্তান জীবিত এবং মুহাদ্দেসীনদের একটি বিশাল জামা'আতসহ ফুকাহায়ে কিরামের সুযোগ্য দল বিদ্যমান। তারা মুসলিম জামা'আতের উপরোক্ত দু'টি নাম হওয়ায় কি আপত্তি তুলেছিলেন, উম্মাতকে সতর্ক করেছিলেন বা এ বলে ফাতাওয়া দিয়েছিলেন যে, মুসলিমদের কেবল একটিই নাম হবে আর তা হচ্ছে মুসলেমূন বা মুসলিম? আহলুস্ সুন্নাহ এবং আহলুল বিদ'আহ বলা যাবে না। তাই খাঁটি মুসলিমদের দলে যদি ভেজাল মুসলিম অবস্থান করে এবং ইসলামের নামে এমন কাজ-কর্ম এবং বিশ্বাস রাখে যা ইসলাম বহির্ভুত, এমন সময় তাদের ভিন্ন নামকরণ করা বৈধই নয় বরং জরুরী যেন আসল হতে নকলের তফাৎ হয়, খাঁটি এবং ভেজালের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

৭. হাদীস বর্ণনাকারীর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত নয় : ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, আমাকে 'আম্র ইবনু 'আলী ও হাসান আল্ হুলোয়ানী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে আফ্ফান ইবনু মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমরা ইসমা'ঈল ইবনু উলাইয়্যার নিকট ছিলাম। সেই সময় এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করল। তখন আমি বললাম : সে সৎ নয়। তখন এক ব্যক্তি (আমার কথা শুনে বলল :) তুমি তার গীবত (পরনিন্দা) করলে। তখন ইসমা'ঈল ইবনু উলাইয়্যা বললেন : সে তার গীবত করেনি বরং সে বিচার করেছে যে, সে সৎ বর্ণনাকারী নয়।[২৯]

এখানে আফ্ফান ইবনু মুসলিম হাদীস বর্ণনাকারীকে অসৎ বললে আর এক ব্যক্তি এটাকে গীবত মনে করে কিন্তু হাদীসের বিখ্যাত ইমাম, ফকীহ ও মুফতী (সিয়ারু আলামিন্নুবালা- নবম খণ্ড, ইবনু উলাইয়্যাহ) ইসমা'ঈল ইবনু উলাইয়্যা এটাকে গীবত মনে করছেন না।

[২৮] *সহীহ মুসলিম- ভূমিকা, ১/৪৪।*
[২৯] *সহীহ মুসলিম- ভূমিকা, ৭৭।*

ইমাম মুসলিম বলেন : আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন 'আম্র ইবনু 'আলী আবূ হাফ্স। তিনি বলেন : আমি ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদের কাছে শুনেছি। তিনি বলেন : আমি সুফ্ইয়ান সাউরী, শুবা, মালিক এবং ইবনু উআইনাকে সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি যে হাদীসের ক্ষেত্রে সৎ বর্ণনাকারী নয়; আর মানুষ আমাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে? (আমি কি তার অসততা তাদের বলে দিব?) তাঁরা সকলে বলেন : তার সম্পর্কে বলে দাও সে সৎ নয়।[৩০]

হাদীস বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য হলো, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীনের যেই বিধান প্রদান করেছেন তার প্রচার-প্রসার তথা তাবলীগ। তাই প্রশ্ন আসে আজো যারা বিভিন্নরূপে দীনের প্রচার ও দা'ওয়াত তাবলীগে নিয়েজিত। যেমন- দা'ঈ, বক্তা, লেখক, বিভিন্ন দা'ওয়াতি দল, জামা'আত ও সংগঠন। তাদের মধ্যে যারা অসৎ এবং যারা ভুল-ত্রুটি ও অপব্যাখ্যাকারী এমনকি যারা শির্ক ও বিদ'আতের আহ্বায়ক, তাদের ভুল-ত্রুটি উল্লেখ করা গীবত হবে কি? আজ এই নীতি অবলম্বন সঠিক হবে কি যে সবাই যেহেতু ভাল উদ্দেশ্যে কাজ করছে, তাহলে করতে দিন ভুল-ত্রুটি ধরার প্রয়োজন নেই!

আজ সমাজে সালাফীগণই অসৎ দা'ঈ, মুবাল্লিগ ও দল ও সংগঠনের ত্রুটি উল্লেখে অগ্রণী ভূমিকা রাখে এবং এ কারণে তারা অনেকের নিকট নিন্দনীয় কিন্তু এই নিয়ম সুফ্ইয়ান সাউরী, শু'বাহ্, মালিক এবং ইবনু উআইনাহসহ সালাফদের সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থিত। তবে ভুল-ত্রুটি বর্ণনা করারও একটি নিয়ম আছে, যা খেয়াল রাখা আবশ্যক।

৮. মানুষ পাপ করলে ঈমান থেকে বের হয়ে যায় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যায় তবে তাকে কাফির বলা যাবে না বরং সে ফাসিক্ব চির জাহান্নামী, এমন বিদ'আতী মু'তাযিলী বিশ্বাসের খণ্ডন : মু'তাযিলা একটি প্রাচীন ভ্রান্ত ফিরকা। তাদের 'আক্বীদাহ্ হলো, ইহজগতে কেউ পাপ করলে সেই পাপী ঈমান থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু তাকে কাফির বলা যাবে না কিন্তু সে সবসময়ের জন্য জাহান্নামে থাকবে।[৩১]

[৩০] *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম- ১/৫১।*
[৩১] *শারহু মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম- নাব্বী, ১/৬৮।*

অনেকে এই মন্তব্যকে দুই স্তরের মাঝের স্তর বলে থাকে (মানযিলাতুন বাইনাল মানযিলাতাঈন)। কারণ তাদের বিশ্বাসানুযায়ী সে না তো মু'মিন আর না কাফির; বরং উভয়ের মাঝে অবস্থানকারী। এই 'আক্বীদাহ্ সালাফদের নয়। সালাফগণের বিশ্বাস হচ্ছে, শিরক, কুফ্‌রী এবং বিশ্বাসগত নিফাক ব্যতীত পাপ করার ফলে কোনো ব্যক্তি ঈমান থেকে বের হয় না। সেই পাপী মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ্ করলে এবং তার তাওবাহ্ কবূল হলে সে পাপমুক্ত হয়ে ক্বিয়ামতে উঠবে। নচেৎ সে তার পাপানুযায়ী শাস্তি পাবে অতঃপর জান্নাতে যাবে কিন্তু চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। যেমনটা মু'তাযেলা সম্প্রদায় মনে করে।

সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় এমন মু'তাযেলি রাবীদের হাদীস গ্রহণ করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে এবং এরা সহীহ হাদীস নিজ বিশ্বাসের পক্ষে যেভাবে ব্যবহার করত তারো উদাহারণ পেশ হয়েছে।

ইমাম মুসলিম বলেন : আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছে 'আম্‌র ইবনু 'আলী আবূ হাফস। তিনি বলেন : আমি মু'আয ইবনু মু'আযের কাছে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি আউফ ইবনু আবী জামীলাকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'আম্‌র ইবনু উবাইদ আমাদের হাসান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন : আল্লাহর রাসূল বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উঠাবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আউফ বলেন : আল্লাহর কসম! 'আম্‌র মিথ্যা বলেছে। সে এ দ্বারা তার খবীস মত (মুতাযেলি বিশ্বাস) সাব্যস্ত করতে চায়।[৩২]

ইমাম নাব্বী উক্ত বর্ণনার ব্যাখ্যায় বলেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠাবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই বর্ণনাটি সহীহ এবং তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীসকে এই অধ্যায়ের পর বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানীদের নিকট উক্ত হাদীসের অর্থ হলো : সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আমাদের তরীকা/পন্থা, 'ইল্‌ম ও 'আমলের অনুসরণকারী। এই হাদীসের ব্যাখ্যার উপমা হচ্ছে, যেমন- কেউ তার সন্তানকে ঐ সময় ধিক্কারস্বরূপ বলে, যখন সেই সন্তানের কাজ তার অপছন্দ হয় : তুমি আমার সন্তান না। এই হাদীসের শব্দের মতো যাবতীয় হাদীসের এই একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে। যেমন- এই হাদীস (যে ধোঁকা দিবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়)।[৩৩]

ইমাম নাব্বীর উপরোক্ত ব্যাখ্যার সারাংশ হলো, যাবতীয় এমন হাদীস যাতে এই শব্দ থাকবে যে, (যে এমন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা দলভুক্ত নয়) তার অর্থ এটা নয় যে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, কাফির হয়ে যায়; বরং ঐসব হাদীসের অর্থ হবে : ঐরূপ কাজ করা আমার তরীকা নয়, কিংবা আমার নিয়ম নয়, কিংবা আমাদের কাজ নয়। কিন্তু মুতাযেলীদের বিশ্বাস যেহেতু এই যে, পাপ করলে সে ঈমান থেকে বের হয়ে যায় তাই তাদের নিকট এমন হাদীসের অর্থ হবে, সে ঈমান থেকে বের হয়ে যায় আর সে মু'মিন থাকে না।

উপরোক্ত বর্ণনায় হাদীস বর্ণনাকারী আউফ 'আম্‌র ইবনু উবাইদকে এ কারণে মিথ্যুক বলেনি যে, এই হাদীসটি অপ্রমাণিত; বরং তার মিথ্যুক বলার কারণ হচ্ছে– সে হাসানের নিকট এই হাদীস না শুনার পরেও হাসান থেকে বর্ণনা করেছে এবং যেহেতু তার 'আক্বীদাহ্ হলো, পাপ করলে পাপী ঈমান থেকে বের হয়ে যায় এবং চির জাহান্নামী হয়ে যায়, তাই সে এই হাদীস দ্বারা নিজের 'আক্বীদাহ্ সাব্যস্ত করতঃ মুসলিমের উপর অস্ত্র উত্তোলনকারীকে কাফির বলতে চায়, যা সালাফ তথা আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস নয়; বরং বিদ'আতী মুতাযেলীদের বিশ্বাস।[৩৪]

এই মুতাযেলী সম্প্রদায় থেকে দীন্ শেখা বৈধ নয় তাই সালাফগণ তাদের থেকে সতর্ক করতেন। হাদীসের পণ্ডিত আইয়্যূব সাখতিআনী একদা জানতে পারেন যে, সাল্লাম ইবনু আবী মুত্বী মুতাযেলী 'আম্‌রের কাছে যাত্তয়া আসা করে, তখন তিনি সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : যে ব্যক্তির দীন্ সম্বন্ধে তুমি আশংকামুক্ত নও, তার হাদীস কি নিরাপদের হতে পারে?[৩৫]

এ যুগেও মু'তাযিলা 'আক্বীদাহ্ ও মুতাযেলীদের বই-পুস্তক পড়া থেকে সালাফীগণ অন্যদের সতর্ক করে থাকেন আর এটা সালাফদের নীতি কিন্তু আমাদের সমাজে এমনও লোক পাত্তয়া যায় যারা নির্দ্বিধায় মুতাযেলী 'আক্বীদাহ্ পোষণকারী লেখকের বই-পুস্তক

[৩২] *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম- ৬৮।*

[৩৩] *সহীহ মুসলিম- ব্যাখ্যা, ভূমিকা, ৬৮।*
[৩৪] *শারহু সহীহ মুসলিম- ১/৬৮।*
[৩৫] *সহীহ মুসলিম- ভূমিকা, ৬৯।*

পড়ে থাকে বরং সে সকল তাফসীর ও কিতাবাদী তাদের নিকট প্রিয় ও সমাদৃত! আমরা বলব : যে ব্যক্তির দীন্ সম্বন্ধে আপনি আশংকামুক্ত নন, তার বই-পুস্তক কি নিরাপদের হতে পারে?

৯. কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনাকারী থেকে সতর্ক থাকা : প্রায় হাদীস সংকলনের যুগ থেকে এক দল লোকের আবির্ভাব ঘটে। গল্প-কাহিনী বলা তাদের পেশা ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রোতাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে, তাদের হাসাতে এবং কাঁদাতে গল্প আবিষ্কার করত এবং তা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে সম্পর্কিত করে হাদীস বলে চালিয়ে দিত। অর্থাৎ- জাল কাহিনী হাদীস হিসাবে প্রচার করত।[৩৬]

এমন সম্প্রদায় থেকে সালাফগণ লোকদের সতর্ক করতেন যেন তাদের থেকে কেউ হাদীস গ্রহণ না করে। এখনো সালাফীদের দা'ওয়াতী নিয়মে কেচ্ছা-কাহিনী বলে তাবলীগ করার নিয়ম নেই; যদিও প্রয়োজনে কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত কাহিনী এবং সত্য কাহিনী বলার ইসলামে অবকাশ রয়েছে, কিন্তু কিতাব-সুন্নাহকে দ্বিতীয় স্তরে রেখে কেচ্ছা-কাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া কিংবা এমন বলা যে, সাধারণ মানুষদের জন্য কেচ্ছা বেশী উপকারী, তারা বেশী আকৃষ্ট হয় তাই তাদের কেচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে তাবলীগ হওয়া উচিৎ এটা সালাফগণের নীতি নয়। যেমনটা আমরা আশে-পাশে কিছু তাবলীগকারীকে দেখে থাকি তারা জেনে-বুঝেই কিতাব ও সুন্নাহকে প্রাধান্য না দিয়ে গল্পকে প্রাধান্য দেয় এমনকি বানোয়াট কেচ্ছারা ও আশ্রয় নেয়।

ইমাম মুসলিম তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন, ইবনু জাইদ বলেন : আমাদের আসিম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমরা 'আবদুর রাহমান আস্ সুলামীর নিকট আসতাম সেই সময় আমরা যুবক বয়সী ছিলাম। তিনি আমাদের বলতেন : আবুল আহওয়াস ছাড়া অন্য গল্পকারদের নিকট যেয়ো না এবং শাক্বীক থেকেও দূরে থেক।[৩৭]

যেই শাক্বীক থেকে সতর্ক করা হয়েছে সে সম্পর্কে কাযী আয়ায বলেন : তিনি হচ্ছেন গল্পকার শাক্বীক আয যাব্বী আল কূফী।[৩৮]

১০. সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করা এবং বিনা 'ইল্‌মে ফাতাওয়া প্রদান না করা : ইমাম মুসলিম তাঁর স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন আবূ আক্বীল বলেন, আমি ক্বাসিম ইবনু উবাইদুল্লাহ এবং ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদের নিকট বসে ছিলাম। ইয়াহইয়া ক্বাসিমকে জিজ্ঞেস করলেন : হে আবূ মুহাম্মদ! আপনার মতো লোকের ক্ষেত্রে এটা মন্দ যে, আপনাকে দীনের কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে আর আপনার সে বিষয়ে কোনো জ্ঞান থাকবে না কোনো সমাধান থাকবে না! বর্ণনাকারী বলেন : তখন কাসিম তাকে বললেন : এমনটা কেন? কারণ আপনি হিদায়েত প্রাপ্ত দুই ইমামের সুপুত্র আবূ বক্‌র ও 'উমারের পুত্র। [ক্বাসিমের বংশ পরম্পরা পিতার দিক দিয়ে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর কাছে পৌঁছায় এবং মাতার দিক দিয়ে আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর নিকট তাই তিনি হিদায়েত প্রাপ্ত দুই ইমামের সুপুত্র বলে সম্বোধন করেছেন।] বর্ণনাকারী বলেন : এমন শুনার পর ক্বাসিম তাকে বললেন, আল্লাহর কসম! যে আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে অবগত তার নিকট এর চাইতে মন্দ হচ্ছে যে, আমি এমন কিছু বলব যার জ্ঞান আমার নিকট নেই. কিংবা সৎ বর্ণনাকারী ছাড়া অন্যের কাছ থেকে কিছু বর্ণনা করব। রাবী বলেন, প্রশ্নকারী চুপ হয়ে গেল কোনো উত্তর করল না।[৩৯]

উক্ত বর্ণনায় দু'টি বড় নীতি পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো, দীনের কোনো বিষয়ে জ্ঞান ছাড়াই সমাধান না দেওয়া। আর দ্বিতীয়টি হলো, অসৎ প্রকৃতির লোক থেকে হাদীস বর্ণনা না করা, তার থেকে জ্ঞান অর্জন না করা। এই দু'টি নীতিই সালাফীগণের মাঝে বিদ্যমান। তারা শরী'আতের জ্ঞান ছাড়া ফাতাওয়া দেন না এবং দলীল-প্রমাণের অবর্তমানে নিজ রায় ক্বিয়াসের আশ্রয় নেন না। অনুরূপ যাঁচাই-বাছাই ছাড়া হাদীস প্রচার করেন না; বরং হাদীস বর্ণনার পূর্বে তা সহীহ না য'ঈফ এ বিষয়ে সতর্ক হয়েই তা প্রচার-প্রসার করেন।

ইমাম মুসলিমের মূল্যবান ভূমিকায় সালাফগণের বিভিন্ন বিষয়ে যে নীতি-নিয়ম ও পথ-পদ্ধতির বর্ণনা হয়েছে যে সবের সম্পর্ক বিশেষ করে 'আক্বীদার সাথে রয়েছে এ অধম তারই সামান্য কিছু আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে যেন সালাফী ভাইগণ এ সবের মাধ্যমে উৎসাহ পান। নিজ 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা পান এবং কোনো প্রকার সন্দেহ ছাড়াই ভবিষ্যতে তা দৃঢ়ভাবে ধরে থাকার মানসিকতা রাখেন। আর যা সত্য তা মহান আল্লাহই ভাল জানেন। ###

---

[৩৬] *আস্ সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা- সিবাঈ, ১/৮৫।*
[৩৭] *মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম- ৬০।*
[৩৮] *সহীহ মুসলিম- ব্যাখ্যা, ভূমিকা, ১/৬০।*
[৩৯] *শারহু মুকাদ্দামা মুসলিম- ১/৫০।*

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সবরের ক্ষেত্রসমূহ

–অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

[শেষ কিস্তি]

মানুষকে সবরে সাহায্য করার বিষয়সমূহ

১. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত বিধান ও দুনিয়ার জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত থাকা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ﴾

"আসলে আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।"[৪০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ○ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ﴾

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে। তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান, কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান।"[৪১]

২. সবরের উত্তম প্রতিদানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ○ۖ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾

"কতোই না উত্তম প্রতিদান কর্মশীলদের জন্য যারা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের রবের প্রতি ভরসা রাখে।"[৪২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

"তোমাদের কাছে যা কিছু আছে খরচ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তাই স্থায়ী হবে এবং আমি অবশ্যই যারা সবরের পথ অবলম্বন করবে তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দিবো।"[৪৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

"নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের প্রতিদান বিনা হিসাবে প্রদান করা হবে।"[৪৪]

আবূ ইয়াহ্ইয়া সুহাইব ইবনু সিনান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

"মু'মিনের ব্যাপারটি সত্যিই আশ্চর্যের। তার সবকিছুই ভালো। মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য এটা নেই। তার কল্যাণ আসলে কৃতজ্ঞ হয়। এটা তার জন্য ভালো। রোগ-বালা আসলে সবর করে। এটাও তার জন্য ভালো।"[৪৫]

৩. আল্লাহর কাছে সবরের তাওফীক্ব ও সাহায্য প্রার্থনা করা : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন :

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ﴾

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"[৪৬]

আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যখন লোকেরা বলল, তোমাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য লোকেরা জমায়েত করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম। সুতরাং তাদের ভয় করো। তখন তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে :

---

* *সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত।*

[৪০]. *৯০ নং সূরাহ্ আল বালাদ, আয়াত নং- ৪।*

[৪১]. *৩ নং সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান, আয়াত নং- ১৩৯-১৪১।*

[৪২]. *২৯ নং সূরাহ্ আল 'আনকাবূত, আয়াত নং- ৫৮-৫৯।*

[৪৩]. *১৬ নং সূরাহ্ আন্ নাহ্ল, আয়াত নং- ৯৬।*

[৪৪]. *৩৯ নং সূরাহ্ আয্ যুমার, আয়াত নং- ১০।*

[৪৫]. *সহীহ মুসলিম- হা: ২৯৯৯।*

[৪৬]. *৩ নং সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান, আয়াত নং- ১৭৩।*

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾

"আর আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই উত্তম বিধায়ক।"[৪৭]

৪. সবরকারীদের পথ অনুসরণ করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰـهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِی الْمُرْسَلِيْنَ﴾

"তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যুক বলা হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাতে তারা সবর করেছেন। শেষ পর্যন্ত তদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কথাগুলো পরিবর্তন করার কেউ নেই এবং আগের রাসূলদের খবর তো তোমার কাছে পৌঁছে গেছে।"[৪৮]

৫. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِیْۤ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۚ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَاۤ اٰتٰىكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ﴾

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের ওপর যে বিপদ আসে তা সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এ জন্য, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন ঔদ্ধত্য অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।"[৪৯]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ.

"জেনে রাখো! দুনিয়ার সকল মানুষ মিলেও যদি তোমার উপকার করতে চায়, তথাপিও তারা শুধু তোমার ততোটুকু উপকারই করতে পারবে, যা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য লিখে দিয়েছেন। আর যদি তারা মিলিত হয়ে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তথাপি তারা শুধু সেই পরিমাণ ক্ষতিই করতে পারবে, যা আল্লাহ তোমার ওপর লিখে দিয়েছেন।"[৫০]

সবরের পথে বাধা প্রদানকারী কিছু বিষয়

১. তাড়াহুড়া না করা : সর্বাবস্থায় সবর করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অধৈর্য বা তাড়াহুড়া করা যাবে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ﴾

"অতএব, তুমি সবর করো, যেমন সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী রাসূলগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবে না।"[৫১]

খাব্বাব ইবনু আরাত (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ : أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُوْ اللهَ لَنَا؟ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هٰذَا الْأَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلٰى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ.

"একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আমাদের দুঃখ-দুর্দশার অভিযোগ করলাম। তিনি তখন নিজের চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম : আপনি কি আমাদের জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করবেন না? মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমাদের কি দুর্দশা হয়েছে? তোমাদের পূর্বে যারা ঈমানদার ছিল, তাদের কারো জন্যে মাটিতে গর্ত খোঁড়া হতো, তারপর তাকে সেই গর্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হত; অতঃপর করাত আনয়ন করে মাথার ওপর স্থাপন করে

---

[৪৭]. *৩ নং সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান, আয়াত নং- ১৭৩।*
[৪৮]. *৬ নং সূরাহ্ আল আন্'আম, আয়াত নং- ৩৪।*
[৪৯]. *৫৭ নং সূরাহ্ আল হাদীদ, আয়াত নং- ২২-২৩।*
[৫০]. *মুসনাদ আহমাদ। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন : শাইখের তাহ্ক্বীক্বকৃত মিশকাত- হা: ৫৩০২।*
[৫১]. *৪৬ নং সূরাহ্ আল আহ্ক্বা-ফ, আয়াত নং- ৩৫।*

তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হত। তবুও এ অমানসিক নির্যাতন তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরাতে পারত না। আবার কারো শরীরের গোশ্‌তের নীচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুণী টেনে নেয়া হত। এতো কঠিন শাস্তিও তাকে মহান আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরাতে পারত না। মহান আল্লাহর কসম! এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে এবং সর্বত্র এতোটা নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে, তখন একজন আরোহী সান'আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করবে। সে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো অথবা নিজের মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কিছুরই ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।

২. রাগ না করা : ইউনুস ('আলাইহিস্ সালাম)-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ﴾

"অতএব তোমার রবের চূড়ান্ত ফায়সালা পর্যন্ত ধৈর্যসহ অপেক্ষা করো এবং মাছওয়ালার মতো হয়ো না।"[৫২]

এখানে আমাদের নাবীকে ইউনুস ('আলাইহিস্ সালাম)-এর সাদৃশ্য গ্রহণ করা এবং রাগ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাঁকে উলুল 'আযম রাসূলগণের অনুসরণ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। অতএব কোন অবস্থাতেই রাগ করা যাবে না। বরং সর্বাবস্থায় নাবী ও রাসূলগণের অনুসরণ করতে হবে।

৩. বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষণ্ন না হওয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ﴾

" হে মুহাম্মাদ! সবর করো– আর তোমার এ সবর আল্লাহরই সুযোগ দানের ফল মাত্র। এদের কার্যকলাপে দুঃখ করো না এবং এদের চক্রান্তের কারণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।"[৫৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ﴾

"অযথা তাদের জন্য দুঃখে ও শোকে তুমি প্রাণপাত করো না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।"[৫৪]

৪. নিরাশ ও হতাশ না হওয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۭ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاۤءَ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ﴾

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে। তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান, কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান।"[৫৫]

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা একই সাথে মু'মিনগণকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং উহুদের যুদ্ধে তাদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার জন্য উত্তমভাবে শান্তনা দিয়েছেন এবং সবর করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে ঈমান, 'আমল, দা'ওয়াত ও সবরের পথ অবলম্বন করতে হবে। আর কুর'আন-সুন্নাহ বিরোধী কার্যাবলী থেকে নিজেকে এবং দেশ ও সমাজের সকল মানুষকে বিরত রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যেমনটি করেছিলেন আমাদের পূর্বসূরী সালাফগণ। তারা ঈমান, 'আমল, দা'ওয়াত ও সবরের পথে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সাফল্য লাভ করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করেছেন।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সাহাবী, তাবি'ঈ ও এই উম্মাতের সালফি সালিহীনদের পথে চলার তাওফীক্ব দাও এবং আমাদেরকে উভয় জগতের সাফল্য দান করো –আমীন। ###

[৫২]. *৬৮ নং সূরাহ্ আল ক্বালাম, আয়াত নং- ৪৮।*
[৫৩]. *১৬ নং সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল, আয়াত নং- ১২৭।*
[৫৪]. *৩৫ নং সূরাহ্ ফা-ত্বির, আয়াত নং- ৮।*
[৫৫]. *৩ নং সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান, আয়াত নং- ১৩৯-১৪১।*

জাহান্নামের হাতছানি

–মুহাম্মদ গোলাম রহমান

[শেষ পর্ব]

২৪. লজ্জাহীনতা : শয়তানের প্রধান মিশন মানুষের লজ্জা ভেঙ্গে দেয়া। কারণ মানুষের লজ্জা ভেঙ্গে গেলে সে নিকৃষ্ট পশু কিংবা তার চাইতেও নিকৃষ্টতর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : লজ্জা ঈমানের অঙ্গ আর ঈমানের স্থান জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অঙ্গ। আর দুশ্চরিত্রের স্থান জাহান্নাম।[৫৬]

২৫. বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক, দাম্ভিক দরিদ্র : বৃদ্ধগণ সর্বজন শ্রদ্ধেয়। সুতরাং তাদের চারিত্রিক স্খলন কারো কাছেই কাম্য নয়। আর শাসকগণ প্রকৃত অর্থে জনগণের সেবক। তাই জনগণ তাদের নিকট থেকে মিথ্যাচার বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা করে না। আর দরিদ্রদের অহংকার তো খুবই নিন্দনীয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না– আবূ মু'আবিয়াহ্ বলেন, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না– আর তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। তারা হলো, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক, অহংকারী দরিদ্র।[৫৭]

২৬. পাঁচ শ্রেণির মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না : মদ পানকারী, যাদুর বৈধতায় বিশ্বাস স্থাপনকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, গণক বা জ্যোতিষী যে মানুষের ভাগ্য গণনা করে এবং চোগলখোর এই পাঁচ শ্রেণির মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তাদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম। এ সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে–

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ : مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ، وَلَا كَاهِنٌ، وَلَا مَنَّانٌ".

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "পাঁচ শ্রেণির মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা হলো– মদ্যপায়ী, যাদুর বৈধতায় বিশ্বাসী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, গণক এবং চোগলখোর।[৫৮]

২৭. চোগলখোর ও পরনিন্দাকারী : "ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক নিন্দনীয় লোকদের দলভুক্ত হিসেবে ঐ ব্যক্তিকে দেখতে পাবে, যে ছিল দু'মুখো– যে এক জনের কাছে এক কথা আরেকজনের কাছে অন্য কথা নিয়ে হাজির হত।"[৫৯]

এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘোষণা নিম্নরূপ :

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَنُمُّ الْحَدِيْثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; তাঁর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, এক ব্যক্তি চোগলখুরী করছে। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, চুগলখোর বা পর নিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৬০]

২৮. কালো কলপ ব্যবহার করা : পাকা চুলে কালো কলপ ব্যবহার করার অর্থ হলো, নিজের বয়স লুকিয়ে অন্যের সাথে প্রতারণা করা; প্রকৃত অর্থে এ কাজের দ্বারা নিজের সাথেই প্রতারণা করা হয়। এজন্য ইসলামী শরী'আতে পাকা চুলে কাল খিজাব বা কলপ ব্যবহার করা হারাম করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস নিম্নরূপ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

[৫৬] *আত্ তিরমিযী- হা: ১৯৩২; শু'আবুল ঈমান- হা: ৭৩০৮।*

[৫৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৬।*

[৫৮] *মুসনাদে আহমদ- হা. ১১১০৭।*

[৫৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৯৮।*

[৬০] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫১।*

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, শেষ যামানার কতিপয় লোক কবুতরের সিনার ন্যায় কালো কলপ ব্যবহার করবে– তারা জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবেন না।[৬১]

২৯. টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা (পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য) : সুনান আবূ দাঊদে বর্ণিত হয়েছে– “টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পড়ার ব্যাপারে সাবধান হও! কারণ, তা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা‘আলা অহংকারীকে পছন্দ করেন না।” সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করবে সে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হবে। এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) হতে বর্ণিত; নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে যাবে, সে অংশ জাহান্নামের আগুনে প্রজ্জ্বলিত হবে।[৬২]

৩০. কঠোর আচরণ ও কটুভাষা ব্যবহার করা : ঈমানদারদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তারা বিনয়ী, মিষ্টভাষী, সদালাপী ও নম্র-ভদ্র স্বভাবের। পক্ষান্তরে কঠোর প্রকৃতি, রুঢ় ও কটুভাষী লোকজন সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত। এ প্রসঙ্গে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনা নিম্নরূপ :

عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ.

হারিসাহ্ ইবনু ওহ্ব হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কঠোর প্রকৃতি ও কটুভাষী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৬৩]

৩১. মিথ্যা শপথ করা : মিথ্যা শপথ আমজনতাকে প্রতারিত করে। নিজ স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্তে অন্যের সাথে প্রতারণা করা জঘন্য অপরাধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন–

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

“নিশ্চয় যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরলোকে তাদের কিছুই প্রাপ্য থাকবে না, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না, বস্তুত তাদের জন্য তো রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”[৬৪]

মিথ্যা শপথের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ مَصْبُوْرَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে, সে যেন জাহান্নামকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।[৬৫]

৩২. আত্মহত্যা করা : আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا﴾

“আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই অল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু এবং যে কেউ যুল্ম করে অন্যায়ভাবে তা (আত্মহত্যা) করবে, অবশ্যই আমি তাকে অগ্নিদগ্ধ করব, আল্লাহর পক্ষে তা সহজসাধ্য।”[৬৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি কোন বস্তুদ্বারা নিজেকে হত্যা করবে, ক্বিয়ামতের দিন সেই বস্তু দিয়েই তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে।[৬৭]

অন্যত্র আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

مَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا فَقَتَلَهَا خَنَقَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ، وَمَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ طَعَنَهَا فِي النَّارِ، وَمَنِ اقْتَحَمَ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ اقْتَحَمَ فِي النَّارِ.

---

[৬১] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ৩৬৭৯; শু‘আবুল ঈমান- হা: ৫৯৯৭।*
[৬২] *. সহীহুল বুখারী- হা: ৫৭৮৭; আন্ নাসায়ী- হা: ৫৩৩০।*
[৬৩] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪১৬৮; শু‘আবুল ঈমান- হা: ৭৮২৩।*
[৬৪] *সূরা আ-লি ‘ইমরান- ৩ : ৭৭।*
[৬৫] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪১৬৮।*
[৬৬] *সূরা আন্ নিসা- ২৯-৩০।*
[৬৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭০০; সহীহ মুসলিম- হা. ১১০।*

যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে অনুরূপভাবে নিজ হাতে ফাঁসির শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর যে বর্শার আঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করে– সে জাহান্নামে সেভাবেই নিজেকে শাস্তি দিবে। আর যে নিজেকে (উঁচু স্থান থেকে) নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, ক্বিয়ামতের দিন সে নিজেকে উপর থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করবে।[৬৮]

জুনদুব ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

তোমাদের পূর্বেকার এক ব্যক্তির যখম ছিল এবং সে (যখমের ব্যথায়) অস্থির হয়ে ওঠেছিল– তাই সে একখানা চাকু দিয়ে নিজের হাত নিজেই কেটে ফেলে। এরপর রক্তক্ষরণে সে মারা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা নিজেকে হত্যা করার ব্যাপারে অগ্রগামী হয়েছে; তাই আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।[৬৯]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে যাবে; আর সেখানে (জাহান্নামে) অনুরূপভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সেই বিষ তার হাতে থাকবে; আর জাহান্নামে অনুরূপ বিষ খেয়ে নিজেকে মারতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। আর যে ধারাল অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে, জাহান্নামে তার কাছে অনুরূপ ধারালো অস্ত্র থাকবে, যা দ্বারা সে সর্বদা নিজের পেটকে ফুঁড়তে থাকবে।[৭০]

৩৩. ঋণ পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করা : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট (জানাযার জন্য) কোন ঋণগ্রস্ত মৃতব্যক্তির লাশ নিয়ে আসা হলে জিজ্ঞেস করতেন, "সে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছে কি না?" যদি বলা হত– হ্যাঁ করেছে, তবে জানাযা পড়তেন। অন্যথায় সাহাবীদেরকে বলতেন, «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» "তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও" (কিন্তু তিনি তাতে অংশগ্রহণ করতেন না)।[৭১]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ.

"'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনু 'আস বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, শহীদের ঋণ ব্যতীত সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৭২]

৩৪. ছড়িদ্বারা আঘাতকারী এবং পাতলা আটোসাঁটো পোশাক পরিধানকারী নারী : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভবিষ্যত বাণী করেছেন দুই শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে– যাদের একশ্রেণি নিরিহ মানুষদেরকে অকারণে লাঠিপেটা করবে; আর দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত ঐ সকল নারী, যারা আটোসাটো পোশাক পরে বেপর্দায় চলাফেরা করবে– আর এ দুই শ্রেণির জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

[২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন]

---

[৬৮] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা: ৫৯৮৭; তাবরানী- হা: ৬২১।*
[৬৯] *সহীহুল বুখারী- হা: ৩২৭৬; সহীহ মুসলিম- হা: ১১৩।*
[৭০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৩৩৩।*
[৭১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩০৪০।*
[৭২] *সহীহ মুসলিম- হা: ৩৪৯৮।*

أفكار اجتماعية \ mgvRwPšv

যুব সমাজের বিচ্যুতি : কারণ ও প্রতিকার

মূল : প্রফেসর ড. সুলাইমান আর্ রুহাইলী

অনুবাদ সম্পাদনায় : শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী*

[২য় পর্ব]

যুবক কারা?

যুবকেরা সমাজের শক্তি, খুঁটি এবং সংস্কারক। প্রত্যেকটা সমাজ; বরং গোটা উম্মাহ যুবকদের সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল। সম্মানিত ভাইয়েরা! জাতির জন্য যুবকের গুরুত্ব তেমন, যেমন শরীরের জন্য অন্তরের গুরুত্ব। যুবক শ্রেণি ঠিক থাকলে গোটা সমাজ ঠিক থাকে, আর নষ্ট ও বিচ্যুত হয়ে গেলে গোটা সমাজে তার প্রভাব পড়ে। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, অধিকাংশ সময়ে যুবকেরা বিচ্যুতির শিকার হয় এবং প্রবৃত্তি পূজারীতে জড়িয়ে পড়ে। তাই তো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِيْ خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ : إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَمْ تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِيْنُهُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণীকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ‘ইবাদতের মধ্যে, ৩. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিক্‌র করে, ফলে তার দু’ চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে, ৪. সে ব্যক্তি যার অন্তর মাসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, ৫. সে দু’ ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য, ৬. সে ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৭. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বামহাত তা জানে না।[৭৩]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ.

‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা) বলেন, রাসূল বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা এমন যুবক দেখে খুশি হন যার মধ্যে প্রবৃত্তি পূজারি নেই।’

বিচ্যুত যুবকদের বিভিন্ন ভাগ : ইসলামের ইতিহাসে এবং বর্তমান সময়েও ইসলামী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত অনেক যুব সমাজের চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। অপরদিকে অনেক যুবক বিচ্যুতির সাগরে হাবুডুবু খায়। এদের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে–

কতক যুবক বিচ্যুতির সূচনালগ্নেই এর ভয়াবহতা টের পায়। এর খারাপ পরিণামের ব্যাপারে সজাগ হয়ে যায়। তার রবকে এবং রবের শাস্তিকে ভয় করে। ফলে সে বিচ্যুতির কারণে লজ্জিত হয়। তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং দৃঢ় সংকল্প করে যে, সে আর এ কাজে পা বাড়াবে না। এভাবে সে বিচ্যুতি ও এর কুপ্রভাব থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে তাওবাহ্ করে ফেলে। আর তাওবাহ্‌কারী এমন ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায় যার কোন গুনাহ নেই।[৭৪]

আবার কতক যুবক বিচ্যুতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারে। সে এ কারণে ব্যথিত হয়। ফলে তার অন্তর থেকে প্রশান্তি ও তৃপ্তি হারিয়ে যায়। সে সঠিক পথে অবিচল থাকা, অন্তরের প্রশান্তি আনা ও বিচ্যুতি থেকে নিরাপদ থাকার প্রবল আকাঙ্খা ও বাসনা করে। কিন্তু তার নাফস, প্রবৃত্তি এবং জিন্ শয়ত্বান ও মানুষ শয়ত্বান তার উপর বিজয় লাভ করে। যে কারণে সে তার রবের কাছে ফিরে যেতে দেরি করে, বিচ্যুত পথে চলতে থাকে। এ ধরনের যুবকের ক্ষেত্রে কল্যাণ আশা করা যায় আবার বিচ্যুতির অকল্যাণ থেকে মুক্ত না হওয়ারও আশঙ্কা থেকে যায়।

عن ابي هريرة ﷺ : أن رسوْلَ اللهِ ﷺ قال : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذا أَخْطَأَ خطيئَة، نُكِتَتْ في قلبه نُكْتَةٌ، فإذا هو نَزَعَ واسْتَغْفَرَ وتابَ ، صُقِلَ قلبُه، وإنْ عادَ، زِيدَ فيها، حتى تَعْلُوَ

** সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৭৩]. *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬০।*

[৭৪]. *অপরাধ হতে তাওবাহ্‌কারী নিরাপরাধের ন্যায়। (সহীহ আল জামি‘- হা. ৩০০৮)*

قَلْبَهُ، وهو الرَّانُ الذي ذكره الله ﴿كلا بل ران على قُلُوْبِهِمْ ما كانوا يَكْسِبُوْنَ﴾.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : মু'মিন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে তখন তার ক্বলবে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর সে তাওবাহ্ করলে, পাপকাজ ত্যাগ করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার ক্বলব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে আরও গুনাহ করে ফলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়। এই সেই মরিচা যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন : "কক্ষণো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং (মরিচা) ধরিয়েছে"[৭৫]।'[৭৬]

আর কতক যুবকের এ নিয়ে কোন মাথাব্যাথা ও চিন্তা থাকে না। ফলে সে দিনদিন বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির অতলে তলিয়ে যায়। এ শ্রেণির ক্ষেত্রে আশঙ্কা রয়েছে, তারা উক্ত বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন :

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

তাওবাহ্ তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবাহ্ করছি' এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য আমরা কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।[৭৭]

যুবকদের বিচ্যুতিতে কিছু সংশয়-সন্দেহের প্রভাব : কিছু যুবক সংশয়-সন্দেহের জালে আটকা পড়ে। সে ভাবতে থাকে, এর মাধ্যমে সে সবার আগে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য জান্নাতে চলে যাবে। ফলে সে তার সমাজব্যবস্থাকে তুচ্ছ মনে করতে থাকে; এমনকি তুচ্ছজ্ঞান করার পরিধি বৃদ্ধি পেয়ে তার ভাইদেরকেও তুচ্ছ মনে করে। এমনও অবস্থা হয় যে, সে 'আলেমদের ও স্বীয় পিতা-মাতাকেও তুচ্ছ ভাবে। সে মনে করে, 'ইসলাম কেবল তার মধ্যে এবং তার মতাদর্শে বিশ্বাসী কতিপয় যুবকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে কারো মধ্যে ইসলাম নেই।'

[৭৫] *সূরা আল মুতাফ্ফিফীন, ১৪।*
[৭৬]. *আত্ তিরমিযী- হা. ৩৩৩৪; আন্ নাসায়ী- হা. ১১৬৫৮; ইবনু মাজহ্- হা. ৪২৪৪, আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) সহীহ বলেছেন।*
[৭৭]. *সূরা আন্ নিসা, ১৮।*

এই বিচ্যুতি সবচেয়ে ভয়ানক : আমার বন্ধুবর্গ! এটা সবচেয়ে ভয়ানক বিচ্যুতি। কারণ, সে ব্যক্তি ভাবতেই পারে না, সে নিজেই বিচ্যুত; বরং তার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস কাজ করে যে, সে সিরাতে মুস্তাকীম ও সৎকাজের সাগরে সাঁতরাচ্ছে। তাওবার কথা চিন্তা-ই করতে পারে না। হক্ব ও তার অপছন্দনীয় বিষয় শ্রবণ থেকে চোখ-কান বন্ধ করে রাখে। এমনকি তার বাড়াবাড়ি আল্লাহ তা'আলা ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে তার অপ্রিয় বক্তব্য প্রোগ্রাম যেন অনুষ্ঠিত না হতে পারে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। অথচ তার মতবাদ যে সঠিক –এ ব্যাপারে সে দলীল থেকে রিক্তহস্ত। সে হক্ব শুনেও না এবং হক্বের ডাকে সাড়াও দেয় না। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ.

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বিদ'আতী'র জন্য তাওবাহ্কে আড়াল করে দিয়েছেন।"[৭৮]

আজকে এ বিষয়ে বক্তব্য দেয়ার কারণ : আমার ভাইয়েরা! এটা অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার। আমরা এসব যুবকের ক্ষেত্রে দয়ার্দ্র এবং নিজেদের ব্যাপারেও সচেতন। মহান আল্লাহর রহমতে ও তাওফীক্বে আমরা সবাই হিদায়েতের ও সিরাতে মুস্তাকীমে অবিচলভাবে চলতে চাই। আমরা বিচ্যুতি ও লাঞ্ছনার রাস্তা মাড়াতে চাই না। তাই আমার এ বিষয়ে কিছু কথা বলা সমীচীন মনে করছি। যাতে বিচ্যুতির কারণ ও তার প্রতিকার স্পষ্ট হয়ে যায়।

বিচ্যুতির কারণসমূহ– সম্মানিত ভাইয়েরা! বিচ্যুতির অনেক কারণ ও পথ রয়েছে। সে-সব পথ শুরুতে খুবই চাকচিক্য জৌলুসপূর্ণ মনে হয়। অদূরদর্শী লোকেরা তার ধোঁকায় পড়ে সে-পথকে অবলম্বন বানায়। ফলে সে বিচ্যুতির জালে আটকে যায়।

প্রথম কারণ– বিচ্যুতির সবচেয়ে বড় কারণ কুরআনকে ত্যাগ করা : বন্ধুগণ! বিচ্যুতির অন্যতম প্রধান একটি কারণ হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহকে ত্যাগ করা ও দূরত্ব বজায় রাখা। এটা-ই সবচেয়ে বড়। কুরআনকে ত্যাগ করা ক্ষতিগ্রস্তের পথ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের অনেক যুবক বরং অনেক মুসলমান কুরআনের সাথে সম্পর্ক নেই, তারা কুরআন খুব কম পড়ে। আর কেউ পড়লেও তা নিয়ে গবেষণা করার কথা একটি বারের জন্য চিন্তায় আসে না এবং কুরআনের পথনির্দেশনা অনুযায়ী চলার দৃঢ় সংকল্প থাকে না।

[৭৮]. *তাবারানী, আল মু'জামুল আওসাত- হা. ৪২০২; আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) হাসান বলেছেন, আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব- হা. ৫৪।*

কুরআন ত্যাগের প্রকারভেদ : আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লা-হ) কুরআন ত্যাগের একাধিক প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন :

প্রথম : কুরআন শ্রবণ না করা, তার প্রতি মনোযোগী না হওয়া এবং তিলাওয়াত না করা।

দ্বিতীয় : কুরআন পড়লে এবং এর প্রতি ঈমান আনলেও সে অনুযায়ী ‘আমল না করা এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না রাখা।

তৃতীয় : কুরআন অনুযায়ী শাসন না করা এবং দীনের মৌলিক-অমৌলিক বিষয়সমূহের ফায়সালা কুরআনী আইন অনুযায়ী না চাওয়া।

চতুর্থ : কুরআন না-বুঝা, তা নিয়ে গবেষণা না-করা এবং ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহ তা‘আলার কুরআন অবতীর্ণ করার পিছনে উদ্দেশ্য কী –তা উদ্ধার না-করা।

পঞ্চম : অন্তরের যাবতীয় ব্যাধির চিকিৎসা কুরআনের মাধ্যমে না-করে ভিন্ন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা। এসব প্রকারভেদ রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত; যা তিনি আল্লাহ তা‘আলার দরবারে করেন :

﴿وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا﴾

“আর রাসূল বললেন, ‘হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করেছে’[৭৯]।’[৮০]

কুরআন ত্যাগ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহ ও ভ্রষ্টতা : কুরআন ত্যাগ থেকে উদ্ভূত হয় কুরআনবিরোধী নিত্য-নতুন সংশয়-সন্দেহ ও ভ্রষ্টতা। এসব সংশয়-সন্দেহ ও ভ্রষ্টতা হতে পারে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ সংক্রান্ত বা ভ্রষ্টতার দিকে পরিচালনাকারী খেয়াল-খুশি। যেমন- গান-বাজনায় আসক্ত হয়ে পড়া, এর প্রতি চরমভাবে দুর্বল হয়ে পড়া, কুরআনের উপরে অন্যান্য কিতাবকে প্রাধান্য দেয়া বা কুরআন মনোযোগ সহকারে না-শুনে ও তৃপ্তি না-পেয়ে গান-বাজনা, ঢোল-তবলা শুনা ও তার মূর্ছনায় হারিয়ে যাওয়া। এসব বিরাট ভ্রষ্টতা এবং জঘন্য বিপদের হাতছানি। কেউ এসব কাজে জড়িয়ে পড়লে তার ভ্রষ্টতা দিনদিন তুমুল গতিতে শানিত হয় ও বৃদ্ধি পায় এবং বালা-মুসিবত ও বিপদ-আপদ ভয়ানকরূপে আছড়ে পড়ে।

দ্বিতীয় কারণ– মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাওয়া : বন্ধুগণ! বিচ্যুতির আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে, মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا﴾

“আর কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু’মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস।”[৮১]

আল্লাহ তা‘আলা সতর্ক করে ও ধমক দিয়ে বলেন,

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

“কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”[৮২]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন লোকদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে বলেন :

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

‘যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।’[৮৩]

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ إِلَّا هَالِكٌ.

‘আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছতার উপর রেখে যাচ্ছি। যার রাত দিনের মতই। আমার পরে তা থেকে বিচ্যুত হবে না শুধুমাত্র ধ্বংসশীল ছাড়া।’[৮৪]

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন :

إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا : كِتَابُ اللهِ، سنتي.

‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে দু’টা জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো, তবে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো, আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাত।’[৮৫]

[৭৯] *সূরা আল ফুরক্বান, ৩০*
[৮০]. *আল ফাওয়াইদ- পৃ. ২০৩ ।*

[৮১]. *সূরা আন্ নিসা, ১১৫ ।*
[৮২]. *সূরা আন্ নূর, ৬৩ ।*
[৮৩]. *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭৭৬ ।*
[৮৪]. *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪৩ ।*

এই দুই কারণের প্রতিকার :

আল্লাহর কিতাব এবং নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতকে পরিহার করা মানে-ই ধ্বংস, ভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতির হাতে নিজেকে সোপর্দ করা। আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই। এই মহামারী ও ভয়ানক রোগের প্রতিকার হচ্ছে, যুবকেরা কুরআনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তা বেশি বেশি তিলাওয়াত করবে ও তা নিয়ে গবেষণা করবে। নতুন প্রজন্মকে এই আদর্শের উপরেই গড়ে তুলতে হবে।

সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আজকের সন্তানেরা পিতা-মাতার কোলেই বেড়ে উঠা সত্ত্বেও তারা খুব কমই কুরআন পড়ে। এভাবে কুরআনের সাথে সম্পর্কহীন অবস্থায় আমাদের প্রজন্ম গড়ে উঠে। অথচ সন্তানদেরকে কুরআনের জ্ঞান দেওয়া, তাদের মাঝে তা গবেষণার সরাঞ্জমাদি প্রস্তুত করে দেওয়া এবং সৎ ব্যক্তিদের আদর্শে গড়ে তুলা প্রত্যেক পিতা-মাতার অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। এসব জিনিস তাদের অন্তরে শক্তভাবে গেঁথে দিতে মাদ্‌রাসাসমূহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছোট বড় সকলকে এর উপরে গড়ে উঠতে হবে, যদি আমরা যুবকদেরকে এবং নিজেদেরকে বিচ্যুতি থেকে বাঁচাতে চাই।

ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর উপদেশ : শাইখ, ইমাম, ফকীহ, সুন্নাহপন্থী, ইবনু বায (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, 'নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের উপর আবশ্যক হচ্ছে, এ পদ্ধতির উপরে চলবে এবং হক্বপন্থী 'আলেমদের বুঝের আলোকে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহকে বুঝবে। যেমনটি ইমাম মালিক ইবনু আনাস নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার পরবর্তী 'আলেমগণ বলেছেন যে, 'এ উম্মাতের শেষ প্রজন্ম তার মাধ্যমে কল্যাণের পথ পাবে, যার মাধ্যমে প্রথম প্রজন্ম পেয়েছিল।'

শাইখ ইবনু বায বলেন, 'প্রথম প্রজন্মের কল্যাণের সোপান ছিল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা, সে অনুযায়ী চলা, তার প্রতি পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া ও সহযোগিতা করা। অতএব, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, এ ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া ও সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং রবের কিতাব ও নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া।' ***[চলবে]***

[৮৫]. *মুস্তাদরাক হাকিম- হা. ৩১৮; আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) সহীহ বলেছেন। সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব- হা. ৪০।*

জাহান্নামের হাতছানি

[২৪ পৃষ্ঠার পর]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে এমন দুই শ্রেণির মানুষ হবে, আমি যাদেরকে এখনো দেখিনি। প্রথম শ্রেণী ঐ সম্প্রদায় যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় ছড়ি থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষকে আঘাত করবে; দ্বিতীয় শ্রেণীর জাহান্নামী ঐ রমণীগণ যারা বস্ত্র পরিধান করেও (পাতলা ও আঁটোসাঁটো অথবা খাঁটো বস্ত্র) উলঙ্গ থাকবে। তারা অন্যদের আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে ঐ বিশেষ শ্রেণীর উটের চূড়ার ন্যায়, যারা হেলেদুলে চলে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ এতো এতো (বহু দূর) দূর থেকেও তার সুঘ্রাণ পাওয়া যাবে।[৮৬]

উল্লেখিত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভবিষ্যত বাণী, যার প্রতিফলন বর্তমান সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৩৪. বিশ্বাসঘাতক শাসক : শাসকের কাছে জনগণ আমানতস্বরূপ। যে শাসক জনসাধারণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে তো প্রকৃত অর্থে স্বীয় আমানত খিয়ানত করলো। এরূপ শাসকের পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً ، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

আল্লাহ তা'আলা যাকে জনসাধারণের শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, কিন্তু সে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং বিশ্বাসঘাতক থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।[৮৭]

উপসংহার : মানুষ শয়ত্বানের প্ররোচনায় অহরহ পাপকার্যে লিপ্ত হয়; অথচ পরিণাম বা প্রতিফলের কথা একবারও চিন্তা করে না। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা স্থায়ী পরজীবনকে নষ্ট করছি!

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে দুনিয়ার জীবনের চেয়ে পরকালীন জীবনের গুরুত্ব প্রদান করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ###

[৮৬]. *সহীহ মুসলিম- হা: ২১২৮।*

[৮৭] *সহীহ মুসলিম- হা: ২০৩; সুনান দারিমী- হা: ২৮৫২*

ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড একটি পর্যালোচনা

–মো: মাযহারুল ইসলাম★

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (Islam is the complete code of life) পৃথিবীর ইতিহাসে যত ধর্ম ইজমের আবির্ভাব হয়েছে সকল ধর্ম ইজমের উর্ধ্বে সমুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে কেবল ইসলামেই মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ নিহিত আছে। পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে আল্লাহ তা'আলা আদম ('আলাইহিস্ সালাম) থেকে সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত যত নাবী- রাসূল এই পৃথিবীর ধরাপৃষ্ঠে পাঠিয়েছেন সকলেই কেবল তাদের স্ব-স্ব গোত্রের মধ্যে মহান আল্লাহর বিধানের আলোকে দা'ওয়াতী কাজ করেন। কিন্তু প্রত্যেক নাবী-রাসূলের ক্বওম সেই ইলাহী ঐশী বিধানকে কাট-ছাঁট করে ঐ বিধানের অপব্যাখ্যা ও মনোচাহিদার বশবর্তী হয়ে ধর্ম পালন করে। যেমন- 'ঈসা ('আলাইহিস্ সালাম)-এর জাতি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন :

﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

"আর সন্ন্যাসবাদ, সেটাতো তারা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আমরা তাদেরকে এ বিধান দেইনি। অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমরা পুরস্কার দিয়েছিলাম আর তাদের অধিকাংশই ছিল পাপাচারী।"[৮৮]

প্রিয় পাঠক! এখানে লক্ষ্য করলে এটা সুস্পষ্ঠ হয় যে তারা তাদের দীনের মধ্যে নিজস্ব চিন্তা চেতনার রীতি-রেওয়াজ সৃষ্টি করেছিল এবং তারা যে নিয়ম-নীতি চালু করে তার উপরও অবিচল থাকতে পারেনি। এভাবে কালের আবর্তে মানুষ নিজেকে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহন করা ও নিজেকে হতাশা গ্রস্থ, হীনমন্যতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য কত পথই না অবলম্বন করে। ঠিক এই দূর্বল সময় শয়ত্বান মুসলিমদের চিরশত্রু ইহুদী-খ্রিস্টানদের পাতানো ফাঁদের পথে আকর্ষনীয় কথার ফুল ঝুরিতে আহ্বান করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। আর যারা পথভ্রষ্ট হচ্ছে তাদের প্রায় অধিকাংশই হলো টাকাওয়ালা সাধারণ শিক্ষিত মানুষ। ব্যয় করছে কথিত বানোয়াট ধ্যানের পিছনে ঘন্টার পর ঘন্টা। নির্দ্বিধায় ঢেলে দিচ্ছে হাজার হাজার টাকা এবং নিজেকে রঙ্গিন স্বপ্নের পথযাত্রী মনে করে ঘুমিয়ে আছে কল্পিত মিথ্যা স্বপ্নের রাজ্যে। এক্ষনে প্রশ্ন হলো– কোন সেই পথভ্রষ্ট পথ? যার পিছনে অর্থ, সময়, অকাতরে ব্যয় করা হচ্ছে? জবাব : সেই পথভ্রষ্ট পথ হলো– কোয়ান্টাম মেথড। যা নব্য জাহিলিয়াতের যুগে আস্ত শয়ত্বানী ফাঁদ। খুব সহজে কোয়ান্টাম মেথড বলতে বুঝায় মানুষকে মহান আল্লাহর 'ইবাদত থেকে ফিরিয়ে কথিত অন্তর্গুরুর 'ইবাদতে লিপ্ত করার সৃজনশীল ডিজিটাল প্রতারণার নাম। মূলতঃ কোয়ান্টাম মেথড হলো– পূর্ববর্তী ইহুদী-খ্রিস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, সন্ন্যাসীদের যোগ সাধনার মডার্ণ কলা কৌশলের নাম (Medetation) মেডিটেশন। চিন্তাগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, মানুষকে সাময়িক প্রশান্তির সাগরে ভাসিয়ে এক কল্পিত দেহ ভ্রমনের নাম দেওয়া হয়েছে– "Science of living", অর্থাৎ- জীবন-যাপনের বিজ্ঞান। ধ্যানকে কোয়ান্টামের পরিভাষায় বলা হয়– মেডিটেশন। যার প্রথম ধাপ হলো– "শিথিলায়ান" যা মনের মধ্যে ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি করে। আর শেষ ধাপ হলো– মহাচৈতন্য (Super consciousness)। প্রত্যেক জিনিস জানার জন্য যেমন সূত্র আছে ঠিক তেমনি কোয়ান্টাম মেথড-এর ব্যতিক্রম নয়। কোয়ান্টাম মেথডের পঞ্চসূত্র– ১) প্রশান্তি, ২) সুস্বাস্থ্য, ৩) প্রাচুর্য, ৪) সুখী পরিবার, ৫) ধ্যান। তারা বলে– কোয়ান্টাম মেথড প্রত্যেকের ধর্ম বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেক মানুষকে দুঃখ-দূর্দশা, হীনমন্যতা থেকে রক্ষা করে সুখের রাজ্যের মহাসম্রাট বানানোর নামই হলো নাকি কোয়ান্টাম মেথড। আরও মজার বিষয় হলো– যারা কোয়ান্টামে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট বলে একটা শ্রুতি মধুর মন ভুলানো ডিগ্রি দেওয়া হয়। দিন যত গড়াচ্ছে তাদের প্রচার ও প্রসার ততই ব্যাপকতা পাচ্ছে। আগে এই নামের সাথে শিক্ষিত মূর্খ তেমন পরিচিত ছিল না। কিন্তু আজকের আধুনিক যুগে শুধু বাংলাদেশ নয় বরং সারাবিশ্বে এর পরিধি ও পরিসীমা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, অফিস, আদালত ইত্যাদি নির্বিশেষে এর প্রচারণা মহা ধুমধামে হচ্ছে। মূলতঃ এর প্রচারণার জন্য বড় হাতিয়ার হলো প্রযুক্তি। আজকের প্রায় সকল দেশের সিনেমা, নাটক, গানগুলোতে ও কোয়ান্টাম মেথড-এর মেডিটেশনের মতো

★ *ছাত্র- মীরপুর মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, ঢাকা।*

[৮৮] *সূরা আল হাদিদ- ২৭।*

শির্কী কর্মকাণ্ড ছাড় পাচ্ছে না। প্রায় সিনেমাতে মেডিটেশনকে বড় ফোকাসে পেশ করা হচ্ছে। সিনেমা বা নাটকে নায়ক/নায়িকা কারণবশতঃ দুঃখ-কষ্টকে দূরীভূত করার জন্য সাময়িক প্রশান্তি লাভের জন্য মেডিটেশনের দরবারে গিয়ে চোখ বন্ধ করে দুই হাতের আঙ্গুলগুলো দুই উরু রানের হাঁটুর উপর বিছিয়ে দিয়ে অন্তগুরুর খোঁজে বিভোর থাকে। যার ফলশ্রুতিতে যে সকল ব্যক্তি বর্গ দেখে তারা সকলেই এই সাময়িক প্রশান্তির লোভ-লালসা বাস্তব জীবনে পালনের জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। নিজেকে রঙ্গিন পর্দার মানুষের মতো বানাতে চায়।

সুধী পাঠক! এখানে পরিস্কারভাবে স্বচ্ছ জ্ঞান রাখতে হবে যে, এক শ্রেণির পথভ্রষ্ট স্বার্থবাদী দুনিয়াপূজারী ‘আলেমও এপথে অবদান রাখছে। যার কারণে তারা মানুষকে খুব সহজে বোকা বানাচ্ছে এবং লোকমুখে শুনা যাচ্ছে বহু ‘আলেম তাদের মেডিটেশন ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন এবং তারা তাদের মন্তব্য, বক্তব্য ও লেখনীতে বলেছেন ইসলামের সাথে এর কোনো সংঘাত নেই। সময়ের আবর্তে একথা দ্বীপ্তিমান সূর্যের আলোর ন্যায় সত্য যে এক শ্রেণির অল্প শিক্ষিত ও দুনিয়াপূজারী স্বার্থবাদী মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের ক্ষতি সাধন করে আসছে যা আজও অব্যাহত আছে। যদিও ইসলামের অন্যতম খলিফা ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বলেন : ইসলামের ধ্বংস করে তিনটি বস্তু– ১. ‘আলেমদের পদস্খলন, ২. মহান আল্লাহর কিতাবে মুনাফিক্বদের ঝগড়া, ৩. পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন।[৮৯]

এই সকল ‘আলেমদের লক্ষ্য করে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : এক শ্রেণীর ‘আলেম জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে মানুষকে আহ্বান করবে। যেই তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। রাবী বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাদের পরিচয় বলুন। তিনি (রাসূল) বললেন : তারা আমাদের মতোই চামড়ার মানুষ হবে, আমাদের ভাষায় কথা বলবে। অপর বর্ণনায় আছে– তাদের মানুষ আকৃতির দেহের মধ্যে তাদের অন্তর হবে শয়ত্বানের।[৯০]

এক্ষনে আমাদের দেখা উচিত কোয়ান্টাম মেথড-এর অসারতা ও ইসলামিক সমাধান : “ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা”[৯১]। যা মানব জাতির সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত। সকল সমস্যার সমাধান সুনিপুনভাবে আলোচিত হয়েছে ইসলামে। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে ক্বিয়ামত অবধি যত সমস্যার আমদানি হোক না কেন তা কেবলমাত্র ইসলামই মোকাবিলা করতে সক্ষম। যত ভুঁইফোড়া মতবাদ, ইজম, দর্শন ও মানবরচিত বিধান হোক না কেন? কিন্তু এ কথা বড়ই আফসোসের সাথে বলতে হয় যে অধুনা এ মুসলিম বিশ্বে কোয়ান্টাম মেথড-এর মতো শির্কী মতবাদ অনায়াসে প্রচার ও প্রসার হচ্ছে। যার কারণে মুসলিমগণ না জেনে না বুঝে যোগ দিয়ে মুশরিকদের কাতারে শামিল হচ্ছে। এক্ষনে যদি চুপ করে বসে থাকি তাহলে এ দীনের বড়ই ক্ষতি হয়ে যাবে। যা আফসোস ছাড়া আর কিছুই নয়। এহেন পরিস্থিতির মুহূর্তে সকলের জানা একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো কোয়ান্টাম মেথড-এর অসারতা কতটুকু।

১) প্রথমতঃ এটি পুরো শির্কী মতবাদ ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। তাওহীদের কথাই হলো আল্লাহর দাসত্ব করা[৯২]। পক্ষান্তরে কোয়ান্টামের ধ্যান সাধনা হলো অন্তরগুরুকে পাওয়া। যা আল্লাহ তা‘আলাকে সরিয়ে তার প্রবৃত্তির দাসত্বে আবদ্ধ হয়ে শান্তি তালাশ করা। আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্টভাবে বলেন : আপনি কি দেখেছেন ঐ ব্যক্তিকে যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়েছে? আপনি কি তার যিম্মাদার হবেন? আপনি কি ভেবেছেন ওদের অধিকাংশ শুনে বা বুঝে? ওরা তো পশুর মতো বা তার চাইতে পথভ্রষ্ট[৯৩]।

প্রিয় জ্ঞানী সমাজ! এতক্ষণ হয়তো বা মনে করছেন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের অন্তরগুরুটা আবার কে? আসলে অন্তরগুরুটা হলো তাদের শয়ত্বান ভাই। যে সর্বদা তাদের রঙ্গিন স্বপ্নের রাজ্যে বিভোর করে রাখে ও আকর্ষণীয় কথার ফুলঝুরিতে তাদের মন জয় করে প্রশান্তি দেয়।

২) কোয়ান্টাম একটি মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থা : ধ্যানচর্চার নামে এই মতবাদ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং সকল ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থার সমন্বয়ে নতুন দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। কোয়ান্টাম বাদশাহ আকবরের দীনের ইলাহির মতো সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। কোয়ান্টামের হাজার প্রশ্নের জবাব বইয়ে বলা হয়েছে– যদি একজন খ্রিস্টান নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করে, মৌন সাধনা করে তাহলে তিনি একজন ভালো খ্রিস্টান হবেন। যদি একজন মুসলমান নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভালো ‘আলেম হবেন। যদি একজন হিন্দু কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি ভালো হিন্দু, ঋষিতে পরিণত হবেন (১ : ২৩৯)। সুবহানাল্লাহ! হতবাক হতে হয় যে সকল ধর্মের জগাখিচুড়ী দর্শন বাস্তবায়নের এ কেমন

---

৮৯ দারেমী, মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা: ২৫১।
৯০ সহীহ মুসলিম- হা: ২০৮, মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা: ১৫৯।
৯১ সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩।
৯২ সূরা আয্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ৫৬।
৯৩ সূরা আল ফুরক্বা-ন ২৫ : ৪৩-৪৪।

জঘন্যতম নব্য কৌশল। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো একমাত্র ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে কেবল মাত্র ইসলাম।"[৯৪]

অপর আয়াতে বলেন :

﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

"যদি কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করে বা তালাশ করে আল্লাহ তা কখনো কবুল করবেন না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৯৫]

একথা পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। সুনানে দারেমীতে বর্ণিত হয়েছে–

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তার কসম! যদি মূসা ('আলাইহিস্ সালাম)-এর আবির্ভাব হয় আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করো তাহলে তোমরা অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে। আর তিনি যদি জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়াত পেতেন তাহলে অবশ্যই তিনিও আমার অনুসরণ করতেন।[৯৬]

অথচ ইসলাম চিরন্তন সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম। যা একেবারে ত্রুটিমুক্ত, অভ্রান্ত, অকাট্য, অপ্রতিরোধ্য ও একেবারে দ্বীপ্তিমান। যা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ দ্বীপ্তিমান ও অতি স্বচ্ছ দীন নিয়ে এসেছি।[৯৭]

এই হলো ইসলামের দৃষ্টি। অথচ নব্য কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি এর বিপরীত। কোয়ান্টামের দৃষ্টিতে মুক্তি লাভের জন্য সু-নির্দিষ্ঠভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করা জরুরী নয়। তাদের বিশ্বাস হলো সকল ধর্মের মূল কথা এক।

৩) কোয়ান্টাম মেথড-এর মতে রোগের মূল কারণ হলো মানসিক। অথচ এ ব্যাপারে ইসলামের নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্বেই বলেছেন :

জেনে রাখো! নিশ্চয় শরীরের মাঝে একটি টুকরা আছে যদি টুকরাটি সুস্থ থাকে তাহলে পুরো শরীরটাই সুস্থ থাকে। আর যদি ঐ টুকরাটি অসুস্থ থাকে তাহলে পুরো শরীরটাই অসুস্থ থাকে।সাবধান! সেটাই হলো– ক্বলব।[৯৮]

[৯৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৯।*
[৯৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৮৫।*
[৯৬] *দারেমী- হা: ৪৫৩।*
[৯৭] *আহমাদ- হা: ১৫১৯৯, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃ: ৫৮৮।*
[৯৮] *সহীহুল বুখারী- হা: ৫২, মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা: ২৭৬২।*

এজন্যই অন্তরকে (Heart) মানবদেহের রাজধানী বলা হয়।

৪) তারা বলেন : মনকে প্রশান্ত করার মতো নামায যেন পড়তে পারেন সেজন্যই মেডিটেশন দরকার। কেননা নামাযের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হুযুরুল ক্বলব, একাগ্রচিত্ততা এটা এখানে এলে শিখা যায় (প্রশ্নোত্তর-১৪২৭)। অথচ একথা সকলেই জানে যে অন্তরকে প্রশান্তির সাগরে ডুবিয়ে রাখার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নামায। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ﴾

"তুমি নামায কায়েম করো আমাকে স্বরণ করার জন্য।"[৯৯]

এছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যখনই রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে কোনো সংকটময় মুহূর্তে পড়তেন তখনই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।[১০০]

নামাযে যে বান্দা একাগ্রচিত্তে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সঙ্গে একান্তে গোপনে আলাপ করে।[১০১]

কোয়ান্টাম মেথড-এর বিভ্রান্তিমূলক আজগুবি গল্পের কিছু নমুনা : বাংলাদেশের ফলিত মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ এবং আত্নউন্নায়নের ধ্যান পদ্ধতির প্রবর্তক প্রফেসর এম. ইউ. আহমাদ না-কি ক্লিনিক্যাল ডেড হওয়ার পরে পুনরায় জীবন লাভ করেন শুধু তাকে বাঁচতে হবে, তিনি ছাড়া দেশে তেমন নির্ভরযোগ্য মনোচিকিৎসক নেই এই দৃঢ় বিশ্বাসের জোরে।[১০২]

আলোচ্য ঘটনাটি পরিস্কারভাবে শিরকী-ঘটনা। জীবন ও মৃত্যুর মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা আর এখানে ব্যক্তি নিজেই জীবন ও মৃত্যুর মালিক সেজে বসে আছে।

২) এক ইঞ্জিনিয়ার সপরিবার আমেরিকায় বসবাস করার মনছবি দেখতে লাগল যার ফলে সে ডিভি ভিসা পেয়ে গেল। তারপর সেখানে একটা ভালো চাকরির জন্য মনছবি দেখতে লাগল যার ফলে সে সেখানে যাওয়ার দেড় মাসের মধ্যেই উন্নতমানের একটা চাকরির সন্ধান পেয়ে গেল।[১০৩]

৩) এক লোকের ছেলে কলকাতায় গিয়েছে। দু'দিন কোনো খবর নেই। বাবা আবার কোয়ান্টাম থেকে গ্রাজুয়েট প্রাপ্ত।

[৯৯] *সূরা ত্ব-হা- ২০ : ১৪।*
[১০০] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ১৩১৯।*
[১০১] *সহীহুল বুখারী- হা: ৫৩১।*
[১০২] *মহাজাতক, কোয়ান্টাম টেক্সটবুক, জানুয়ারী- ২০০০, পৃ: ২২-২৪।*
[১০৩] *কোয়ান্টাম টেক্সটবুক- পৃ: ১১৫।*

মাগরিবের নামায পড়ে মেডিটেশন কমান্ড সেন্টারে গিয়ে ছেলের বর্তমান অবস্থা দেখার চেষ্টা করতেই কলকাতার একটি সিনেমা হলের গেট ভেসে আসে। ছেলে সিনেমা হলের গেটে ঢুকছে। বাবা ছেলেকে তার অস্থিরতার কথা জানালেন এবং বললেন– তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফোন করতে।[১০৪]

কুরআন-হাদীস অপব্যাখ্যায় কোয়ান্টাম মেথড-এর কারসাজি : পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত ধর্ম, দর্শন, মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে প্রায় প্রত্যেকেই স্ব-স্ব থিওরীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট পরিস্কার বিষয়গুলোর নিজস্ব মনগড়া অপব্যাখ্যা করে আসছে। যা চূড়ান্ত স্পষ্ট বিধানের সামনে ঠুনকো এবং সমাজের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ হওয়ার যোগ্য। ঠিক তেমনি কোয়ান্টাম মেথড কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে চুপ থাকেনি।

১) তারা সূরা আ-লি 'ইমরান-এর ১৯১ নম্বর আয়াতকে তাদের আবিস্কৃত মেডিটেশনের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন (প্রশ্নোত্তর : ১৭৫৩)।

অথচ এই আয়াতের মূল আলোচ্য বিষয় হলো– মহান আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে গভীর গবেষণা তাকে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা) বলেন : একদা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ সময় তিনি এমনভাবে কাঁদলেন যে তাঁর বক্ষ ভিজে যায়। এরপর তিনি আবার কাঁদতে থাকেন। এমনকি জমিনও সিক্ত হয়ে যায়। অতঃপর বিলাল (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) আযান দিতে এসে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কাঁদতে দেখে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি কি মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না। আল্লাহ তা'আলা আজকের রাতে আমার উপর একটি আয়াত অবতীর্ন করেছেন যে এটা পড়বে অথচ গবেষণা করবে না তার জন্য দূর্ভোগ। অতঃপর তিনি অত্র সূরার ১৯১ নম্বর আয়াত পড়েন[১০৫] এবং সেই সাথে তারা একটি জাল হাদীসকে স্ব-পক্ষে দলীল উপস্থাপন করেন– সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘন্টার ধ্যান ধারণা ৭০ বছরের নফল 'ইবাদতের চেয়ে উত্তম (প্রশ্নোত্তর : ১৭২৪।

২) তারা "সকল ধর্মই সত্য" বলে প্রচার করে তাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সূরা আল কা-ফিরূন-এর "লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন" আয়াতকে ব্যবহার করে লোকজনকে তাদের মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। তাদের কাছে ইব্রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম)-এর ধর্মও ঠিক নমরুদের ধর্মও ঠিক, ইসলাম ধর্মও ঠিক আবার হিন্দু ধর্মও ঠিক। যা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের মৌলিক স্বীকৃতিই হলো– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। যার মাধ্যমে সকল ধর্ম ও মতাদর্শ, ইজম, থিওরী, মাযহাব, তরীকা ইত্যাদিকে প্রত্যাখান করা হয়েছে। এছাড়াও তারা সূরা আল বুরূজ, সূরা জিন-এর ২৬ ও ২৭ নং আয়াত ছাড়াও প্রভৃতি আয়াতসমূহকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সফল হতে চেয়েছিল। অথচ তা প্রকৃত সত্যের সামনে নিতান্তই অবান্তর ও আষাঢ়ের গল্প। যার কোনো ভিত্তি নেই। ভাগ্যিস! এক শ্রেণির জ্ঞানী সমাজ এর শয়ত্বানী কর্মকাণ্ডকে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিবাদ করে আসছে। যার ফলশ্রুতিতে বাতিলের গলাবাজি ও নিশানা সমাজের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে সত্যের মশাল চিরদিন জ্বল জ্বল করে জ্বলে হাজারো পথহারা পথিককে সত্যের পথের সন্ধান দিবে। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে অভ্রান্ত চূড়ান্ত সত্যের বিধান পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর উপর অবিচল থাকার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ###

---

[১০৪] কোয়ান্টাম টেক্সটবুক- ২৪১।

[১০৫] সহীহ ইবনু হিব্বান- ৬২০, সিলসিলা সহীহাহ্- ১/১৪৭ পৃ:।

আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলীল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলীল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

[আহলে হাদীস পরিচিতি]

الأفكار الآفاق \ wbfZ fvebv

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমের অনুপম নিদর্শন

–আবূ তাসনীম★

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তার প্রতি ঈমান আনা ও তাকে সবকিছুর চাইতে বেশি ভালবাসা একজন মু'মিনের একান্ত কর্তব্য। একজন প্রকৃত রাসূল প্রেমিকের অন্তর তার প্রিয় ব্যক্তির জন্য নিজ জান-মাল কুরবান করার জন্য অস্থির হয়ে যায়। প্রকৃত নাবীপ্রেমীদের অবস্থা এ থেকে আলাদা নয়। সাহাবাগণ তাঁর জন্য সব কিছু উৎসর্গ করে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। নাবীজীর মৃত্যুর পর তাঁর সত্য অনুরাগীরা নিজেদের অন্তরে এ বলে পরিতাপ করেন যে, তারা তাঁর জন্য নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত মু'মিন হতে হলে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি অর্থাৎ- দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ এবং তার রাসূলকেই ভালবাসতে হবে। রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "فَوَالَّذِىْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ".

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার বাবা-মা তার সন্তানাদি হতে অধিক প্রিয় না হই।[১০৬]

একই মর্মে তিনি অন্যত্র বলেন :

عَنْ اَنَسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ".

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার বাবা-মা সন্তান-সন্ততি এবং সব মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই।[১০৭]

এখানে মুহাব্বত বা ভালোবাসা স্বেচ্ছাকৃত অর্থে বুঝানো হয়েছে, স্বাভাবিক অর্থে নয়। ইমাম নাব্বী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেছেন, এখানে "নফসে আম্মারা' এবং "নফসে মুতমায়িন্না-এর প্রতিক্রিয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ নফসে মুতমায়িন্নার প্রভাবে প্রভাবিত ব্যক্তির স্বাভাবিক ভালোবাসাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অগ্রাধিকার লাভ করবে, আর নফসে আম্মারার প্রভাবে প্রভাবিত ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত ভালোবাসাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অগ্রাধিকার পাবে– স্বাভাবিক ভালোবাসা নয়। অনুরূপ ভালোবাসা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের সাহায্য-সহযোগিতা, তাঁর শরী'আতের পাবন্দী এবং বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্তিপূর্ণ মতবাদের মূলোৎপাটনের মধ্য দিয়ে। সৎকাজের নির্দেশ দান এবং অসৎকাজ থেকে বাধা প্রদানও অনুরূপ ভালোবাসারই পর্যায়ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূলকে ভালবাসলে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ، وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِيْ الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِيْ النَّارِ".

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমভ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : এ তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান সে ঈমানের মজা পেয়েছে– ১. যার কাছে সকল জিনিস হতে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিক প্রিয়, ২. যে কাউকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে,

---

★ *কামিল ২য় বর্ষ, আদব বিভাগ, তামীরুল মিল্লাকামিল মাদরাসা।*

[১০৬] *সহীহুল বুখারী- হা: ১৪।*

[১০৭] *সহীহুল বুখারী- হা: ১৫।*

৩. ঈমান গ্রহণের পর আবার কুফ্রীর মতে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করে, যেমন- সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।[১০৮]

এ সম্পর্কে হাদীসে অন্যত্র বলা হয়েছে–

‘আবদুল্লাহ ইবনু হিশাম (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমরা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম, তিনি ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর হাত ধরেছিলেন। এমতাবস্থায় ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জীবন ব্যতীত সকল বস্তুর চেয়ে আপনি অবশ্য আমার কাছে প্রিয়। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, না। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, যতক্ষণ না আমি তোমার জীবন থেকেও প্রিয় হব ততক্ষণ তুমি পূর্ণ মু’মিন হতে পারবে না। ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বলেন, নিশ্চয় এখন আপনি আমার জীবন থেকেও অধিক প্রিয়।

তিনি বলেন, এখন হয়েছে, হে ‘উমার![১০৯]

“সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! যতক্ষণ না আমি তোমার জীবনের চেয়ে তোমার কাছে অধিক প্রিয় হব” –এ অংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনী বলেছেন, “তোমার ঈমান ততক্ষণ পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না আমি তোমার জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় হব।

আল্লামা আইনী আরো বলেন, “এখন তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হলো, হে ‘উমার! এ হাদীসে একটি কথা অনুধাবন করা উচিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যবাদী ও আমানতদার হয়েও কসম করে বলেন, ঈমানের পূর্ণতার জন্য মু’মিনকে নিজেদের জীবনের চেয়েও তাঁকে ভালোবাসা অবশ্য কর্তব্য। অথচ তিনি সত্য ও সততার এমন অধিকারী যে, তিনি কসম খান বা না খান তাঁর সমস্ত কথা সত্য এবং সন্দেহমুক্ত। এরপরও তিনি যদি কোনো কথা কসম খেয়ে বলেন, তাহলে সেটি কত সুনিশ্চিত? কেননা, কসম কোনো কথাকে সুদৃঢ় করে এটি আমরা সকলেই জানি।[১১০]

মাদীনার ওলিতে-গলিতে মদের স্রোত : নাবীপ্রেমিকদের প্রিয় বস্তু নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে কেবল তাই তারা বর্জন করেছেন, কথা এখানে শেষ নয়; বরং তাঁরা যেসব কাজ করতে বছরের পর বছর অভ্যস্ত, পূর্ব পুরুষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তাও বর্জন করেছেন। তারা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধাচারণে কোনো প্রথা বা বাপ-দাদাদের দোহাই দেননি, যা বর্তমানে অনেকে করে থাকে। এর প্রমাণে সহীহুল বুখারী’র হাদীস–

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ তালহার বাড়িতে লোকদের মদ পান করাচ্ছিলাম, সে দিন “ফাযীখ” নামক এক প্রকার মদ ছিল। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজনকে ঘোষণার আদেশ দেন যে, “তোমরা সতর্ক হয়ে যাও মদ হারাম করা হয়েছে।” আনাস বলেন, আবূ তালহাহ্ আমাকে বলেন, বেরিয়ে যাও এবং মদ ফেলে দাও, আমি বেরিয়ে গিয়ে তা ফেলে দিয়েছি, এর ফলে মাদীনার গলি প্রবাহিত হয়ে যায় তাদেরকে নিষেধ করছেন। এরপর তাঁরা ফুটন্ত হাঁড়ি থেকে তা ফেলে দেন।[১১১]

মদ হারাম ঘোষিত হবার পর প্রকৃত নাবীপ্রেমিকদের তাঁর আদেশ পালনার্থে তা প্রবাহিত করা ব্যতীত আর কিছু ছিল করার না। এ জন্য মাদীনার গলিতে মদের স্রোত বয়ে যায়।

ইবনু হাজার বলেন, এ বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যার কাছে মদ ছিল সে তা ফেলে দেয়, বেশি পরিমাণে মদ ফেলার কারণে মাদীনার গলিতে স্রোত বয়ে যায় কোনো বাদ-প্রতিবাদ, দ্বিধা এবং পরামর্শ ছাড়াই মদ ফেলে দেয়ার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। যেমন-

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুম) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ তালহাকে তাঁর সাথে অমুক অমুককে শারাব পান করাতে রত ছিলাম। ইতোমধ্যে একজন এসে বলে, তোমাদের কাছে কি সংবাদ পৌঁছেনি? তারা বলে, কীসের সংবাদ? প্রত্যুত্তরে সে বলে, মদ হারাম করা হয়েছে। তারা বলে, হে আনাস তুমি শরাবের পাত্র গড়িয়ে দাও। আনাস বলেন, তাঁরা সে লোকটির ঘোষণার পরে কাউকে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি এবং কারো কাছে যাননি।[১১২]

‘আযাবের কথা শুনে মহিলার গহনা দিয়ে যাকাত আদায় : পুরুষরাই কেবল রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর

---

[১০৮] *সহীহুল বুখারী- হা: ১৬।*
[১০৯] *সহীহুল বুখারী- হা: ৬৬৩২।*
[১১০] *উমদাতুল কারী- ২৩/১৬৯।*
[১১১] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুল মাযালিম, রাস্তায় মদ ঢালা, হা: ১১২/৫, ২৪৬৪।*
[১১২] *সহীহুল বুখারী- হা: ৪৬১৭, ৪৩৪১, কিতাবুত তাফসীর, পাঠ, হা: ২৭৭।*

অনুকরণ করেছেন তা নয়; বরং মু'মিন মহিলা যাঁরা রাসূলকে ভালোবেসেছেন তাঁরাও তাঁর আনুগত্য করেছেন। যেমন-

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার কন্যাকে সাথে নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসে, তার কন্যার হাতে ছিল দু'টি সোনার বালা, রাসূল বলেন, তুমি কি এর যাকাত আদায় করো? সে বলেন, না। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সে দু'টি বালার কারণে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জাহান্নামের আগুনের দু'টি বালা পরালে তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট? বর্ণনাকারী বলেন, (এ কথা শুনে) মহিলাটি তার হাত থেকে সে দু'টি খুলে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে দিয়ে বলেন, এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য।[১১৩]

আল্লাহু আকবার! নাবী ভক্তা মু'মিন মহিলারাও বালার যাকাত প্রদানের মধ্যদিয়ে তাঁর আনুগত্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সে দু'টি ছেড়ে দেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে সমর্পণ করেন।

গাধার গোশ্‌ত হারাম ঘোষিত হবার সংবাদ শুনার সাথে সাথে ফুটন্ত পাত্র থেকে তা উলটিয়ে ফেলা : সাহাবাগণের পছন্দনীয় জিনিস নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তাঁরা তা অবিলম্বে বর্জন করেছেন। যেমন-

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুমা) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বলে, গৃহপালিত গাধা খেয়ে ফেলা হলো। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নীরব থাকেন, সে দ্বিতীয় বার এসে বলে, গৃহপালিত গাধা খেয়ে ফেলা হলো, তিনি চুপ থাকেন, সে তৃতীয়বার এসে বলে, গৃহপালিত গাধা শেষ করে দেয়া হলো। এবার তিনি এক ঘোষণাকারীকে লোকের মাঝে ঘোষণা দেয়ার আদেশ দেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে তোমাদেরকে নিষেধ করছেন। এরপর তাঁরা ফুটন্ত হাঁড়ি থেকে তা ফেলে দেন।[১১৪]

[১১৩] *সহীহ সুনান আবূ দাঊদ- হা: ১৫৬৫, ১৫৬৩, কিতাবুয যাকাত পাঠ, "কানয কি?" এবং গহনার যাকাত, হা: ২৯১/১, ১৩৮২, শাইখ আলবানী এটিকে উত্তম বলেছেন।*

[১১৪] *সহীহুল বুখারী- হা: ৪১৯৯।*

নিরাপত্তার জন্য আবূ ক্বাতাদার রাত ব্যাপী পদচারণ : নাবী প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো– আবূ ক্বাতাদাহ্‌। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিরাপত্তার ও শান্তির ব্যাপারে এমন গুরুত্ব দেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তন্দ্রার কারণে সাওয়ারীর পিঠ থেকে পড়ে যাবেন এ আশঙ্কায় তাঁর সাথে সারা রাত পদচারণ করেন, যাতে তিনি নিরাপত্তায় থাকেন।

আবূ ক্বাতাদাহ্‌ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, আগামী কাল তোমরা দিনের শেষ ভাগে ও রাতে পথ অতিক্রম করে পানির কাছে পৌঁছে যাবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। এরপর মানুষ এমনভাবে যেতে থাকে যে, কেউ কারো প্রতি খেয়াল করছে না। আবূ ক্বাতাদাহ্‌ বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাশে ছিলাম, মধ্য রাতে তাঁর তন্দ্রা আসে যার কারণে তিনি বাহনের পিঠে ঝুঁকে যান। এরপর আমি তাঁর কাছে আসি এবং তাঁকে জাগ্রত না করে সোজা করে দিয়েছি, তিনি সোজা হয়ে যান। এরপর তিনি যেতে থাকেন, যখন রাতের সিংহভাগ সময় কেটে যায় তখন পুনরায় ঝুঁকে যান। আমি তাঁকে না জাগিয়ে স্থির করি, তিনি স্থির হয়ে যান। এরপর যেতে থাকেন যখন রাতের শেষ প্রহর হয়ে আসে তখন তিনি ঝুঁকে যান, আর এটি ছিল প্রথম দুই অবস্থার চেয়ে বেশি বা মারাত্মক, মনে হচ্ছিল তিনি পড়েই যাবেন, আমি তাঁর কাছে আসি এবং স্থির করি। এরপর তিনি মাথা তুলে বলেন এ কোন ব্যক্তি? আমি বললাম, আবূ ক্বাতাদাহ্‌। তিনি বললেন, কখন থেকে আমার সাথে এভাবে এসেছ? আমি বললাম, প্রথম রাত থেকে। তিনি বলেন, মহান আল্লাহর নাবীকে হিফাযতের জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হিফাযত করুন।[১১৫]

আবূ দুজানা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য ছিলেন ঢালস্বরূপ : ইমাম ইবনু ইসহাক রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্য এক প্রকৃত প্রেমিকের কথা তাঁর ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন, আবূ দুজানা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য নিজেকে ঢাল বানান। তিনি ঝুঁকে থাকেন এবং তীর তাঁর পিঠে বিঁধতে থাকে, এমন কি তাঁর পিঠে অসংখ্য তীর বিদ্ধ হয়। অন্য

[১১৫] *সহীহ মুসলিম- হা: ১৫৯৪।*

বর্ণনায় রয়েছে– এ অবস্থায় তিনি নড়াচড়াও করেননি। আল্লাহু আকবার! কোন বস্তু আবূ দুজানাকে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য ঢাল হওয়া, ঝুঁকা এবং পিঠে তীর বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নীরবে ধৈর্যধারণ করতে উৎসাহিত করেছে? নিশ্চয় সেটি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য নির্মল ভালোবাসা।[১১৬]

আবূ ত্বালহার বুক রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বুকের জন্য ঢালস্বরূপ : উহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রকৃত প্রেমিককে দেখা যায়, যিনি নিজ বুককে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বুকের সামনে ঢালের ন্যায় রেখেছেন, যাতে শত্রু পক্ষের তীর তাঁর শরীরে বিদ্ধ হয় এবং রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীরে যেন কোনো রূপ আঘাত না হানে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন। হাদীসে এসেছে–

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে যখন কিছু মানুষ নাবীজীকে ছেড়ে পেছনে চলে যায় তখন হাতে ঢাল নিয়ে নিজেই তাঁর সামনে ঢালস্বরূপ দাঁড়িয়ে যান। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) আরো বলেন, আবূ ত্বালহাহ্ বিখ্যাত তীরন্দাজ (তীর নিক্ষেপকারী) ছিলেন। সে দিন তিনি দু'টি অথবা তিনটি কামান ধ্বংস করেন। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) আরো বলেন, কেউ [রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে] তীর নিয়ে বেরিয়ে এলে তিনি তাকে বলছিলেন, তুমি তোমার তীর আবূ ত্বালহাকে দিয়ে দাও। তিনি আরো বলেন যে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মুশরিকদের দেখার জন্য নিজ মাথা তুলছিলেন তখন আবূ ত্বালহাহ্ বলছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি মাথা ওঠাবেন না, এমন না হয় যে মুশরিকদের তীর আপনাকে আঘাত করে। আমার বুক আপনার বুকের জন্য ঢালস্বরূপ।[১১৭]

এগারো জন আনসারী ও ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম)-এর জান কুরবান : উহুদের যুদ্ধে কোনো এক ঘাঁটিতে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন তীর নিক্ষেপে পারদর্শী সাহাবাকে নির্ধারণ করা হয়, তাঁরা সে ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে ভুল করে। যার সুবাদে মক্কার মুশরিকদের কিছু যোদ্ধা খালেদ ইবনু ওয়ালীদের পরিচালনায় পিছন দিক থেকে মুসলিমদের ওপর হামলা চালায়। সে অতর্কিত হামলায় মুসলিমদের এমন দুরাবস্থার সৃষ্টি হয় যে, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কেবল এক জায়গায় বারজন সাহাবা রয়ে যান এবং মুশরিকরা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পৌঁছে যায়, এমতাবস্থায় প্রকৃত নাবীপ্রেমিকজন জীবন কুরবানকারী সাহাবা কীভাবে প্রতিরোধ করেন তা দেখার বিষয়?

ইমাম নাসায়ী'র জাবির (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)-এর পরম্পরায় বর্ণিত হাদীসে এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। যাতে তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণ যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যান এবং রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কেবল ১৩ জন সাহাবা তাঁদের মধ্যে ত্বালহাহ্ ইবনু উবাইদুল্লাহ ছিলেন তখন মুশরিকরা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে যায়। এরপর চোখ ওঠিয়ে বলেন, মুশরিকদের মোকাবিলা করবে কে? ত্বালহাহ্ বলেন, আমি। তিনি বলেন, তুমি নিজ স্থানে থাকো। এরপর আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে, আমি। তিনি বলেন, তুমি? (ঠিক আছে মুশরিকদের মোকাবিলা করো) সে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখেন যে, মুশরিকরা নিজেদের স্থানে সুদৃঢ় রয়েছে। সে জন্য পুনরায় বলেন, মুশরিকদের সাথে কে মোকাবিলা করবে? ত্বালহাহ্ বলেন, আমি। তিনি বলেন, তুমি নিজ স্থানে থাকো। এরপর আনসারদের এক ব্যক্তি বলেন, আমি। তিনি বলেন, তুমি? (ঠিক আছে মুকাবেলা করো) সে ব্যক্তি লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। এভাবে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে থাকেন আর আনসারগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এক এক করে আসেন আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়েন ও শহীদ হতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ত্বালহাহ্ অবশিষ্ট থাকেন। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুনরায় বলেন, মুশরিকদের সাথে কে মোকাবিলা করবে? ত্বালহাহ্ বলেন, আমি। তিনিও এগারোজন আনসারের মতো যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের সময় তাঁর হাতে আঘাত লাগে ও আঙুল কেটে যায়। তখন তিনি বললেন, (হিস)। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তুমি যদি

[১১৬] *আস্ সিরাতুন নাব্বীয়াহ, ইবনু হিশাম- ৩/৩০, তারিখুল ইসলাম যাহাবী- ১৭৪-১৭৫।*

[১১৭] *সহীহুল বুখারী- হা: ৪০৬৪।*

(হিসের পরিবর্তে) বিস্‌মিল্লা-হ বলতে তাহলে ফেরেশ্‌তাগণ লোকের মাঝখান থেকে তোমাকে উঠিয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হতেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ফিরিয়ে দেন।[১১৮]

আল্লাহু আকবার! রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রকৃত প্রেমে এগারোটি জীবন কুরবান হয়, এরপর বারো নম্বর জীবনও এগিয়ে আসে ও কুরবান হয়ে যায়। এটি সহজ ব্যাপার ছিল না; বরং তাঁর (তালহার) একাকী লড়াই এবং শাহাদাতবরণ, এগারো জন আনসারের সমতুল্য ছিল। তাঁর হাত রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিরক্ষার জন্য শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ইমাম বুখারী ক্বাইস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর সে হাত দেখেছি, যা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিরক্ষার জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিরক্ষার জন্য কেবল তাঁর হাত বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তাই নয়; বরং তাঁর সমস্ত শরীর ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর শরীরে কম-বেশি সত্তর জায়গায় আঘাত লেগে ছিল। ইমাম আবূ দাউদ তায়ালিসী আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর পরাম্পরায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তাঁর লাশটি একটি খালে পড়ে আছে। শরীরে ছিল কম-বেশি তীর-তলোয়ারের সত্তরটি আঘাতের দাগ।[১১৯]

'উমার ফারুকের রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাশে কবরস্থ হবার আশা : রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রকৃত প্রেমিক আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) এ দুনিয়া ছেড়ে চিরতরে বিদায় নিচ্ছেন, এ সময় তাঁর সবচেয়ে বড় আশা হচ্ছে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাশে ক্বরস্থ হওয়া। এটি ইমাম বুখারী এভাবে বর্ণনা করেছেন–

'আম্‌র ইবনু মাইমুন কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-কে বলতে দেখেছি, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বলেন, তুমি মু'মিন জননী 'আয়িশাহ্'র কাছে গিয়ে বলো 'উমার আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং (আমীরুল মু'মিনীন বলবে না। কারণ আমি আজ মু'মিনীনদের আমীর নই।) বলো, তিনি নিজ সঙ্গীদ্বয়ের পাশে ক্বরস্থ হবার জন্য আপনার অনুমতি কামনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার তাঁর ওপর সালাম দিয়ে অনুমতি চেয়ে 'আয়িশাহ্'র কাছে যান, (তখন তিনি বসে বসে কান্না করছিলেন। তিনি তাঁকে বলেন, 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের নিকট দাফন হবার জন্য অনুমতি চাচ্ছেন) প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, এ স্থানটি আমি নিজের জন্য রেখেছিলাম, কিন্তু আজ আমি তাঁকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছি। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন বলা হয়, এ তো 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ফিরে এসেছেন। এরপর তিনি বলেন (আমাকে ওঠাও এক ব্যক্তি তাঁকে নিজের ওপর হেলান দিয়ে বসান। এরপর বলেন,) তোমার কাছে কী (সংবাদ) আছে? তিনি বলেন, তিনি ('আয়িশাহ্) আপনার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। ('উমার আল-হামদুলিল্লা বলার পর বলেন) সে স্থানটির চেয়ে আমার কাছে আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তখন আমাকে তাঁর ('আয়িশাহ্'র) কাছে নিয়ে যাবে এবং অনুমতি চাইবে যদি অনুমতি দেন তাহলে আমাকে সেখানে দাফন করবে অথবা মুসলিমগণের কবরস্থানে দাফন করবে।[১২০]

জান্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গী হওয়ার জন্য আবেদন : আরো একজন প্রকৃত নাবীপ্রেমিক রাবী'আহ্ ইবনু ক্বা'ব আল-আসলামীকে আবেদন করার সুযোগ দেয়া হলে তাঁর আবেদন কী ছিল? ইমাম মুসলিম তাঁর আবেদনের কথা তাঁর ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন–

রাবী'আহ্ ইবনু ক্বা'ব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুম) হতে বর্ণিত, আমি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে রাত কাটাতাম। (একদিন) তাঁর কাছে ওযূর পানি এবং প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে উপস্থিত হলাম। এরপর তিনি আমাকে বলেন, তুমি কিছু চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু? আমি বললাম, এটাই। তিনি বললেন, (এ আশা পূরণের জন্য) বেশি বেশি সাজদাহ্ করে আমাকে সহযোগিতা করো।[১২১] ###

[১১৮] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা: ৩১৪৯।*
[১১৯] *মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসী।*
[১২০] *সহীহুল বুখারী- হা: ১৩৯২।*
[১২১] *সহীহ মুসলিম- হা: ১১২২।*

قصص الحديث \ Kvmvm j nv`xm

ইব্‌রা-হীম (‘আলাইহিস্ সালাম) কর্তৃক কা‘বাঘর নির্মাণের ঘটনা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্ত্রীজাতি সর্বপ্রথম ইসমা‘ঈল (‘আলাইহিস্ সালাম)-এর মায়ের (হাজেরা) থেকেই কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে। হাজেরা সারা থেকে আপন মর্যাদা গোপন করার লক্ষ্যেই কোমরবন্ধ লাগাতেন। অতঃপর (উভয়ের মনোমালিন্য চরমে পৌঁছলে মহান আল্লাহর আদেশে) ইব্‌রা-হীম (‘আলাইহিস্ সালাম) হাজেরা ও তাঁর শিশুপুত্র ইসমা‘ঈলকে সঙ্গে নিয়ে (নির্বাসন দানের জন্য) বের হলেন। রাস্তায় হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইব্‌রা-হীম (‘আলাইহিস্ সালাম) তাদের উভয়কে নিয়ে যেখানে কা‘বা ঘর অবস্থিত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মাসজিদের উঁচু স্থানে যমযমের উপরিভাগে এক বিরাট বৃক্ষতলে তাদেরকে রেখে আসলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন জনগোষ্ঠী, না ছিল পানির কোনরূপ ব্যবস্থা। অতঃপর সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইব্‌রা-হীম (‘আলাইহিস্ সালাম) নিজ ঘর অভিমুখে ফিরে চললেন। ইসমা‘ঈলের মাতা (হাজেরা) তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে আসলেন এবং জোর গলায় বলতে লাগলেন, হে ইব্‌রা-হীম! কোথায় চলে যাচ্ছ? আর আমাদেরকে রেখে যাচ্ছ এমন এক স্থানে, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী না আছে আহারের কোন জিনিস। তিনি বার বার একথা বলতে লাগলেন। কিন্তু ইব্‌রা-হীম (‘আলাইহিস্ সালাম) সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা তাঁকে বললেন, (এ নির্বাসন)-এর আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ তা‘আলা দিয়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। ইব্‌রা-হীমও পেছনের দিকে ফিরে না চেয়ে সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী সন্তান আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না, তখন তিনি কা‘বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু’হাত তুলে এ প্রার্থনা করলেন : “হে আমাদের রব! তোমার পবিত্র ঘরের নিকটে এমন এক ময়দানে আমার সন্তান ও পরিজনের বসতি স্থাপন করে যাচ্ছি, যা ফসলের অনুপযোগী (এবং জনশূন্য মরুভূমি)। হে প্রভু! লক্ষ্য এই তারা নামায (নামায) কায়েম করবে। অতএব তুমি লোকদের মনকে এদিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং (হে আল্লাহ) প্রচুর ফলফলাদি দিয়ে এদের খাবারের ব্যবস্থা করে দাও। যাতে করে তারা (তোমার নি‘আমাতের) শুকরিয়া আদায় করতে পারে।”

[অতঃপর ইব্‌রা-হীম (‘আলাইহিস্ সালাম) চলে গেলেন] তখন ইসমা‘ঈলের মাতা ইসমা‘ঈলকে (নিজের বুকের) দুধ খাওয়াতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও পিপাসার্ত হলেন এবং (এ কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশু পুত্রটিও পিপাসায় দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি তাকিয়ে দেখেন, (পিপাসায়) শিশুর বুক ধড়ফড় করছে কিংবা বলেছেন, সে মাটিতে ছটফট্ করছে। শিশু পুত্রের এ করুণ অবস্থার দিকে তাকানো তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থানের কাছাকাছি পর্বত ‘সাফা’-কেই একমাত্র নিকটতম পর্বত হিসেবে পেলেন, অতঃপর তিনি এর উপর উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ময়দানের দিকে মুখ করলেন, এদিক সেদিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন, কাউকে দেখা যায় কি-না। কিন্তু না কাউকে তিনি দেখলেন না। তখন তাড়াতাড়ি সাফা পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। যখন তিনি নীচু ময়দানে পৌঁছলেন তখন আপন কামীসের এক দিক তুলে একজন দুর্বল লোকের মতো দৌড়ে চললেন। শেষে ময়দান অতিক্রম করলেন, মারওয়া পাহাড়ের কাছে এসে গেলেন এবং তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর চারদিকে নজর করলেন, কাউকে দেখতে পান কি-না। কিন্তু কাউকে দেখলেন না। (মানুষের খোঁজে) তিনি (পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে) অনুরূপভাবে সাতবার (দৌড়াদৌড়ি) করলেন।

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্‌হুমা) বর্ণনা করেন। নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এজন্যেই হাজ্জের সময় মানুষ এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে (সাতবার) সা‘ঈ বা দৌড়াদৌড়ি করে (এবং এটা হাজ্জের একটি অংশ)।

অতঃপর যখন তিনি (শেষবার) মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, একটি শব্দ শুনলেন। তখন নিজেকেই নিজে বললেন, একটু ধৈর্য ধরো (মনোযোগ দিয়ে শুনো)। তিনি (একাগ্রতার সাথে ঐ শব্দের দিকে) কান দিলেন। আবারও শব্দ শুনলেন। তখন বললেন, তোমার শব্দ তো শুনছি। যদি তোমার নিকট সাহায্য করার কোন কিছু থাকে তবে আমায় সাহায্য করো। হঠাৎ তিনি, যম্‌যম্ যেখানে অবস্থিত সেখানে একজন ফেরেশ্‌তাকে দেখতে পেলেন। সে ফেরেশ্‌তা আপন পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করলেন। কিংবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত হানলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি উপছে উঠতে লাগল।

★ *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা। লেখক- জেলা : বগুড়া।*

হাজেরা-এর চতুর্দিকে আপন হাতে বাঁধ দিয়ে তাকে হাউযের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপচে উঠছিল।

ইবনু 'আব্বাস বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইসমা'ঈলের মাতাকে রহম করুন, যদি তিনি যমযমকে বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে ছেড়ে দিতেন, কিংবা তিনি বলেছেন, যদি তিনি অঞ্জলি ভরে ভরে পানি (মশকে) না ভরতেন, তাহলে যমযম (কূপ না হয়ে) হত একটি প্রবহমান ঝরণা।

বর্ণনাকরী বলেন, অতঃপর হাজেরা ('আলাইহিস্ সালাম) পানি পান করলেন এবং শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশ্তা তাঁকে বললেন, ধ্বংসের কোন ভয় আপনি করবেন না। কেননা এখানেই মহান আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশু তার পিতার সঙ্গে মিলে এটি পুনঃনির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিজনকে কখনো ক্ষতি করেন না। ঐ সময় (বাইতুল্লাহ) মহান আল্লাহর ঘরের পরিত্যক্ত জায়গাটি মাটি থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যার পানি আসত এবং তার ডান বাম থেকে ভেঙ্গে নিয়ে যেত।

হাজেরা ('আলাইহিস্ সালাম) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত (ইয়ামান দেশীয়) 'জুরহুম' সম্প্রদায়ের একদল লোক তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে গেল। কিংবা তিনি বলেছেন, 'জুরহুম' সম্প্রদায়ের কিছু লোক 'কাদা'-র রাস্তায় (এদিকে) আসছিল। তারা মক্কার নীচু জমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল কতগুলো পাখী চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখীগুলো পানির উপরই ঘুরছে। অথচ আমরা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি; কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। অতঃপর তারা একজন বা দু'জন ব্যক্তি (সেখানে) পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির সংবাদ দিলো। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে এগিয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, ইসমা'ঈলের মাতা পানির কাছে বসা ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী জায়গায় বসবাস করতে চাই; আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ! তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ বলে স্বীকার করল। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এ ঘটনা ইসমা'ঈলের মাতার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিলো এবং তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করছিলেন। অতঃপর আগন্তুক দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং পরিবার পরিজনের কাছেও খবর পাঠাল। তারাও এসে এদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি গড়ে উঠল। ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) ও (আস্তে আস্তে) বড় হলেন। তাদের থেকে (তাদের ভাষা) আরবী শিখলেন। যুবক হলে তিনি তাদের অধিক প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলেন, তখন তারা তাদেরই এক কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দিলো। বিয়ের পর ইসমা'ঈলের মাতা [হাজেরা ('আলাইহিস্ সালাম)] মৃত্যুবরণ করলেন।

ইসমা'ঈলের বিয়ের পর ইব্রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) তাঁর ফেলে যাওয়া স্বজনদেরকে দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু (এসে) ইসমা'ঈলকে পেলেন না। পরে তাঁর স্ত্রীর নিকট তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। পুনরায় তিনি পুত্রবধূকে তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। পুত্রবধূ বলল, আমরা অতিশয় দুরবস্থা, টানাটানি এবং ভীষণ কষ্টে আছি। সে ইব্রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম)-এর নিকট (তাদের দুর্দশার) অভিযোগ করল। তিনি (পুত্রবধূকে) বললেন, তোমার স্বামী (বাড়ি) আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়।

ইসমা'ঈল যখন (বাড়ি) আসলেন, তখন তিনি [ইব্রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) এর আগমন সম্পর্কে] একটা কিছু আভাস পেলেন। (স্ত্রীকে) বললেন, তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিলেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ! এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন। আপনার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাকে (আপনার) সংবাদ জানালাম। তিনি পুনরায় আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমরা অত্যন্ত কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমা'ঈল বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন ওয়াসীয়াত করে গেছেন? স্ত্রী উত্তর দিলো, হ্যাঁ! তিনি আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন, যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি বলে গেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং তিনি আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন, যেন তোমাকে আমি আলাদা করে দেই। সুতরাং তুমি তোমার (পিত্রালয়ে) আপন লোকদের নিকট চলে যাও। (এ বলে) ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং জুরহুম সম্প্রদায়ের অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যতদিন চাইলেন, ইব্রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) তদ্দিন এদের থেকে দূরে রইলেন। পরে আবার দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারো ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম)-কে পেলেন না। তিনি পুত্রবধূর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাকে ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী জানালেন, তিনি আমাদের খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। ইব্রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তার নিকট তাদের

জীবনযাত্রা ও সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন। পুত্রবধূ জবাব দিলেন, আমরা ভাল অবস্থা ও সচ্ছলতার মধ্যেই আছি। (এ বলে) তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাবার কি? পুত্রবধূ উত্তরে বললেন, গোশ্‌ত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি? তিনি জবাব দিলেন, পানি। ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) প্রার্থনা করলেন : "আয় আল্লাহ! তাদের গোশ্‌ত ও পানিতে বরকত দান করো।"

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ওই সময় তাদের (সেখানে) খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত না। যদি হত, ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) সে সম্পর্কেও তাঁদের জন্য দু'আ করতেন।

বর্ণনাকারী বলেন, কোন লোকই মক্কা ব্যতীত অন্য কোথাও শুধু গোশ্‌ত এবং পানি দ্বারা জীবন নির্বাহ করতে পারে না। কারণ, শুধু গোশ্‌ত ও পানি (সব সময়) তার প্রকৃতির অনুকূল হতে পারে না।

ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) (আলাপ শেষে) পুত্রবধূকে বললেন, তোমার স্বামী যখন আসবে, তখন তাকে আমার সালাম বলবে এবং তাঁকে (আমার পক্ষ থেকে) হুকুম করবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।

অতঃপর ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) যখন (বাড়ি) আসলেন, (স্ত্রীকে) বললেন, তোমাদের কাছে কেউ এসেছিলেন কি? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ এসেছিলেন। স্ত্রী তাঁর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তাঁকে (আপনার) সংবাদ দিয়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে আমাদের জীবন-যাপন সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমরা ভাল অবস্থায় আছি। ইসমা'ঈল জানতে চাইলেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন ব্যাপারে আদেশ দিয়ে গেছেন? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে সালাম বলেছেন আর আদেশ দিয়ে গেছেন, যেন আপনি আপনার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখেন। ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, ইনিই আমার আব্বাজান। আর তুমি হলে চৌকাঠ। তোমাকে (স্ত্রী হিসেবে) বহাল রাখার আদেশ আমাকে দিয়ে গেছেন।

আবার ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) মহান আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুদিন এদের থেকে দূরে রইলেন। এরপর আবার তাদের নিকট আসলেন। (এসে দেখলেন) ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) যম্‌যমের নিকটস্থ একটি গাছের নীচে বসে নিজের তীর মেরামত করছেন। পিতাকে যখন (আসতে) দেখলেন, দাঁড়িয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন। অতঃপর একজন পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে দেখা হলে যা করে তারা তা-ই করলেন। তারপর ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, হে ইসমা'ঈল! আল্লাহ তা'আলা আমাকে একটি কাজের আদেশ করেছেন। ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) উত্তর দিলেন, আপনার রব আপনাকে যা হুকুম করেছেন, তা করে সমাপ্ত করুন। ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, হ্যাঁ; নিশ্চয়ই আমি আপনার সাহায্য করব। ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এখানে একটি ঘর বানাবার আদেশ দিয়েছেন। (এ বলে) তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইঙ্গিত করলেন (এবং জায়গাটি দেখালেন)। তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের প্রাচীর উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) পাথর যোগান দিতেন এবং ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) গাঁথুনী করতেন। যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) মাকামে ইব্‌রা-হীম নামক মশহুর পাথরটি আনলেন এবং ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম)-এর জন্য তা (যথাস্থানে) রাখলেন। ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম)-এর উপর দাঁড়িয়ে ইমারত তৈরী করতে লাগলেন এবং ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) তাঁকে পাথর যোগান দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ প্রার্থনা করতে থাকলেন, "হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (এ কাজটুকু) কবুল করুন! নিশ্চয়ই আপনি (সবকিছু) শুনেন ও জানেন।"

আবার তাঁরা উভয়ে ইমারত তৈরী করতে লাগলেন। তাঁরা কা'বা ঘরের চারদিকে ঘুরছিলেন এবং উভয়ে এ দু'আ করছিলেন :

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾

"হে আমাদের রব! আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সব শুনেন ও জানেন"[১২২]।[১২৩]

শিক্ষা :

১. শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই প্রয়োজনে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করা যায়। যেমনটি ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) করেছিলেন।

২. সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ও তার উপরেই ভরসা করতে হবে।

৩. প্রত্যেক ঈমানদার নারীদেরকে হাজেরার মতো ধৈর্যশীলা ও ঈমানের প্রতি অবিচল থাকতে হবে।

৪. সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের জন্য দু'আ করা। ###

---

[১২২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৭।*
[১২৩] *বুখারী- হা: ৩৩৬৪, ই: ফা: বাং, হা: ৩১২২, আ: প্র:, হা: ৩১১৪।*

التاريخ و التراث \ BwZnvm HwZn¨

মিন্দানাওয়ের স্বায়ত্তশাসন শতাব্দীর অন্যতম সেরা সাফল্য

-তানযীল আহমাদ★

[১ম পর্ব]

এশিয়ার একমাত্র খ্রিস্টান দেশ ফিলিপাইন। ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত মুসলিম অধ্যুষিত এক রক্তাক্ত জনপদের নাম মিন্দানাও দ্বীপ। গত পঞ্চাশ বছর ধরে শাসক গোষ্ঠির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে টিকে আছে এই জনপদের লোকেরা। সেনাবাহিনীর গুলিতে ঝাঝরা হয়ে গেছে মিন্দানাওয়ের মুসলিম যুবকদের দেহ। হাজারো মায়ের কোল খালি হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে। শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি কিংবা অর্থনীতিতে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে মিন্দানাওয়ের মুসলমানদের। হরণ হয়েছে বাক স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, ব্যাহত হয়েছে মৌলিক অধিকার। গত পঞ্চাশ বছরে একটিবারের জন্যও স্বাধীনতার সোনালী সূর্য উদিত হয়নি মিন্দানাওয়ের আকাশে। বিজয়ের হাসি হাসতে পারেনি মিন্দানাওয়ের মুসলিম যুবকরা। ভয় আর শংকায় প্রতিটি প্রহর কেটেছে সেখানকার আবাল বৃদ্ধ বণিতার। সকলের নিজ ভূখণ্ডে স্বাধীনতার ঘুড়ি উড়ানোর স্বপ্ন যেন কোনভাবেই দিনের আলোর মুখ দেখছিলো না।

মূলতঃ ইসলামী খিলাফত বিলুপ্তীর (১৯২৪, ৩ মার্চ) পরই পরিকল্পিতভাবে অমুসলিম শক্তি মুসলিম নিধনে ময়দানে নামে। ফলে আমরা দেখতে পাই ১৯২৪ এর পর ১৯৪৮ সালে ইহূদী সন্ত্রাসীরা অবৈধভাবে ইসরাঈল দখল করে। এখন পর্যন্ত আনুমানিক ১৯ লাখ মুসলমানকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে ইহূদীদের হাতে। উদ্বাস্তু হয়েছে প্রায় ৫০ লাখ মুসলমান। ইটালি লিবিয়া আক্রমন করলে প্রায় পাঁচ লাখ মুসলমান নিহত হয়। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে ভারত, পাকিস্তান আলাদা হওয়ার প্রাক্কালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় প্রায় ১ কোটির মতো মুসলমান শহীদ হয়। চেচনিয়ায় শহীদ হয় পাঁচ লাখ। বসনিয়ায় ১০ লাখ। আরাকানে ১৫ লাখেরও বেশি। রাশিয়া-আমেরিকা মিলে আফগানিস্তানে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ লাখ মুসলমানকে হত্যা করেছে। ইরাকে করেছে ১৫ লাখ, চীনায় মুসলিম অধ্যুষিত জিনজিয়ানে ১৫ লাখেরও বেশি মুসলমানকে হত্যা করেছে। ফিলিপাইনের খ্রিস্টান সেনাবাহিনী সরকারের মদদে মিন্দানাওয়ের ৫ লাখেরও বেশি মুসলমানকে শহীদ করেছে। আফ্রিকায় এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ লাখ মুসলমানকে ত্রাণ নিতে হয়েছে খ্রিস্টান অপশক্তির হাতে। কাশ্মীরে মুসলমানদের নিহতের সংখ্যা প্রায় ৫ লাখ। ভারতেও হিন্দু সন্ত্রাসীরা এ পর্যন্ত প্রায় ১০ লাখ মুসলমানকে হত্যা করেছে। মধ্য এশিয়া, ইয়েমেন, লেবানন ও ইউরোপে এই নিহতের সংখ্যা ১০ লাখের কম নয়। সিরিয়ার নরপিশাচ বাশার আল-আসাদের বাহিনী আর আমেরিকা ও রাশিয়ার বাহিনী মিলে ৭ লাখেরও বেশি মুসলমানদের শহীদ করেছে। উদ্বাস্তু করেছে অগণিত বানী আদামকে। সম্প্রতি আসামের ৪০ লক্ষ মুসলমানকে সে দেশের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার অবৈধ বিদেশী বলে ঘোষণা করেছে। খিলাফত বিলুপ্তীর এই ৯৪ বছরে মুসলিমদের নিহতের সংখ্যা হলো প্রায় আড়াই কোটি।

উপরন্তু আমরা হারিয়েছি হায়দারাবাদ নামক স্বাধীন রাষ্টটি হিন্দুদের নিকট, আরাকান বৌদ্ধদের নিকট, জিনজিয়ান (পূর্ব তুর্কমেনিস্তান) চীনা কমিউনিষ্টদের নিকট, ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি ইহূদী দখলদারদের নিকট, মিন্দানাও, পূর্ব তিমুর সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টানদের নিকট।

অপরদিকে আমরা বিকিয়েছি আমাদের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্রবোধ, গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস। হারিয়েছি আমাদের সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, বিজ্ঞানাগার, ল্যাবরেটরী, সেই সাথে শক্তিমত্তা ও সাহস। বিকৃত হয়েছে আমাদের সৃজনশীলতা, বিপর্যস্ত হয়েছে নৈতিকতা। অথচ এই খিলাফত বিলুপ্তীর আগমুহূর্ত পর্যন্ত আরব সাগর ও লোহিত সাগরের বুকে মুসলমানদের নৌবহর দেখে গোটা ইউরোপ ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠত। ইসলামের যে দেদিপ্যমান সূর্য ইউরোপের দানিয়ুব থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়ার জাইহুন ও সাইহুন নদীর দুকূল বিস্তৃবতি করে আরবের দজলা ফেরাতকে সিক্ত সিঞ্চীত করে সিন্ধু হয়ে হোয়ার হোর পানিতেও ভাসমান ছিল, সে সূর্য আজ অস্তাচলে। হেরা গুহার যে ওয়াহীর রওশন আন্দিজ ও

★ *কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক- জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

আঞ্জস পর্বতমালাকে আলোকিত করে অন্ধকার আফ্রিকা ও ইউরোপে আলোর ঝর্ণার সৃষ্টি করেছিল সেই ইসলামের সন্তানরা আজ অন্ধকারে আলোর দিশা খুঁজে ফিরছে।

আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রায় আড়াই কোটি ভাইকে।
আমরা হারিয়েছি পৃথিবীর বিস্তীর্ণ মুসলিম অঞ্চলসমূহকে।
আমরা হারিয়েছি আমাদের শক্তি ও প্রেরণার উৎসকে।
আমরা হারিয়েছি আমাদের ঐক্য ও সংহতিকে।
আমরা হারিয়েছি আমাদের গৌরবগাঁথা পৌরুষকে। আমাদের বীরত্বগাঁথা বিজয়মালাকে।
কালিমাহ খচিত হেলালী নিশানকে।
বিনিময়ে পেয়েছি–
পরাধীনতার শিকল।
অনৈক্যের কুফল।
খণ্ডিত ও উচ্ছিষ্ট কিছু ভূখণ্ডকে।
পেয়েছি কাঁটাতারের বেড়া। পেয়েছি ক্ষুধা ও দারিদ্রতা।
পেয়েছি অপসংস্কৃতির ভয়াল গ্রাসে নিপতিত হয়ে দিক্বিদিগশূণ্য উচ্ছৃংখল তরুণ সমাজকে।
ভীতি, শংকা ও কাপুরুষতাকে।

এতকিছু হারানোর পরেও পরাজয়ের ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে বিজয়ের মহামন্ত্র শুনায় যারা, তারাই প্রকৃত বীর, মহাবীর, মহানায়ক। নিজ কওমের জন্য, নিজ ধর্মের জন্য যারা দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বিজয়ের শেষ হাসি হাসতে চায় তারাই জগতে অবিস্মরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে থাকে। এরাই মিন্দানাওয়ের স্বাধীনতার জন্য লড়াকু জানবাজ, মহাপুরুষ, মহাবিপ্লবী।

আসুন! জেনে নেই আজকের মিন্দানাওয়ের স্বায়ত্তশাষন লাভের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার সুদীর্ঘ ইতিহাস।

ফিলিপাইন পরিচিতি : এশিয়ার একমাত্র খ্রিস্টান দেশ ফিলিপাইন। ৭১০৬টি ছোট-বড় দ্বীপ নিয়ে ফিলিপাইন গঠিত। এর উত্তরে তাইওয়ান, দক্ষিণে চীন সাগর। মোট আয়তন ২,৯৯,৭৬৪ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি। রাজধানী ম্যানিলা। রাষ্ট্রীয় ভাষা ফিলিপিনো ও ইংরেজী। প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুদার্তে। যিনি মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বিশ্বব্যাপী আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছেন।

ফিলিপাইনে ইসলাম : ফিলিপাইনে ইসলাম ধর্মের ইতিহাস অনেক প্রাচিন; ইসলাম ফিলিপাইনের সবচেয়ে প্রাচীন একেশ্বরবাদী ধর্ম। পারস্য উপসাগর, দক্ষিণ ভারত এবং অন্যান্য মুসলিম সালতানাত থেকে আগত মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে ১৪শ শতকে ফিলিপাইনে ইসলামের আগমন ঘটে।

সর্বপ্রথম মালয় দ্বীপপুঞ্জে তাদের আগমন ঘটে। ফিলিপাইনে “দি ন্যাশনাল মুসলিম অব কমিশন”-এর হিসেব অনুসারে, বর্তমানে সেখানে মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার ১১%।

১৩৫০ সালে চীন থেকে করিম আল-মাখদুম নামক আরব বণিক সর্বপ্রথম ফিলিপাইনের সুলু এবং জুলু দ্বীপপুঞ্জে আগমন করেন এবং সেখানে বাণিজ্যের সাথে সাথে ইসলামকে ছড়িয়ে দেন। তারপরে সুলু দ্বীপে আগমন করেন আবূ বক্র শরীফ মুহাম্মাদ ইবনু আলী। তিনিও আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলে অনেক মাসজিদ নির্মাণ করেন। সেখানকার মুসলিম সুলতান ব্যাগুইনদা তার মেয়ের সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে সেই অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। হিজরী তৃতীয় শতক ছিল মুসলিম বাণিজ্যিকদের স্বর্ণযুগ। মিশর থেকে ভারত, চীন, মালয়েশিয়ায় মুসলিম বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন সাগরের উপকূলে গড়ে উঠেছিল মুসলিম কলোনি। মুসলিম বণিকরা এসব অঞ্চলের স্থানীয় নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিল। স্থানীয় জনগণের মাঝে ইসলামের দা‘ওয়াত পৌঁছে দিয়ে পুরো জনপদকেই মুসলিম জনপদে পরিণত করেছিল। ফলে, এতদাঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল উল্লেখযোগ্য আকারে।

অন্যদিকে ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাতারদের হাতে ইসলামী খিলাফতের রাজধানী বাগদাদের পতনের পর অনেক মুসলমান ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দ্বীপাঞ্চলে হিজরাত করেন।

এভাবে দেখা যায়, মালাউ, সুমাত্রা, জাভা, ব্রুনাই, আজরা ও মালয়েশিয়ায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারতা নতুন মাত্রা লাভ করে। এমনকি হিজরী ৭ম শতকের শেষের দিকে সুমাত্রা দ্বীপ পুরোটাই ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত হয়। জাভা থেকে অনেক মুসলিম ছাত্র সুমাত্রা দ্বীপে এসে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করার পর নিজ ভূখণ্ডে ফিরে গিয়ে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করতে থাকেন। এভাবে দেখা যায়, জাভা, সুমাত্রা ও

মালয়েশিয়া থেকে ধর্ম প্রচারকগণ ফিলিপাইনে হিজরাত করে ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ফলে খুব দ্রুত সময়ে ফিলিপাইনে ইসলাম ধর্মের প্রচার হতে থাকে।

১৩৯০ সালে মিয়াংকাবাউ রাজবংশের রাজা ব্যাগুইনদা এবং তার অনুসারীরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। মিন্দানাওয়ের সিমুনুল এ দেশে ১৪শ শতকে প্রতিষ্ঠিত শেখ করিম আল-মাখদুম মাসজিদটি ফিলিপাইনের প্রথম মাসজিদ। পরবর্তীকালে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ভ্রমনকারী আরব বণিকদের ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ইসলাম আরো শক্তিশালী হয়। পাশাপাশি চীন, ভারত ও পারস্য থেকে আগত মুসলিম 'আলেমদের মাধ্যমেও ইসলাম শক্তিশালী হয়। তৎকালীন ফিলিপাইনের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম প্রদেশগুলো হলো– মাগুইন্দানাও সালতান্যত, সুলু সালতানাত, লানাও সালতানাত এবং দক্ষিণ ফিলিপাইনের অন্যান্য অংশ। ফিলিপাইন তখন তিনটি মুসলিম সালতানাতে বিভক্ত ছিল। "ম্যানিলা"ও ছিল একটি। ম্যানিলার সর্বশেষ মুসলিম শাসকের নাম সোলায়মান, বর্তমান ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার নাম ছিল 'মিরদিকাই'। এই 'মিরদিকাই'কে পরিবর্তন করে বানানো হয় ম্যানিলা। মুসলিম শাসক সোলায়মানের আমলে দলে দলে স্পেনীয় বণিকরা ম্যানিলায় আসতে থাকে। স্পেনীয় বণিকদের সাথে সাথে প্রশান্ত মহাসাগরে স্পেনের নৌবহরও নোঙ্গর ফেলে। পরবর্তীকালে সুলতান সোলায়মানের সাথে স্পেনীয়দের যুদ্ধ শুরু হয়। ১৫৭১ সালের এই যুদ্ধে স্পেনীয়দের কাছে সুলতান সোলায়মান পরাজিত হলে স্পেনীয়রা ম্যানিলা ও পার্শ্ববর্তী সুলু ও মাগিনদানিউ সালতনাতও কুক্ষিগত করে। কেউ কেউ এ ঘটনাটি ১৫৬৫ সালে ঘটে বলে উল্লেখ করেন। তবে ১৫৬৫ সাল সঠিক নয়। সঠিক হলো ১৫৭১ সাল। দখলকৃত এ অঞ্চলকে তারা তৎকালীন স্পেনের রাজা ফিলিপ দ্বিতীয়ের নামানুসারে নামকরণ করে ফিলিপাইন।

পরবর্তীকালে ১৮৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধে স্পেনীয়রা পরাজিত হয়। এরপর ফিলিপাইনের শাসনক্ষমতা চলে যায় মার্কিনীদের হাতে।

বর্তমান ফিলিপিনোদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ছিল ফিলিপাইন।

ফিলিপাইনের রাজনৈতিক এই ইতিহাস আমাদের বলে দিচ্ছে– এক সময় ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাসহ উল্লেখযোগ্য শহরসমূহ মুসলিম সালতানাতের অধীনে ছিল। অতঃপর, মুসলিম জাহানের এক সময়ের গৌরবরজ্জ্বল জনপদ, ইসলামী খিলাফাতের রাজমুকুট আন্দালুস তথা স্পেনের মুসলমানদের যে ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিল স্পেনীয় খ্রিস্টানদের হাতে, একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল ফিলিপাইনের মুসলমানদের– সেই স্পেনীয়দের হাতেই। স্পেনীয়, মার্কিন শাসকগোষ্ঠি আর আধুনিক অমুসলিম ফিলিপিনোর হাতে চরম নির্যাতনের শিকার হতে শুরু করে সেখানকার মুসলিমরা। তাদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়, নিজ এলাকা থেকে বিতাড়িত করা হয়। এভাবে ষড়যন্ত্র, অপকৌশল ও নির্যাতনের মুখে এক সময়ের প্রভাব বিস্তারকারী মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠিতে পরিণত করা হয়।

স্পেনীয় আমলে ফিলিপাইনের মুসলমান : ১৫৭১ সালের যুদ্ধে স্পেনীয়দের নিকট সুলতান সোলায়মান পরাজিত হন। এরপর মুসলমানদের উপর গণনির্যাতন চালানো হয়। ইতিমধ্যে ৯২৮ হিজরীতে ব্রুনাইয়ে ইসলামী সালতানাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলাম সেখানে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি সেখান থেকেই স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের মুসলমানদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের দিকে ইসলামী কেন্দ্রসমূহ যেমন মিসর, হিন্দুস্তান ইত্যাদি অঞ্চল থেকে জাভাসহ অন্যান্য অঞ্চলে সহযোগিতা আসতে থাকে। এমনকি মিশর থেকে মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য জাভায় আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত আসে। ফলে সেখানে ইসলাম ও মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অপরদিকে, তৎকালীন সময়ে জাভা হয়ে ওঠে সেই অঞ্চলের মুসলমানদের বাণিজ্যকেন্দ্র। একইসাথে জাভা, সুমাত্রা, মালাক্কা, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনের মুসলমানদের হাজ্জ পালনের জন্য নৌবন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে, ১৫৭১ সালে ম্যানিলার রাজা সোলায়মানকে পরাজিত ও শহীদ করে ম্যানিলার শাসনভার কুক্ষিগত করলে ফিলিপাইনের দক্ষিণের দ্বীপাঞ্চলগুলোতেও ইসলাম প্রচারে ব্যাঘাত ঘটে।

একজন স্পেনীয় লেখক লিখেছেন : স্পেনীয় সৈন্যবাহিনী ম্যানিলার প্রবেশদ্বার সান্তিয়াগুতে (বর্তমান নাম) পৌঁছলে দেখতে পান যে, সেখানকার অনেকগুলো এলাকাতে নিয়ন্ত্রণ করেন সুলতান সোলায়মান এর ভাই রাজা

মাতান্দা। অতঃপর তাদের মাঝে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ১৫৬৫ সালেই ফিলিপাইনে আগত স্পেনীয় বাহিনীর প্রধান লুকাসেবী রাজা ফিলিপ দ্বিতীয়ের নিকট থেকে এই মর্মে অনুমতি লাভ করেন যে, সে ম্যনিলার শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে সেখানকার মুসলমানদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারবে। ফলে দেখা যায়, ১৫৭৮ সাথে মিন্দানাও ও সুলুর অনেক মাসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়। নতুন মাসজিদ নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

উপায়ান্তর না দেখে, মিন্দানাও ও সুলুর মুসলমান প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ব্রুনাই থেকে তাদের সহযোগিতা আসতে থাকে। ১৫৭৮ সালে ম্যানিলার স্পেনীয় শাসক ফ্রান্সিসকো সুলতান সাইফুর রিজালকে পত্রে জানান, যেন তিনি তার দেশ থেকে কোন সহযোগিতা না পাঠান। পত্র পাঠে সুলতান প্রচণ্ড রেগে যান এবং পূর্বের সহযোগিতা বহাল রাখার দৃঢ়তা ব্যক্ত করেন।

এভাবে মুসলমান ও স্পেনীয়দের মাঝে দীর্ঘ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। যা তিনশত বছর (১৫৬৫-১৮৯৮ সাল) পর্যন্ত স্থায়ীত্ব লাভ করে। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় আড়াইশ বছর সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র আর অপচেষ্টা করেও যখন মুসলমানদের বশীভূত করা ও তাদেরকে ধর্মান্তরিত করা কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না তখন ১৮৩৬ খ্রি:/১২৫২ হিং/সালে শাসক গোষ্ঠি মিন্দানাওয়ের রাজধানী মুলুর স্বাধীন সালতানাত মেনে নেয়। কিন্তু ১৮৭৪ সালে পুনরায় তারা সুলুর উপর আক্রমন চালায় ও সালতানাত বিলুপ্তী ঘোষনা করে। ফলে ১৮৭৪ সাল থেকেই সেখানকার মুসলমানরা গেরিলা হামলাকে তাদের বাঁচার একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেয়। মুসলমানদের এ সকল গেরিলা হামলা কোনভাবেই স্পেনীয় শাসকরা রুখতে পারছিল না। এমনকি এক স্পেনীয় সৈনিক এ সকল আক্রমন ঠেকাতে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তৎকালীন শাসককে (১৮৭৬ খ্রি:/১২৯৩ হি:) মুসলমানদের স্বায়ত্ত্বশাসন মেনে নেয়ার অনুরোধ করেন এবং তিনি এও উল্লেখ করেন, সুলু ও মাগিন্দাও অঞ্চলে কর্তৃত্ব রক্ষা করতে হলে মুসলমানদের সালতানাত বা সায়ত্ত শাসনের বিকল্প নেই।

এদিকে মুসলমানরা ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চল তথা মিন্দানাও ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সকল মুসলমানদের সহযোগিতা আসে ব্রুনাই থেকে। ফলে, দি সিন্দী নামক এক সৈনিক স্পেনীয় শাসনকর্তাকে এই বলে পত্র লিখেন যে, ব্রুনাই থেকে মিন্দানাওয়ে আগত ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঠেকাতে হলে ব্রুনাইয়ের সালতানাতকে পরাজিত করার কোন বিকল্প নেই।

আমেরিকান আমলে ফিলিপাইনের মুসলমান : ১৩১৮ হি: বা ১৩২০ হি: মোতাবেক ১৮৯৮ বা ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মার্কিনীদের হাতে স্পেনীয়দের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। স্পেন বাধ্য হয়ে ২০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ফিলিপাইনকে আমেরিকার নিকট বিক্রি করে দেয়। আমেরিকা শাসনভার গ্রহণ করেই সর্বপ্রথম এই প্রজ্ঞাপন জারি করে যে, দেশের সকল ভূমির মালিক রাষ্ট্র ও সরকার। এর ফলে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা মুসলমানদের ভূমিগুলো সবই উপনিবেশিক আমেরিকান শাসনকর্তার অধিকারে চলে যায়। এতটুকুই নয়; বরং প্রত্যেক আমেরিকানের জন্য যেখানে ৪৪ হেক্টর জমি বরাদ্দ করা হলো, সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য মাত্র ৪ হেক্টর জমি বরাদ্দ করা হলো।

অন্যদিকে, গোটা ফিলিপাইন অঞ্চলে শিল্পায়নের নামে বিভিন্ন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে অবৈধভাবে জমি দখল করা শুরু করল এবং প্রত্যেক কোম্পানীর জন্য ১৬০ হেক্টর জমি সরকারীভাবে প্রদান করা হলো। এভাবে একদিকে মুসলমানদের জমি দখল করে, তাদেরকে উচ্ছেদ করা শুরু হলো, অন্যদিকে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপপ্রয়াস চলল। শুরু হলো মুসলিম-খ্রিস্টান সংঘর্ষ। একদিকে মিন্দানাও ও সুলুর স্থানীয় বাসিন্দা মুসলমানরা অন্যদিকে বিদেশী শক্তি দখলদার খ্রিস্টান শক্তি।

জীবানু ছড়িয়ে মুসলমানদের হত্যা : রাষ্ট্রীয় শক্তির মদদে খ্রিস্টান মিশনারীগুলো মিন্দানাওয়ের সুলু, জুলু ও জাম্বুয়াঙ্গো অঞ্চলে জোর করে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই দীর্ঘ দিনেও নানা ধরণের অপপ্রচার, অপকৌশল, জবরদখল ও নির্যাতনের পরেও যখন মুসলমানদের ঈমান, 'আক্বীদাকে টলাতে পারছিল না তখন তারা নতুন এক ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে মাঠে নামে। ১৩২১ হিজরীতে এক ধরণের ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়ে ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। কলেরা, গুটিবসন্ত ও মহামারী ছড়িয়ে

দিয়ে মিন্দানাওয়ের প্রায় ২ লক্ষ মুসলমানকে সে সময়ে হত্যা করা হয়। যা পশ্চিমা বিশ্বই স্বীকার করেছে। বিশেষ করে ফিলিপাইন ইস্যুতে গঠিত টাফ্ট কমিশন (Taft Commision)-এর রিপোর্টে তাই উল্লেখ করা হয়েছে। এতকিছুর পরেও মুসলমানদের পর্বতসম ঈমান থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত করতে না পেরে এবং তাদের হাজারো ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় উপায়ান্তর না দেখে তারা গলার সুর নরম করে। সহস্র নির্যাতন, হত্যা ও উচ্ছেদ এবং উদ্বাস্তু মুসলিমদের ঈমান, 'আক্বীদাহ্ ও বিশ্বজয়ী আদর্শের সামনে পরাজিত হয় শক্তিশালী খ্রিস্টান শক্তি, ফলে মুসলিমদের ধর্ম ও জীবনাচারকে তারা সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করে।

১৩৬২ হি:/১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ফিলিপাইনের মুসলিম অঞ্চলসমূহকে দখল করে। ফলে জাপানীদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা নতুন করে সংগঠিত হয়।

১৩৬৬ হি:/১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা ফিলিপাইনের স্বাধীনতা প্রদান করে। স্বাধীনতা প্রদান করলেও ফিলিপাইনের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় সেখানকার ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের হাতে। আমেরিকার নির্দেশেই মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে পার্লামেন্ট মেম্বার, একজন মন্ত্রী ও একজন উপদেষ্টাকে কিছু সংখ্যক সরকার পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তা নামেমাত্র। নাটের গুরু তারাই। সকল কাজের কাজীও তারাই। পরিচালকও যিনি, মহানায়কও তিনি। মুসলমানদেরকে ভিলেন বানানোর নতুন মাত্রা যুক্ত হয় ক্যাথলিক খ্রিস্টান শাসকগোষ্ঠির আমলে। এর আগেই আমেরিকা ফিলিপাইনের ২ লক্ষ মুসলিমকে পয়জনিং করে হত্যা করেছে। তারপরে অবহেলা, বৈষম্য, নির্যাতন, অধিকার বঞ্চিত করার মাধ্যমে সেখানকার মুসলিমদেরকে নিশ্চিহ্ন করার এক ঘৃন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল খ্রিস্টান শাসকবর্গ। মুসলিমমুক্ত ফিলিপাইন গড়ার দুঃস্বপ্নের নিদ্রাঘোরে ডুবে ছিল তারা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার মুসলিম জনবসতি ক্রমাগতভাবে বিলীন হতে থাকে। ভিটেমাটিহীন হয়ে রাজধানী ম্যানিলা থেকে হিজরত করে ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চল মিন্দানাও ও তার সুলু, জুলু এবং জাম্বুয়াঙ্গো দ্বীপে মুসলিমরা চলে যান। কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলিমদের প্রভাব কমতে থাকে। কিন্তু মিন্দানাও কেন্দ্রীক মুসলিমরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বর্বর খ্রিস্টানরা ফিলিপাইনে মুসলিমদের উপর যে গণহত্যা চালায় তা নিম্নের পরিসংখ্যান থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

স্পেন পূর্ব আমলে ফিলিপাইনে মুসলিমরা ছিল ৫৫%, স্পেনীয়দের হাতে তা কমে হয় ৪০.৫%, আমেরিকানদের হাতে তা আরো কমে দাঁড়ায় ৩২%, সেখান থেকে জাপানীদের হাতে কমে হয় ১৭.৫% এবং সর্বশেষে স্বাধীন ফিলিপাইনের ক্যাযলিম খ্রিস্টানদের হাতে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২ শতাংশে। অর্থাৎ- এক সময়ে গোটা ফিলিপাইনে মুসলিমরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার ৫৫ ভাগ, এখন সেখানে তা মাত্র ১২ শতাংশ। অন্যদিকে মিন্দানাওয়ের মোট আয়তনের ৯২ শতাংশ মুসলিমরা শাসন করতেন সেখানে মাত্র ৩৮ শতাংশ ভূমি এখন মুসলিমদের দখলে রয়েছে। আরো দুঃখজনক হলো, এই ৩৮ শতাংশ ভূমি থেকেও মুসলিমদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য গত কয়েক দশক ধরে সেখানকার খ্রিস্টান শাসকবর্গ নানা ধরণের ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অবলম্বন করে যাচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন দ্বীপ থেকে খ্রিস্টান কৃষকদেরকে নিয়ে এসে তাদেরকে পর্যাপ্ত সুবিধা দিয়ে মুসলিমদের ভূমি দখল করে নেয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয়, আমেরিকা ও জাপান থেকে বিভিন্ন পলাতক আসামী ও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদেরকে সেই সব অঞ্চলে থাকতে দেয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ১৯৪৬ থেকে ১৯৮৮ এই ৪২ বছরে আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে সেখানকার ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা ব্যাপকভাবে মুসলিমদরকে ধরপাকড় করে। হত্যা করে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়, মাসজিদ-মাদরাসা পুড়িয়ে দেয় ও সর্বোপরি মুসলিম উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার নিকটে পেশকৃত রিপোর্টে বলা হয়, ফিলিপাইনে মুসলিম বিরোধী অভিযানে গত কয়েক বছরে নিহতের সংখ্যা লাখের কম নয়। প্রায় ৫ লক্ষ মুসলিমকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, কয়েক মিলিয়ন হেক্টর ভূমি জবরদখল করা হয়েছে, মুসলিমদের বাড়িঘর ও মাসজিদ-মাদ্রাসা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

১৯৫৬ সালে মুসলিমদের পক্ষ থেকে ফিলিপাইন সরকারের নিকট যে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় তাতে বলা হয়, গত তিন বছরে ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলে মুসলিম বিরোধী ৪১৭টি দাঙ্গা সংঘটিত হয়। যেগুলোতে অনেক নিরীহ মুসলিম জনগণ প্রাণ হারায়। *[চলবে]*

الإخبار عن الجمعية ॥ জমঈয়ত সংবাদ

দুবাই সফরে সেক্রেটারী জেনারেল

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী গত ২০ ডিসেম্বর এক দাওয়াতী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি সেখানে ইসলামিক অ্যাফেয়ার এন্ড চেরিটেবল এ্যাকটিভিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত এক মহতি সম্মেলনে যোগদান করে ২৩ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সাতক্ষীরা সফর

ঢাকা মহানগর ও বংশাল শাখা জমঈয়তের যৌথ উদ্যোগে গত ২৮ নভেম্বর সাতক্ষীরা জেলায় এক তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। ৫৬ জনের কাফেলা নিয়ে রাত সাড়ে ১১টায় বংশাল বড় মাসজিদ থেকে তাবলীগী সফর শুরু হয়। পরদিন বৃহস্পতিবার সালাতুল আসর থেকে ঝাউডাঙ্গা বাজার আহলে হাদীস জামে মাসজিদে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সফরকারী নেতৃবৃন্দ। এসময় স্থানীয় জমঈয়ত নেতা-কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সফরকারী নেতৃবৃন্দ ৩০ নভেম্বর শুক্রবার সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন। সাতক্ষীরা সিটি মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ ওবায়দুল্লাহ গযনফর, পলাশপোল আহলে হাদীস জামে মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তে খাওয়াতীন ও আতফাল বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ ড. রফিকুল ইসলাম, ঝাউডাঙ্গা বাজার আহলে হাদীস জামে মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন মাদরাসাতুল হাদীস- নাজির বাজারের মুহাদ্দিস শাইখ আব্দুল মালেক আহমদ মাদানী, পাথরঘাটা বড় জামে মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের দাঈ' শাইখ হাফিয আনিসুর রহমান মাদানী, পাথরঘাটা বলফিল্ড জামে মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তে সহকারী সেক্রেটারী শাইখ শামসুল হক শিবলী, হাজীপুর আহলে হাদীস জামে মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন শাইখ যায়েদুল ইসলাম, তুজলপুর আহলে হাদীস জামে মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন হাফেয 'আবদুল্লাহ, মাধবকাটি আহলে হাদীস জামে মাসজিদে খুতবা প্রদান করেন শাইখ জাহিদুল ইসলাম।

বিভিন্ন মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান শেষে নেতৃবৃন্দ ঝাউডাঙ্গা আহলে হাদীস জামে মাসজিদে একত্রিত হন এবং সালাতুল 'আসর আদায় করেন। সালাতুল 'আসর থেকে সালাতুল মাগরিব পর্যন্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সফরকারী নেতৃবৃন্দ সালাতুল মাগরিবের পর ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করেন।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের কর্মতৎপরতা

গত ৭ ডিসেম্বর শুক্রবার ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ জেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল জলীল-এর নেতৃত্বে কাবিলপুর, খাজনাপুর, বাগডাঙ্গা ও ভাটপাড়া অঞ্চলে সফর করেন। ৪ গ্রাম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এ মাসজিদে জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ ইমরানুর রহমান। সালাতুল জুমু'আর পর শাখা জমঈয়ত সভাপতি মুহাম্মদ ফিরোজ খানের সভাপতিত্বে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জেলা শুব্বান সভাপতি মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ। এ সভায় বার্ষিক ইসলামী জালসা, মাসজিদে নারীদের সালাত আদায়ের ব্যবস্থাকরণ, সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি মাওলানা আব্দুল জলীল, সেক্রেটারী মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক হাবীবুর রহমান প্রমুখ।

১৪ ডিসেম্বর শুক্রবার জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ পটুতলা লক্ষ্মীপুরে সফর করেন। সালাতুল জুমু'আর পর স্থানীয় জামে মাসজিদে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি মাওলানা আব্দুল জলীল, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইসহাক আলী, সেক্রেটারী মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইকরামুল হক প্রমুখ। এ সভায় পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জামে মাসজিদের মুসল্লীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, জেলা জমঈয়ত সভাপতি মাওলানা আব্দুল জলীল পটুতলা লক্ষ্মীপুর জামে মাসজিদে এবং সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইসহাক আলী মল্লিকপুর জামে মাসজিদে জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন।

মৃত্যু সংবাদ

নাটোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদ হোসেন ডায়াবেটিক ও কিডনীজনিত রোগভোগের পর গত ২৩ নভেম্বর শুক্রবার রাজশাহী সরকারী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন "ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিউন"। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী-সন্তানসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পরদিন ২৪ নভেম্বর মাইয়্যেতের কর্ম-প্রতিষ্ঠান দস্তানাবাদ 'আলিম মাদরাসা ময়দানে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন কনিষ্ঠ সহোদর মাওলানা ফরহাদ হোসেন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ লুৎফর রহমান, মুবাল্লিগ মাওলানা মুহাম্মদ মঈনউদ্দীন, জেলার অন্তর্ভুক্ত মাদরাসাসমূহের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ এবং ধর্মপ্রাণ মুসল্লীবৃন্দ।

নাটোর জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে মাইয়্যেতের পরিবারকে সমবেদনা ও তার মাগফিরাতের জন্য দু'আর আবেদন জানানো হয়েছে।

صحتك ॥ আপনার স্বাস্থ্য

ওজন কমানোর নতুন পানীয় 'ক্লোরোফিল ওয়াটার'

'ক্লোরোফিল' নামটি হয়তো স্কুলে শুনেছেন অনেকে। হ্যাঁ, গাছের পাতায় থাকা সবুজ রঙের পদার্থটিকেই ক্লোরোফিল বলে। এই রাসায়নিক পদার্থটিই ইদানিং হয়ে উঠেছে নতুন এক ডায়েট ট্রেন্ড। আস্ত ফল ও সবজি কাঁচা খাওয়ার সময়ে নিঃসন্দেহে কিছু ক্লোরোফিল খাওয়া হয়। কিন্তু তা সাপ্লিমেন্ট হিসেবেও বিক্রি হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জুস বারগুলোতে তা পরিবেশন করা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসেবে। মূলতঃ পানির সাথে ক্লোরোফিল সাপ্লিমেন্ট মিশিয়ে পান করা হয়। এতে অনেক বেশি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে বলে দাবি করা হয়। দেখে নিন তা পানে কী কী উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে–

১) ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো হয় : ক্লোরোফিল ত্বকের জন্য খুব ভালো বলে দাবি করা হয়। তা প্রদাহ কমায় এমনকি এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল প্রভাব আছে বলে দাবি করা হয়। ক্লোরোফিল ব্রণের ওপর ফোঁটা ফোঁটা দিলে উপশম হতে পারে।

২) লোহিত রক্ত কণিকা বাড়ায় : ২০০৪ সালের এক গবেষণায় দেখা যায় হুইটগ্রাস (যার ৭০ শতাংশই ক্লোরোফিল) খাওয়াটা থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্ত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়। তাই বিশ্বাস করা হয় যে ক্লোরোফিল রক্তে লোহিত রক্ত কণিকা বাড়াতে পারে।

৩) ডিটক্স করতে কাজে আসে : বিভিন্ন ফল ও সবজির সমন্বয়ে অনেকেই ডিটক্স ওয়াটার পান করে থাকেন। ক্লোরোফিল ওয়াটারও ডিটক্স করতে ব্যবহার হয়। তা শরীর থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে পারে বলে দাবি করা হয়।

৪) ওজন কমায় : ২০১৪ সালে অ্যাপিটাইট জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়, ১২ সপ্তাহ ধরে ক্লোরোফিল খাওয়াটা ওজন কমাতে বেশি কাজে আসে। তা জাঙ্ক ফুড খাওয়ার প্রবণতা কমায়, শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়।

৫) টিউমার কমায় : ক্লোরোফিল ওয়াটার টিউমার কমায় বলেও দাবি করা হয়। প্রাণীদের ওপর একটি গবেষণায় দেখা যায়, ক্লোরোফিল খাওয়াটা লিভার ক্যান্সার কমাতে পারে। তা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী অণুকে আটকে ফেলে এবং তাকে শরীর থেকে বের করে দেয়।

ক্লোরোফিল ওয়াটার পানীয় হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বটে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, ক্লোরোফিলের উপকারিতা পেতে এই সাপ্লিমেন্ট পান করার দরকার নেই। বরং গাঢ় সবুজ শাক-সবজি নিয়মিত খাওয়াই যথেষ্ট।

শীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাদ্যাভ্যাস

চলছে শীতকাল। শীতে অসুস্থ হয়ে পড়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই সময় বেশিরভাগ মানুষ ছুটি কাটানোর পরিকল্পনায় বেশি ব্যস্ত থাকে, স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নজর থাকে খুব কম।

তাপমাত্রা কম থাকায় শীতে গরম খাবারের প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকে। বিষয়টি স্বাভাবিক তবে, শরীর সুস্থ রাখতে এসব খাবার আইটেম থেকে যথেষ্ট পুষ্টি পাওয়া যাচ্ছে কি-না তা ভাবতে হবে।

দিন খাটো আর রাত দীর্ঘ হওয়ার কারণে ব্যায়াম করা ও সঠিক খাবার গ্রহণ এই সময় আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তবে এই অভ্যাস আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলতে পারে, এটি সংবেদনশীল করে তুলতে পারে আমাদের অনেক রোগের জন্য।

কিন্তু কষ্ট করে হলেও কিছু নিয়ম মেনে আপনার খাবার তালিকায় কিছু পরিবর্তন করে আপনি এই শীতেও থাকতে পারেন দিব্যি সুস্থ। এখানে কিছু খাবার টিপস দেওয়া হলো যা আপনাকে শীতকালীন অসুস্থতা থেকে রক্ষা করবে :

১। বাড়াতে হবে ভিটামিন সি'র পরিমাণ : শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ভিটামিন সি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যার অভাবে শীতে দুর্বল হয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি হয়। এটি আমাদের ত্বকের সুরক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবেও পরিচিত যা প্রচুর স্বাস্থ্য সমস্যার বিপরীতে শরীরকে সুরক্ষা করে। সুতরাং, এই ঋতুতে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল যেমন পেয়ারা, ব্রোকোলি, লেবু, পেঁপে, স্ট্রবেরি, কমলা ইত্যাদি বেশি করে খেতে হবে।

২। বেশি করে জিংক গ্রহণ : স্বাস্থ্যবান শরীর ও প্রতিরোধ ব্যবস্থায় শরীরের জন্য জিংক নামের উপাদানটির প্রয়োজন অনেক। এর ঘাটতি থাকলে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। শরীরে বাসা বাঁধে রোগ ব্যাধি। জিংক শরীরের টিসু বৃদ্ধি ও তা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে। সুতরাং, উপাদানটির ঘাটতি পূরণে বেশি করে মাংস, শিম জাতীয় সবজি, বীজ, দুধ, বাদাম, আস্ত শস্যদানা, ডার্ক চকোলেট ইত্যাদি খেতে হবে।

৩। আয়রত সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ : আয়রন হলো এমন খনিজ যা অক্সিজেন বহন করে সমস্ত শরীরজুড়ে রক্তের লৌহিত কণিকা উৎপাদনসহ বিভিন্ন কাজ করে। এর অভাবে অ্যানিমিয়া দেখা দেয়। তবে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খেলে সেই সম্ভাবনা দূর হয়। এ জন্য খাওয়া যেতে পারে খোলসযুক্ত মাছ, পালং শাক, শিম জাতীয় সবজি, কুমড়া বীজ, ব্রোকোলি ইত্যাদি।

৪। ডিম আর মাছ : ডিমে রয়েছে উচ্চ মাত্রার প্রোটিন, সেলেনিয়াম, জিংক, আয়রন, কপার এবং ভিটামিন ডি, বি-

৬, এবং বি-১২। অন্যদিকে, মাছ হলো ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন এবং ভিটামিন-ডি'র বড় উৎস। ডিম আর মাছে রয়েছে ভালো কোলেস্টেরল বৃদ্ধি, বিভিন্ন রোগ থেকে হৃদযন্ত্রকে রক্ষাসহ নানা উপকারিতা। *[সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া]*

শীতে সপ্তাহে ২-৩ দিন মুলোর তরকারির বিস্ময়কর উপকার

শীত মানেই জীবাণুদের আড্ডা। আর আমাদের আশেপাশে জীবাণুদের সংখ্যা বাড়বে মানে শরীর খারাপ তো হবেই হবে। আর ঠিক এই কারণেই গরম ভাতের সঙ্গে মুলোর ঘন্ট বা তরকারি থাকা চাইই চাই! আসলে এই সবজিটিতে উপস্থিত ফলেট, ফাইবার, রাইবোফ্লেবেন, পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ এবং ক্যালসিয়াম দেহে প্রবেশ করার পর ভেতর এবং বাইরে থেকে শরীরকে এতটাই চাঙ্গা করে তোলে যে ক্ষতিকর জাবীণুদের মারে কোনও রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় থাকে না বললেই চলে। সেই সঙ্গে আরও অনেক শারীরিক উপকার পাওয়া যায়। যেমন- ধরুন.....

১. হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে : আমাদের দেশে যে হারে নানাবিধ হার্টের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে প্রত্যেকেরই যে মুলো দিয়ে তৈরি নানা পদ খাওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আসলে এই সবজিটিতে উপস্থিত "অ্যান্থোসায়ানিন" নামক একটি উপাদান, শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে হার্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে সময় লাগে না। ফলে কোনও ধরনের হার্টের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় থাকে না বললেই চলে।

২. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে : মুলোয় রয়েছে প্রচুর মাত্রায় পটাশিয়াম, যা রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তো বলি বন্ধু, যাদের পরিবারে এই মারণ রোগের ইতিহাস রয়েছে, তারা রোজের ডায়েটে মুলোকে জায়গা করে দিতে ভুলবেন না যেন!

৩. ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় : একাধিক স্টাডিতে একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে নিয়মিত মুলোর রস খাওয়া শুরু করলে শরীরে ভিটামিন সি, জিঙ্ক এবং ফসফরাসের মাত্রা এতটা বৃদ্ধি পায় যে এদের প্রভাবে ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি একাধিক ত্বকের রোগও ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। প্রসঙ্গত, মুলোর পেস্ট মুখে লাগালেও কিন্তু সমান উপকার পাওয়া যায়।

৪. ইমিউনিটির উন্নতি ঘটে : মুলো এবং তার পাতায় উপস্থিত আয়রন এবং ফসফরাস শরীরে প্রবেশ করার পর দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এতটাই শক্তিশালী করে তুলে যে কোনও রোগই ধারে কাছে আসতে পারে না। সেই সঙ্গে শারীরিক ক্লান্তিও দূরে পালায়।

৫. কনস্টিপেশনের মতো রোগের প্রকোপ কমায় : আপনি কি কোষ্ঠ্যকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন? তাহলে তো মুলোর রস আপনার রোজের সঙ্গী হওয়া উচিত। আসলে এতে উপস্থিত বেশ কিছু কার্যকরি উপাদান হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি বাইলের প্রবাহ যাতে ঠিক মতো হয় সেদিকেও খেয়াল রাখে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কনস্টিপেশনের প্রকোপ কমতে শুরু করে।

৬. ভিটামিনের ঘাটতি দূর হয় : একাধিক স্টাডিতে দেখা গেছে নিয়মিত মুলোর পাতা খাওয়া শুরু করলে দেহের অন্দরে নানাবিধ ভিটামিনের পরিমাণ যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং ফলিক অ্যাসিডের ঘাটতিও দূর হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ছোট-বড় কোনও রোগই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না।

৭. ক্ষতিকর টক্সিক উপাদানেরা বেরিয়ে যায় : ব্লাডার, কিডনি, প্রস্টেট এবং ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকে জমে থাকা ক্ষতিকর উপাদানদের শরীর থেকে বের করে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর কর্মক্ষমতা বাড়াতে মুলোর কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, শরীরের কোণায় কোণায় জমে থাকা টক্সিক উপাদানদের ক্ষতি করার আগে তাদের শরীর থেকে বের করে দেওয়ার কাজটাও করে থাকে মুলোর রস। প্রসঙ্গত, শরীর যত টক্সিক মুক্ত থাকবে, তত স্কিনের ঔজ্জ্বলতা বাড়বে। সেই সঙ্গে শরীর এবং মন চাঙ্গা এবং রোগ মুক্ত থাকবে।

৮. শরীরে অন্দরে প্রদাহের মাত্রা কমে : প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান থাকায় প্রতিদিন যদি মুলোর রস খাওয়া যায়, তাহলে দেহের অন্দরে চোট-আঘাতের কারণে হওয়া জ্বালা-যন্ত্রণা কমতে শুরু করে। সেই সঙ্গে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফ্লেমেশন এবং কিডনির প্রদাহও কমে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে কিডনি স্টোনের আশঙ্কা কমাতেও মুলোর রস নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।

৯. অ্যাস্থেমার চিকিৎসায় কাজে : শ্বাস কষ্ট, সেই সঙ্গে হাঁচি-কাশিতে একেবারে জর্জরিত হয়ে পরেছেন? ফিকার নট! আজ থেকেই মুলোর রস খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন কষ্ট কমে যাবে। আসলে মুলোর রস, লাং-এ জমতে থাকা মিউকাসের দেওয়ালকে ভেঙে দেয়। ফলে অল্প দিনেই অ্যাস্থেমার প্রকোপ কমতে শুরু করে। এখানেই শেষ নয়, বমি ভাব, গলার ব্যথা এবং মাথা ঘোরার মতো সমস্যা কমাতেও এই প্রাকৃতিক উপাদানটি সাহায্য করে।

১০. ক্যান্সারের মতো মারণ রোগ দূরে পালায় : বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে শরীরকে এই মারণ রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া উচিত। আর এই কাজে আপনাকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করতে পারে মুলো। কীভাবে? আসলে মুলোর রসে উপস্থিত অ্যান্থোসায়ানিন এবং ভিটামিন সি শরীরের অন্দরে ক্যান্সার সেলের জন্ম এবং বৃদ্ধির আটকায়। বিশেষত কোলন, ইন্টেস্টিনাল, স্টমাক এবং কিডনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমাতে এই পানীয়টি দারুনভাবে কাজে আসে।

الفتاوى و المسائل \ dvZv !v gvmvw! j

জিজ্ঞাসা ও জবাব

–ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন ০১ : অনেকেই বলেন যে, সুতি মোযার উপর মাসহ করা যাবে না। মাসহ করতে হলে চামড়ার মোযা লাগবে। এই বিষয়ে সঠিক কোন্‌টি? জানতে চাই।

'আবদুল্লাহ
কানাইঘাট, সিলেট।

জবাব : সুতি মোযা এবং চামড়ার মোযা উভয়ের উপর মাসহ করা বৈধ।

মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ».

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযূ করলেন এবং সুতি মোযা ও জুতার উপর মাসহ করলেন।"[১২৪]

তদ্রূপ চামড়ার মোযার উপরও নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাসহ করেছে।

জারীর (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».

আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেশাব করার পর ওযূ করলেন এবং চামড়ার মোযার উপর মাসাহ করলেন।[১২৫]

উল্লেখ্য যে, হাদীসে বর্ণিত خُفَّيْهِ হলো চামড়ার মোযা এবং جَوْرَبٌ অর্থ হলো সুতি মোযা। এ উভয় মোযার উপর মাসহ করার অনেক বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনায় শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন বলেন,

يشتوى فِيْهَا الْخُفُّ والجوربُ إلمخرق والسَّلِيْمُ والخَفِيْفُ والثَّقِيْلُ.

"মাসহর বেলায় চামড়ার মোযা, সুতি মোযা, ছিঁড়া মোযা, ছিঁড়াবিহীন মোযা, পাতলা মোযা ও মোটা মোযা সবই সমান।"[১২৬]

[১২৪] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ১৫৯।*
[১২৫] *সহীহ মুসলিম- হা: ২৭২।*
[১২৬] *ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম- পৃ: ২৩৩।*

প্রশ্ন ০২ : সালাতে নাভির নীচে হাত বাধার সহীহ হাদীস আছে কী?

নাজমুল ইসলাম
টেংরা, শার্শা, যশোর।

জবাব : সালাতে নাভির নিচে হাত বাধার কোন সহীহ হাদীস নেই। যা আছে সবই য'ঈফ বর্ণনা।

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

"'আলক্বামাহ্ ইবনু ওয়ায়িলা ইবনে হুজর তার পিতা থেকে তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বাম হাতের উপর ডান হাত সালাতে নাভির নিচে রাখতে দেখেছি।"[১২৭]

উক্ত বর্ণনায়– تَحْتَ السُّرَّةِ "নাভির নিচে" অংশটি ভিত্তিহীন।[১২৮]

অনুরূপভাবে হিদায়াহ (১/৮৬)-তে নাভির নিচে হাত বাধার হাদীস উল্লেখ রয়েছে যা বানোয়াট। ইমাম নাব্বী (রাহিমাহুল্লা-হ) এ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

ضعيفٌ سفقٌ عَلَى تَضْعِيْفِه.

"দুর্বল, এর দুর্বলতা সর্বসম্যত।"[১২৯]

আল্লামা নাসীরুদ্দিন আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

«لَمْ يَصِحُّ عَنْه ﷺ الوضعُ على غَيْرِ الصَّدْرِ».

বুকের উপর ছাড়া অন্যত্র হাত বাঁধার রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহভাবে সাব্যস্ত হয়নি।"[১৩০]

প্রশ্ন ০৩ : সাহু সাজদার প্রচলিত পদ্ধতি তথা তাশাহুদের পর ডান দিকে একবার সালাম ফিরানো এবং পুনরায় তাশাহুদ, দরুদ, দু'আ মাসূরা পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কী? যদি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে কেন এ পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় না? আর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না হলে এমন ইমামের পিছনে সালাত আদায়কালে আমাদের করণীয় কি?

মো: মাযহারুল ইসলাম
সদর, জয়পুরহাট।

জবাব : প্রচলিত পদ্ধতিতে সালাতের ভুল জনিত কারণে তাশাহহুদের পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সাহু সাজদাহ্ দিয়ে পুনঃ দরুদ ও দু'আ মাসূরা ইত্যাদি পরে সালাম ফিরানোর কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। বরং সাহু সাজদার

[১২৭] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ৯৯।*
[১২৮] *তুহফাতুল আহওয়াযী।*
[১২৯] *আস্ সহীহুল মুসলিম শারহু লিন নাব্বী- ১/১৭৩।*
[১৩০] *মিশকাত- তা'লীক আলবানী, ১/২০৯।*

নিয়ম হলো– রাকা'আত কমবেশীর সন্দেহে ন্যূনতমটি ধরে নিয়ে পূর্ণ করে, রুকূ'-সাজদাহ্ ভুল হলে তা সংশোধন করে নিয়ে। তাশাহহুদে বসতে ভুল হলে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ, দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সাজদাহ্ করতে হবে।[১৩১]

সলাত বেশী পড়ে ফেললে হাদীসের বিধান হলো– একদা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঁচ রাকা'আত সালাত আদায় করে ফেলার পর অবগত হয়–

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

তাতে তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ্ করলেন।[১৩২]

অনুরূপ ক্ষেত্রে তাশাহহুদ, দরুদ ও অন্যান্য দু'আ সমাপ্ত করে সালাম ফিরাবে, অতঃপর দু'টি সাজদাহ্ দিবে এবং পুনরায় সালাম ফিরাবে।[১৩৩]

প্রশ্ন ০৪ : আমাদের দেশের স্কুল-কলেজে এমন কি অনেক মাদ্রাসায়ও ছেলে-মেয়ে এক সাথে লেখা-পড়া করে। এ বিষয়ে শরী'আতের দিক-নির্দেশনা কী?

খলিলুর রহমান
বাসাইল, টাংগাইল।

জবাব : ছেলে এবং মেয়ে একত্রিত মিশ্রিতভাবে পড়াশুনা করা শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধতা পাবে না। কারণ ছেলে-মেয়ের এই অবাধ মেলামেশাই অবৈধ প্রেম ও অশ্লীলতার মূল উৎস। এই অবস্থাতে কোনভাবেই শরী'আর বিধান সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয় না। আল্লাহ তা'আলার বিধান হলো–

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ﴾

"মু'মিনদের বলো তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালভাবেই অবগত।"[১৩৪]

দৃষ্টি সংযত করার ব্যাপারে সহীহ হাদীসে এসেছে–

«أَصْرِفْ نَظَرَكَ».

তোমার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নাও।[১৩৫]

শরী'আর এমন সাবধান বাণী থাকা সত্ত্বেও ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাতের সুযোগে যাবতীয় অশ্লীলতার পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

প্রশ্ন ০৫ : আমি একজন যুবক। অনেক সময় উত্তেজনাবশতঃ আমার গোপনাঙ্গ থেকে আঠাল পদার্থ বের হয়ে আসে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

মো: মজনু মিয়া
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : প্রশ্নে উল্লিখিত নির্গত আঠাল পদার্থকে মযী বলা হয়। মযী বের হলে বিধান হলো "মযী"টা নাপাক জিনিস। তবে এটি থেকে পবিত্রতার জন্য আপনাকে গোসল করতে হবে না। বরং অণ্ডকোষসহ আপনার লজ্জাস্থান ধুয়ে নিবেন এবং শরীর ও কাপড়ের যেখানে এটি লাগবে সে অংশে পানি লাগিয়ে বা ছিটিয়ে দিবেন। এ মর্মে দলীল হলো– নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)-কে আদেশ দিয়েছেন অণ্ডকোষসহ পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিতে এবং মযী থেকে পাক হয়ে ওযূ করে নিতে এবং কাপড়ের যে অংশে লেগেছে সেখানে পানি দিয়ে দিতে।[১৩৬]

প্রশ্ন ০৬ : পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে বলা হয়েছে– যার 'আমল ভালো হবে জান্নাতে অনেক নি'আমত ভোগ করবে তবে জিনের মধ্যে যদি কেউ ভালো 'আমল করে তাহলে কি সে জান্নাতে যাবে?

হাফেয সারওয়ার জাহান
রাজশাহী।

জবাব : জিন্ জাতি আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতের জন্য দায়বদ্ধ। ভাল 'আমলকারী জিন্ জান্নাতে যাবে এবং মন্দ 'আমলকারী জিন্ জাহান্নামে যাবে। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"নিশ্চয়ই জিন্ এবং মানুষকে আমি (আল্লাহ) আমার 'ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"[১৩৭]

আল্লাহ তা'আলা সূরা আর্ রহমান-এ মানুষ এবং জিন্ উভয় জাতিকে সম্বোধন করে বলেন,

---

[১৩১] *সহীহুল বুখারী- হা: ১২৩০, সহীহ মুসলিম- হা: ১২৯২।*
[১৩২] *সহীহুল বুখারী- হা: ১২২৬।*
[১৩৩] *সহীহ মুসলিম- হা: ১৩০২।*
[১৩৪] *সূরা আন্ নূর ২৪ : ৩০।*
[১৩৫] *সহীহ মুসলিম- হা: ২১৫৯।*
[১৩৬] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ২১১।*
[১৩৭] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ৫৬।*

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত (উদ্যান)। অতএব তোমরা উভয়ে (জিন্ ও মানুষ) তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?"[১৩৮]

পাপিষ্ঠ জিন্ এবং মানুষের জাহান্নামের গন্তব্যের কথা জানিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

"আর তোমার আল্লাহর কথাই পূর্ণ হলো যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জিন্ ও মানুষ দ্বারা ভর্তি করব।"[১৩৯]

প্রশ্ন ০৭ : মু'মিনের ক্বলবে আল্লাহ তা'আলা থাকেন বা মু'মিনের ক্বলব মহান আল্লাহর 'আরশ' কথাটির ভিত্তি কী?

শাহ নেওয়াজ
আগানবাব দেউরী, ঢাকা।

উত্তর : কথাটি ভিত্তিহীন, মগজপ্রসূত, কপোলকল্পিত। এর সপক্ষে একটিও আয়াত বা সহীহ হাদীস নেই। আছে জনৈক কথিত বুজুর্গের উক্তি–

قلب المؤمن عرش الله.

"মু'মিনের ক্বলব মহান আল্লাহর 'আরশ।"[১৪০]

সাবধান! আরবী হলেই কুরআন-হাদীস হয় না। মনে রাখবেন, দীনের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত বুজুর্গের কথা মূল্যহীন-অচল।

উপরোক্ত উক্তিকারীদের আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মহান 'আরশের বিশালতা সম্পর্কে ন্যূনতমও ধারণাও নেই। তারা জানেন না যে, স্রষ্টা সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেন না এবং স্রষ্টাকে ধারণ করার মতো এত বিশাল কোনো সৃষ্টিও নেই। বর্তমান পৃথিবীতে দেড়শত কোটি মু'মিনের দেড়শত কোটি ক্বলব আছে। প্রতি ক্বলবে আল্লাহ তা'আলা থাকলে মহান আল্লাহর সংখ্যা কত হবে? যদি বলা হয় মু'মিনের ক্বলব আয়নার মতো। তাহলে বলব, আয়নায় তো ব্যক্তি থাকে না, ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি থাকে। ব্যক্তি থাকার জায়গা আয়না ব্যতীত অপর একটি স্থান। তবে এ কথা অমোঘ সত্য যে, মু'মিনের ক্বলবে মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসা আর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের অদম্য মোহ স্পৃহা থাকে।

﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

"বরং আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে তুলেছেন এবং সেটাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন তোমাদের হৃদয়ের গহীনে।"[১৪১]

প্রশ্ন ০৮ : আল্লাহ তা'আলা না-কি স্বামীর পাজরের হাড় দিয়ে স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে যাদের ডিভোর্স হয়ে অন্য কোথাও বিয়ে হয় তাদের ব্যাপারটা কী, মানে তাহলে ঐ মেয়েকে কয়জনের পাজরের হাড় দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, একটু বুঝিয়ে বলবেন কী?

রুবাই আক্তার লামা
বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমে এ সংক্রান্ত হাদীসটি দেখে নেই–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : নারীকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। সে তোমার জন্য কখনোই সোজা হবে না। তার দ্বারা কাজ আদায় করতে হলে এই বাঁকা অবস্থায়ই আদায় করতে হবে। এটি সোজা করতে গেলে ভেঙ্গে যাবে। ভাঙ্গার অর্থ হলো ত্বালা-ক্ব ঘটে যাওয়া।[১৪২]

হাদীসে নারীদের পাজরের হাড় দ্বারা তৈরীর কথা এসেছে। কিন্তু কার পাজরের হাড় দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে? তা হাদীসে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং না বুঝার কারণে অনেকে মনে করেন, স্বামীর পাজরের হাড় দিয়ে স্ত্রীকে তৈরী করা হয়েছে। এ কথাটি সম্পূর্ণ গলদ। এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

হ্যাঁ, হাওয়া ('আলাইহিস্ সালাম)-কে আদম ('আলাইহিস্ সালাম)-এর পাজরের হাড় দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। একথা সত্য। কিন্তু এর মানে সকল স্ত্রীলোককে তার স্বামীর পাজরের হাড় দিয়ে তৈরী করার দাবীটি অযৌক্তিক ও বানোয়াট।

একেতো এর পক্ষে কোন দলীল নেই। দ্বিতীয়তঃ এটি যুক্তিহীন কথা। কারণ, যে সকল মেয়ে বাচ্চা শিশুকালেই

---

[১৩৮] সূরা আর রহ্মা-ন ৫৫ : ৪৬-৪৭।
[১৩৯] সূরা হূদ ১১ : ১১৯।
[১৪০] আল মাওযূ'আত লিস্ সাগানী বা সাগানী প্রণীত জাল হাদীসের সমাহার/ভাণ্ডার- ১/৫০, তাযকিরাতুল মাউযূ'আত লিল-মাকদিসী- ১/৫০।
[১৪১] সূরা আল হুজুরা-ত ৪৯ : ৭।
[১৪২] সহীহ মুসলিম- হা: ১৪৬৮।

মারা গিয়েছে বা বিবাহ ছাড়াই মারা গিয়েছে, তাদের কার হাড় দিয়ে তৈরী করা হয়েছে? তাদেরতো স্বামীই ছিল না দুনিয়াতে। তাহলে?

সুতরাং স্বামীর পাজরের হাড় দিয়ে তৈরী করা হয়েছে স্ত্রীদের এ দাবীটিই যেহেতু ভুল। তাই আপনার উপরোক্ত প্রশ্নেরই আর কোন যৌক্তিকতা বাকি থাকে না।

হাদীসটির ব্যাখ্যা কী?

হাদীসে পাজরের হাড় দিয়ে তৈরীর যে কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা-

(১) এটি কেবলি একটি উপমা। সত্যিই পাজরের হাড় দ্বারা তৈরী হওয়া উদ্দেশ্য নয়। নারীদের একটি সৌন্দর্য হলো, তারা সাধারণত একটু কথায়, আচরণে বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। এটি সর্বক্ষেত্রে তাদের দোষ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য।

(২) নারীরা বাবা আদম ('আলাইহিস্ সালাম)-এর পাজরের হাড় দ্বারা তৈরী। স্বামীর পাজরের হাড় দ্বারা নয়।[১৪৩]

প্রশ্ন ০৯ : জেহরী সালাতসমূহ বাড়িতে বা মাসজিদে একাকী পড়ার ক্ষেত্রে ক্বিরা'আত সরবে না নীরবে পাঠ করতে হবে? এ সময় ইক্বামত দিতে হবে কি?

কবির হুসাইন জুয়েল
সিক্কাটুলী, ঢাকা।

উত্তর : বাড়িতে বা মাসজিদে, একাকী হোক বা জামা'আতে হোক, যে ওয়াক্তের সালাত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে আদায় করেছেন, তা সেভাবেই আদায় করা আবশ্যক।

عَنْ مَالِكٍ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ : "ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا. وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সমবয়সী একদল যুবক নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলাম। আমরা তাঁর নিকট বিশ দিন অবস্থান করি। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও কোমলমনা ব্যক্তি। তিনি আমাদের সম্পর্কে বুঝতে পারলেন, আমরা পরিবার-পরিজনের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছি। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি। অতঃপর আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে বললে তিনি নির্দেশ করলেন, তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে চলে যাও। তাদের মাঝে বসবাস করো। তাদেরকে দীনি শিক্ষা দান করো এবং দীনি আহকাম পালন করার আদেশ করো।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো কিছু কাজের কথা আলোচনা করেছিলেন। আমি তা মুখস্থ করেছিলাম অথবা মুখস্থ করিনি। একটি হলো, তিনি আদেশ করেছিলেন, তোমরা এমনভাবে সালাত আদায় করবে, যেরূপ আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ। যখন সালাতের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যেন সালাতের ইমামতি করে।[১৪৪]

তবে মাসজিদে বা জনবহুল স্থানে যেখানে অপর মুসল্লীর অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেসব স্থানে নীরবে বা নীচু কণ্ঠে ক্বিরাআত করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ই'তিকাফে থাকাকালীন সময়ে এক ব্যক্তি সরবে ক্বিরাআত করলে তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকে তার রবের সাথে গোপনে কথা (মুনাজাত) বলে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যেন কাউকে সরবে ক্বিরাআত পাঠ করে কষ্ট না দেয়।[১৪৫]

আর একাকী হোক বা জামা'আতে হোক উভয় ক্ষেত্রে ইক্বামত দেয়া সুন্নাত।[১৪৬]

প্রশ্ন ১০ : আমাদের সমাজে মেয়েদেরকে দেখা যায় বিবাহের পরে স্বামীর নামের একাংশ তার নামের সাথে যুক্ত করে দেয়। এটি কতটুকু সঠিক?

রায়হান মাহমুদ
গাইবান্ধা।

জবাব : পিতার নাম ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করে নামকরণ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾

"তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার নামে যুক্ত করে ডাকো, এটাই আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায় সঙ্গত।"[১৪৭]

---

[১৪৩] *তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম-১/১৩৭-১৩৮।*

[১৪৪] *সহীহুল বুখারী- হা: ৬৩১, আ: প্র:, হা: ৫৯৫, ই: ফা: বাং, হা: ৬০৩।*

[১৪৫] *সুনান আবূ দাউদ- হা: ১৩৩২; সহীহাহ্- হা: ১৬০৩।*

[১৪৬] *সহীহ মুসলিম- হা: ৬৮০, সুনান আবূ দাউদ- হা: ৪৩৫; সুনান ইবনু হিব্বান- হা: ১৬৬০।*

স্বামীর নামের সাথে যুক্ত করে স্ত্রীদের নামকরণ করা বিধর্মীদের সাদৃশ্য কর্ম।

প্রশ্ন ১১ : ***অনেকেই দাবা খেলাকে বুদ্ধির খেলা মনে করে। এমনকি অনেক ধার্মিক ব্যক্তিদেরকেও দাবা খেলতে দেখা যায়। প্রশ্ন হলো দাবা খেলা বৈধ কিনা?***

উত্তর : প্রথমতঃ দাবা খেলা বৈধ খেলা নয়, বরং তা হারাম। দাবার গুটিগুলো মূর্তির ছবি। অথচ নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ».

"যে ঘরে প্রতিকৃতি থাকবে সেখানে ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করে না।"[১৪৮]

দ্বিতীয়তঃ এ খেলা নিশ্চিতভাবেই মানুষকে মহান আল্লাহর স্মরণ আত্মভোলা করে দেয়। মহান আল্লাহর যিক্‌র থেকে আত্মভোলা করে দেয়াই মদও জুয়া হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾

"শয়ত্বান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?"[১৪৯]

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও ইরশাদ করেন,

«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ».

"যে ব্যক্তি পাশা (দাবা) খেলল, সে যেন শুকরের মাংস এবং রক্ত দিয়ে তার হাত রঞ্জিত করল।"[১৫০]

প্রশ্ন ১২ : ***আমাদের মহল্লায় কিছু লোক আছে, তারা সৌদির সাথে মিলিয়ে সিয়াম রাখে এবং দেশের সাথে মিলিয়ে ঈদ করে, আসলে এটা কী শরী'আত সম্মত?***

নাজমুল ইসলাম
টেংরা, শারশা, যশোর।

উত্তর : সৌদির সাথে মিলিয়ে সিয়াম পালন ভিত্তিহীন ও মনগড়া 'আমল। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বদেশে চাঁদ দেখেই সিয়াম পালন শুরু করবে এবং শেষ করবে। এই মর্মে দলীল নিম্নরূপ :

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

«إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا».

"তোমরা যখন চাঁদ দেখবে তখন সিয়াম পালন করবে, এবং যখন চাঁদ দেখবে (শাওয়ালের) তখন সিয়াম শেষ করবে।"[১৫১]

চাঁদ দেখে সিয়াম পালন শুরু এবং শেষ করার বিধান স্ব-স্ব দেশের সাথেই সম্পৃক্ত। কারণ চাঁদ এবং সূর্যের উদয় স্থলের ভিন্নতায় সারা বিশ্বে একই সাথে এদের উদয় ও অস্ত হয় না। সূর্য বিশ্বব্যপি এক সময় উদিত এবং একই সময় অস্ত না যাওয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সিয়ামের জন্য সাহারী গ্রহণ ও ইফতার করা ইত্যাদি। যেমন দেশে দেশে ব্যাবধান হয় ঠিক তদ্রুপ চন্দ্রমাসের জন্য উদিত হওয়া নতুন চাঁদ বিশ্বব্যাপি একই সাথে দেখা না যাওয়ায় এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় নতুন চাঁদ একাধিক হওয়া এবং সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখা যাওয়ায় সিয়ামপালন ও ঈদ করায়ও ভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

"তোমার কাছে তারা নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলে দাও এটি মানুষের জন্য সময়সমূহ ও হাজ্জের সময় নির্ধারণ করার মাধ্যম।"[১৫২]

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ দেশের চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করেছেন এবং ঈদও করেছেন। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বলেন,

«تَرَائَى النَّاسُ الْهِلَالَ» فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ "أَنِّيْ رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ".

লোকরা নতুন চাঁদ দেখল, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি, তাতে তিনি সিয়াম রাখলেন এবং লোকদেরকে সিয়াম রাখতে বললেন।[১৫৩]

সুতরাং সৌদি আরবের সাথে মিলিয়ে সিয়াম পালন করা ও ঈদ করা যুক্তি ও দলীলের নিরীখে অবাস্তব। তাই জিজ্ঞাসাকারী বাংলাদেশে অবস্থান করে সৌদি আরবের সাথে মিলিয়ে আদৌ সিয়াম পালন করবে না। বরং সিয়াম পালন ও ঈদ উদ্‌যাপনে বাংলাদেশের সাথে চাঁদের মিল রেখেই করবে। ###

---

[১৪৭] *সূরা আল আহ্‌যা-ব ৩৩ : ৫।*
[১৪৮] *সহীহুল বুখারী- হা: ৩২২৬।*
[১৪৯] *সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯১।*
[১৫০] *সহীহ মুসলিম- হা: ২২৬, মা: শা:, হা: ১০/২২৬০।*
[১৫১] *সহীহুল বুখারী- হা: ১৯০০, সহীহ মুসলিম- হা: ১০৮০।*
[১৫২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৯।*
[১৫৩] *সুনান আবূ দাউদ- হা: ১৯৯৫, মা: শা:, হা: ২৩৪২।*

المقالة الرئيسية \ C"#` CwiwPwZ

ঐতিহাসিক তোপকাপি প্রাসাদ

–এম. জি. রহমান

উসমানীয় শাসনামলের এক অপূর্ব নিদর্শন এই তোপকাপি প্রাসাদ। এটি তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অবস্থিত একটি রাজকীয় প্রাসাদ। বাইজেন্টাইন কন্সটান্টিনপল জয়ী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের নির্দেশে স্থাপনাটির নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে। এটি শুধু উসমানীয় সুলতানদের বাসস্থানই নয় ইস্তাম্বুলের প্রশাসনিক ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। ঐতিহাসিক এ রাজকীয় প্রাসাদটি তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অবস্থিত। উসমানীয় সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মুহাম্মাদ পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এ প্রাসাদের নির্মাণকাজ শুরু করেন। এ প্রাসাদ প্রায় চারশ' বছর (১৪৬৫-১৮৫৬) ধরে উসমানীয় সুলতানদের বাসস্থান হিসেবে বিদ্যমান ছিল। প্রাসাদটি বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখানে রয়েছে মুসলিমদের জন্য পবিত্র স্মারকচিহ্ন যেমন- নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জুব্বা এবং তরবারি।

বাইজেন্টাইন কন্সটান্টিনপল জয়ী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের নির্দেশে স্থাপনাটির নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে। চারটি মূল চত্বর এবং অনেক ছোট ছোট ভবন নিয়ে এই জটিল প্রাসাদটি গড়ে তোলা হয়েছে। রাজকীয় বাসস্থান হিসেবে এর গুরুত্ব উঁচুতে হলেও প্রাসাদে প্রায় ৪ হাজার লোকের বাসস্থান ছিল, যা পূর্বে একটি বিশাল তীরবর্তী এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে ১৫০৯ সালের ভূমিকম্প এবং ১৬৬৫ সালের অগ্নিকাণ্ডের পরে বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে প্রাসাদ চত্বরটির সম্প্রসারণ করা হয়। প্রাসাদে মাসজিদ, একটি হাসপাতাল, কয়েকটি বেকারি বা রুটিঘর এবং একটি টাকশাল রয়েছে। প্রাসাদের নাম অনুবাদে হয় "কামান ফটক প্রাসাদ", নামটি এসেছে নিকটবর্তী একটি ফটক থেকে, যা ইতোমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৭ শতকের সুলতানগণ বসফোরাস –এ অবস্থিত নতুন প্রাসাদে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন, ফলে তোপকাপি প্রাসাদ ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব হারাতে থাকে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজসভা নতুন তৈরি ডোলমাবাঞ্চ প্রাসাদে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন সুলতান প্রথম 'আবদুল মাজিদ। ডোলমাবাঞ্চ প্রাসাদ ছিল ইউরোপীয় শৈলীতে তৈরি শহরের প্রথম প্রাসাদ। যদিও কিছু রাজকর্ম যেমন রাজকীয় কোষাগার, গ্রন্থাগার, মাসজিদ এবং টাকশাল তোপকাপি প্রাসাদে থেকে যায়।

১৯২১ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর, ১৯২৪ সালের ৩ এপ্রিল তোপকাপি প্রাসাদ সরকারী রায়ে সাম্রাজ্যিক সময়ের জাদুঘরে পরিণত হয়। তোপকাপি প্রাসাদ জাদুঘরটি বর্তমানে সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রাসাদ চত্বরে কয়েকশ ঘর এবং প্রকোষ্ঠ রয়েছে, তবে জনসাধারণের দর্শনের জন্য এখন শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘরগুলোতেই প্রবেশাধিকার রয়েছে। চত্বরটিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী ছাড়াও তুর্কি সেনাবাহিনীর সশস্ত্র কর্মীদের পাহারা মোতায়েন রয়েছে। প্রাসাদে উসমানীয় স্থাপত্যকলার বহু উদাহরণসহ বিপুল সংখ্যক চীনা মাটির বাসন, পোষাক, অস্ত্র, ঢাল, বর্ম-আবরণ, উসমানীয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র নকল, ইসলামিক ক্যালিওগ্রাফিক হস্তলিপির সংগ্রহ রয়েছে সেই সাথে উসমানীয় বিভিন্ন মূল্যবান ধন ও রত্ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সুবিশাল এ প্রাসাদে রয়েছে সম্রাটদের ব্যক্তিগত রাজকীয় হেরেম। (হেরেম "হারাম" শব্দের প্রচলিত রূপ, যা অর্থ নিষিদ্ধ এলাকা)। এ হেরেমে ছিল চারশ' কক্ষ। সেখানে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা ছিল কোনোটাতে স্ত্রী, কোনটাতে সেবাদাসী, কোনটাতে চাকরানি থাকবে। হেরেমের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো রানীমাতার ভবন। এটি ১৬শ শতাব্দীতে রানীমাতা তোপকাপি প্রাসাদে আসার পর তৈরি করা হয়। হেরেমে জলসা, রাজকীয় ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য ১৬শ শতাব্দীতে একটি বিশাল হলো তৈরি করা হয় যা ইম্পেরিয়াল হলো বা ইম্পেরিয়াল সোফা নামে পরিচিত। এ হলো-এ রয়েছে সুলতানের সিংহাসন।

তুর্কী ভাষায় তোপকাপি মানে কামান দরওয়াজা। চীনের ফরবিডেন সিটির মতো তোপকাপি প্রাসাদ ইস্তাম্বুল নগরীর মধ্যেই আরেক নগরী। সাত লক্ষ বর্গমিটার এলাকা নিয়ে এই প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। এখানে টাকশাল, স্কুল, লাইব্রেরী, মাসজিদ, রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও পারিষদদের বাসস্থান। গোটা প্রাসাদ এলাকা উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ইম্পেরিয়াল বা রাজকীয় গেট দিয়ে

ঢুকলে প্রথম যে চত্বর পড়বে তা সবার জন্য উন্মুক্ত। এখানে প্রাসাদ রক্ষীদের বসবাসের স্থান, টাকশাল ইত্যাদি আছে।

তোপকাপি প্রাসাদের ইম্পেরিয়াল গেটের ডানদিকে রয়েছে তুর্কী হাম্মাম বা ফোয়ারা, এখানে ওযূ ও গোসল করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাসাদ দেওয়ালের সাথে আছে হাজিয়া ইরেনী গীর্জা। এটাকে মাসজিদে রূপান্তরিত করা হলেও এখানে সালাত পড়া হত না। ইরেনী গ্রীক শব্দ, এর অর্থ হলো শান্তি। রোমান ভাষায় এ গীর্জাকে বলা হত সান্তা ইরেনী। প্রাসাদরক্ষী অটোম্যান সৈন্য বা জেনেসারীদের কুচকাওয়াজের মাঠও ছিল এই প্রথম চত্বর।

গেট অব স্যালুটেশান : এখন কোন জেনেসারী নেই এই প্রাসাদের ভেতরে। প্রথম চত্বর থেকে দ্বিতীয় চত্বরে ঢোকার জন্য গেট অফ স্যালুটেশান দিয়ে ঢুকতে হয়। প্রশাসনিক এলাকা ছিল এই এলাকা, চত্বরের চারদিকে প্রশাসনিক ভবনগুলো বানানো হয়েছিল। দুই পাশের দুই উঁচু স্তম্ভের মাঝখান দিয়ে দ্বিতীয় চত্বরে প্রবেশ পথ গেট অফ স্যালুটেশান। এখান দিয়ে সুলতান ছাড়া অন্য কারো ঘোড়ায় চড়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি ছিল না। চত্বরের দক্ষিণ দিকে বিরাট রাজকীয় রন্ধন শালা। প্রতিদিন ছয় হাজার লোকের খাবার রান্না হত এখানে। জেনিসারী বা সৈনিকদের কোয়ার্টার, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি ছিল এই অংশে।

রাজকীয় হেরেম ছিল সুলতান, ছেলে-মেয়ে, পত্নী, প্রধান খোজাসহ পরিবারের অন্যান্য সবার বাসস্থান। হেরেম এখন যাদুঘরে পরিণত হয়েছে। নিগ্রো খোজা ক্রীতদাসকে নিয়োগ দেওয়া হত হেরেমের রক্ষী হিসেবে। হেরেমের আইন-কানুন নিয়ন্ত্রণ করতেন সুলতানের মা সুলতান ভ্যালিড। দশম অটোম্যান সম্রাট সুলাইমানের শাসনকাল ছিল অটোম্যান শাসনের স্বর্ণযুগ। তার সময়ে অটোম্যান সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। পারস্য থেকে ইউরোপ উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি এলাকা নিয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। সম্রাট সুলাইমান সর্বপ্রথম আইন এবং বিচার ব্যবস্থার প্রণয়ন করে তা লিপিবদ্ধ করেন। সম্রাট সুলাইমান মাত্র ৪৬ বছর রাজত্ব করেন।

এরপর প্রাসাদের তৃতীয় চত্বর, এর গেটের সামনেই সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হত। তৃতীয় চত্বরে সুলতান বা তার পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কারো ঢোকার অনুমতি ছিলনা। তৃতীয় চত্বরের কেন্দ্র হলো সুন্দর সুবিশাল বাগান বা পার্ক। চত্বরের ডান দিকে ছিল সুলতানের কোষাগার যা এখন যাদুঘর। এই চত্বরে বাইজেন্টাইন যুগের কিছু নিদর্শনের দেখা মেলে। প্রাসাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো যাদুঘর। মোট চারটে বিশাল হলঘরে রাখা আছে অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী। এরপর আছে চতুর্থ চত্বর, চতুর্থ চত্বর থেকে বামে বসফরাস প্রণালী এবং ডানে মারমারা সাগর এবং আরো আধুনিক ইস্তাম্বুল দেখা যায়।

[সূত্র : উইকিপিডিয়া বাংলা HUB, ইন্টারনেট]

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশের সকল আহলে হাদীস মাদরাসা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, **বাংলাদেশ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা**-২০১৯ সেশনের জন্য সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের সমন্বয়ে একটি সিলেবাস প্রণয়ন করেছে –আল-হামদুলিল্লাহ।

উক্ত সিলেবাসটি সংগ্রহের জন্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ

বাংলাদেশ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

মোবা: ০১৮৪২-২২৪৫৫৬, ০২-৭৫৪২৪৩৪

E-mail: bahmeb.dhaka@gmail.com

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত জানুয়ারি- ২০১৯ সালের সালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	সুর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫ : ২১	০৬ : ৪০	১২ : ০২	০৩ : ০৩	০৫ : ২৩	০৬ : ৪৪
০২	০৫ : ২১	০৬ : ৪০	১২ : ০৩	০৩ : ০৪	০৫ : ২৪	০৬ : ৪৪
০৩	০৫ : ২১	০৬ : ৪১	১২ : ০৩	০৩ : ০৪	০৫ : ২৫	০৬ : ৪৫
০৪	০৫ : ২২	০৬ : ৪১	১২ : ০৪	০৩ : ০৫	০৫ : ২৫	০৬ : ৪৬
০৫	০৫ : ২২	০৬ : ৪১	১২ : ০৪	০৩ : ০৬	০৫ : ২৬	০৬ : ৪৬
০৬	০৫ : ২২	০৬ : ৪১	১২ : ০৫	০৩ : ০৬	০৫ : ২৭	০৬ : ৪৭
০৭	০৫ : ২২	০৬ : ৪২	১২ : ০৫	০৩ : ০৭	০৫ : ২৭	০৬ : ৪৭
০৮	০৫ : ২২	০৬ : ৪২	১২ : ০৫	০৩ : ০৭	০৫ : ২৭	০৬ : ৪৭
০৯	০৫ : ২৩	০৬ : ৪২	১২ : ০৬	০৩ : ০৮	০৫ : ২৯	০৬ : ৪৯
১০	০৫ : ২৩	০৬ : ৪২	১২ : ০৬	০৩ : ০৯	০৫ : ২৯	০৬ : ৪৯
১১	০৫ : ২৩	০৬ : ৪২	১২ : ০৭	০৩ : ১০	০৫ : ৩০	০৬ : ৫০
১২	০৫ : ২৩	০৬ : ৪২	১২ : ০৭	০৩ : ১০	০৫ : ৩১	০৬ : ৫১
১৩	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৭	০৩ : ১১	০৫ : ৩২	০৬ : ৫১
১৪	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৮	০৩ : ১২	০৫ : ৩২	০৬ : ৫২
১৫	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৮	০৩ : ১২	০৫ : ৩৩	০৬ : ৫২
১৬	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৮	০৩ : ১৩	০৫ : ৩৪	০৬ : ৫৩
১৭	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৯	০৩ : ১৪	০৫ : ৩৫	০৬ : ৫৪
১৮	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৯	০৩ : ১৪	০৫ : ৩৫	০৬ : ৫৪
১৯	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ০৯	০৩ : ১৫	০৫ : ৩৬	০৬ : ৫৫
২০	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ১০	০৩ : ১৫	০৫ : ৩৭	০৬ : ৫৬
২১	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ১০	০৩ : ১৬	০৫ : ৩৭	০৬ : ৫৬
২২	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ১০	০৩ : ১৭	০৫ : ৩৮	০৬ : ৫৭
২৩	০৫ : ২৪	০৬ : ৪২	১২ : ১০	০৩ : ১৭	০৫ : ৩৮	০৬ : ৫৭
২৪	০৫ : ২৪	০৬ : ৪১	১২ : ১১	০৩ : ১৮	০৫ : ৪০	০৬ : ৫৮
২৫	০৫ : ২৩	০৬ : ৪১	১২ : ১১	০৩ : ১৯	০৫ : ৪০	০৬ : ৫৯
২৬	০৫ : ২৩	০৬ : ৪১	১২ : ১১	০৩ : ১৯	০৫ : ৪১	০৬ : ৫৯
২৭	০৫ : ২৩	০৬ : ৪১	১২ : ১২	০৩ : ২০	০৫ : ৪২	০৭ : ০০
২৮	০৫ : ২৩	০৬ : ৪০	১২ : ১২	০৩ : ২০	০৫ : ৪২	০৭ : ০১
২৯	০৫ : ২৩	০৬ : ৪০	১২ : ১২	০৩ : ২১	০৫ : ৪৩	০৭ : ০১
৩০	০৫ : ২২	০৬ : ৪০	১২ : ১২	০৩ : ২১	০৫ : ৪৪	০৭ : ০২
৩১	০৫ : ২২	০৬ : ৩৯	১২ : ১২	০৩ : ২২	০৫ : ৪৪	০৭ : ০২

ভর্তি চলছে..... ভর্তি চলছে..... ভর্তি চলছে.....

আল কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক পরিচালিত

প্রফেসর ড. এম. এ. বারী (রহ্.) মডেল মাদরাসা (নার্সারী থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত)

আলোকিত ভবিষ্যত বিনির্মাণে আমাদের ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ : ❖ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পাশাপাশি কওমী সিলেবাস অনুসারে সমন্বিত পাঠদান; ❖ ক্বারীয়ানা পদ্ধতি অনুসরণে কুরআন তিলাওয়াত ও হিফয্-এর ব্যবস্থা; ❖ আরবী, ইংরেজি, গণিত, তথ্য-প্রযুক্তি ইত্যাদিতে পারদর্শী করে গড়ে তোলা; ❖ দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদানের পাশাপাশি বিশেষ তত্ত্বাবধান; ❖ মেধাবিকাশে বক্তৃতা, বিতর্ক, রচনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন; ❖ বিশেষ প্রয়োজনে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক সমন্বয়ে কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা; ❖ গরীব-ইয়াতীম ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ; ❖ ত্রৈ-মাসিক অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন। *আপনার সন্তানের আলোকিত ভবিষ্যত বিনির্মাণে আমাদের প্রচেষ্টা অবিরত ॥*

যোগাযোগ : প্রঃ ড. এম. এ. বারী (রহ্.) মডেল মাদরাসা, ফতেপুর বাজার, ঝিকরগাছা, যশোর। মোবা: ০১৭৮৪৪৮৮০৯৩; ০১৭৭৫-৭২৩৪২৪